চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৫ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 June 2019 ■ আগরতলা, ১৬ জুন, ২০১৯ ইং ■ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে ভারী বর্ষণ ও ঘূর্ণিঝড় শিশুর মৃত্যু, আহত মহিলা ত্রাণ শিবিরে ৭৭৬ জন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। ভারী বর্ষণ এবং ঝড়ের প্রকোপে ত্রিপুরায় ১ শিশুর মৃত্যুর পাশাপাশি এক মহিলা গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন। তাছাড়া, ৩২টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ৮টি ত্রাণ শিবিরে ১৮৮ পরিবারের ৭৭৬ জন আশ্রয় নিয়েছেন। এদিকে মনু এবং দেও নদীর জল বিপদসীমার কাছাকাছি বইছে।

ত্রিপুরা রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা দফতরের রিপোর্ট অনুযায়ী, শুক্রবার ভারী বর্ষণ এবং ঘূর্ণিঝড়ে ধলাই, ঊনকোটি, গোমতি এবং সিপাহিজলা জেলায় প্রভাব পড়েছে। সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে ধলাই জেলায়। ওই জেলার কমলপুর মহকুমার দুর্গা চৌমুহনি ব্লক এলাকায় বন্যা এবং ঘূর্ণিঝড়ে ৩২টি বসতঘর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, ৪টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ১০৮ পরিবারের ৪৫০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। প্রশাসনের তরফে তাঁদের শুকনো খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। এছাড়া, বন্যায় একই জেলায় লংতরাইভ্যালি মহকুমার মনু ব্লক এলাকায় ৩টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে। সেখানে ৫৮ পরিবারের ২৩৫ জন আশ্রয় নিয়েছেন। তাদেরকেও শুকনো খাবার সরবরাহ করেছে মহকুমা প্রশাসন। রিপোর্ট অনুযায়ী, ধলাই জেলায় মনু নদীর জল বিপদসীমার খুব কাছাকাছি বইছে।

এদিকে, ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটেও বন্যা দুর্গতদের জন্য ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছিল। কিন্তু পরিস্থিতি স্বাভাবিক হওয়ায় আজ ওই ত্রাণ শিবির বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সাংসদ রেবতী ত্রিপুরার বাড়িতে ভাঙচুর, গুলি, আগুন

আইপিএফটি-বিজেপির কলহে অগ্নিগর্ভ গন্ডাছড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলার ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তাপ চরমে গিয়ে পৌঁছেছে। কারণ, বিজেপি-আইপিএফটি উভয় শরিক দল একে অপরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে। আজ দিল্লি যাওয়ার আগে সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরা জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে আইপিএফটি-র সমর্থকরা গন্ডাছড়ায় তাঁর বাড়িতে হামলা চালিয়েছেন। শুধু তাই নয়, একটি গাড়ি ও একটি বাইক তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু আইপিএফটি সভাপতি এবং সাধারণ সম্পাদক এই অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে দিয়েছেন। তাঁদের দাবি, বিজেপি কর্মীরাই আইপিএফটি সমর্থকদের উপর হামলা চালাচ্ছেন। সাংসদের বাড়িতে হামলা বিজেপির দলীয় কোন্দলের প্রতিফলন। স্বাভাবিকভাবেই এই ঘটনাকে ঘিরে চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে জোট শরিক উভয় দলের কর্মীদের মধ্যে। আজ দিনভর গন্ডাছড়া মহকুমাজুড়ে অঘোষিত বন্‌ধ পালিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে সাংসদ রেবত কুমার ত্রিপুরার গন্ডাছড়ার দুর্গাপুরস্থিত হামলা হয়েছে। ওই ঘটনায় সাংসদের ভগ্নিপতির গাড়ি ও একটি বাইক দুস্কৃতিরা জ্বালিয়ে দিয়েছে। এছাড়াও বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে কর্তব্য পালনে গাফিলতির গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। কারণ, রাতে গন্ডাছড়ার এসডিপিও এবং ওসির সাথে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তাদের টেলিফোনে সংযোগ স্থাপন করা যায়নি বলে অভিযোগ। এদিকে, বিজেপির সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় উত্তেজিত দলীয় কর্মীরা আইপিএফটি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে। কারণ, সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় মূল অভিযুক্ত হিসেবে আইপিএফটি ধলাই জেলা সভাপতি প্রেম কুমার ত্রিপুরাকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, গঙ্গানগর ব্লক চেয়ারম্যান জীবন জয় রিয়াং এবং আইপিএফটির জেলা সভাপতি প্রেম কুমার ত্রিপুরার উপর বিজেপি কর্মীরা হামলা সংগঠিত করেছে। প্রেম কুমার ত্রিপুরার বাড়িতে আক্রমণের পাশাপাশি একটি বাইক জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে। এদিকে, আজ সকালে বিজেপি কর্মীরা পুলিশের ভূমিকায় ক্ষোভ প্রকাশ করে এবং সাংসদকে হামলার ঘটনায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দোষিদের চিহ্নিত করার উপর জোর দিয়ে বিজেপির সতর্ক প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে আক্রমণের ঘটনায় শরিক দল আইপিএফটি বিজেপি-কে দোষারোপ করছে। কিন্তু দলীয় সাংসদের উপর হামলার ঘটনায় বিচলিত হওয়ার বদলে বিজেপি খুবই ঠাণ্ডা মাথায় প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। বিজেপি-র প্রদেশ কমিটির মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্যের কথায়, সাংসদের ওপর হামলাকারীদের রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে বের করা হচ্ছে। কারণ, ওই ঘটনার পেছনে বিরোধীদের চক্রান্ত থাকা স্বাভাবিক বলেই মনে হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গতকাল রাতে ত্রিপুরার ধলাই জেলার গন্ডাছড়ায় সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা সংঘটিত হয়েছে। ওই হামলার নেপথ্যে আইপিএফটি-র স্থানীয় নেতাদের দায়ী করে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ, এমন-কি পাল্টা হামলায় অগ্নিগর্ভ অবস্থা গন্ডাছড়ায়। ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের ঘটনা আইপিএফটি-র দুই নেতার বাড়িতেও ঘটেছে। তাতে, দলের সভাপতি নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা এবং সাধারণ সম্পাদক মেবারকুমার জমাতিয়া ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে কুৎসা, ধৃত অনুপমকে আনা হল আগরতলায় কাল আদালতে পেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব ও তার পরিবার সম্পর্কে কুৎসা রটানোর মূল অভিযুক্ত অনুপম পালকে অবশেষে গ্রেফতার করে আগরতলায় নিয়ে এসেছে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের এক বিশেষ টিম। আজ শনিবার তাকে বিমানে করে দিল্লি থেকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়। শুক্রবার তাকে ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও দিল্লি পুলিশের যৌথ টিম গ্রেফতার করে ত্রিশহাজারি আদালতে তুলে। আদালতে ট্রানজিট রিমান্ডের আবেদন জানালে আদালত তা মঞ্জুর করলে তাকে আগরতলায় নিয়ে আসা হয়।

এই মামলার তদন্তকারী অফিসার ত্রিপুরা পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চের ডিএসপি দীপঙ্কর পাল আগরতলার সিজেএম আদালতে এই মামলার ৪৬৬ এবং ৪৭৪ ধারা যুক্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিমান ও জল পথে যোগাযোগ নিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর গুরুত্বারোপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা নিয়ে নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন। এর মধ্যে রয়েছে, বিমান যোগাযোগ এবং নদী পথে যোগাযোগ। নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বিমান যোগাযোগের ক্ষেত্রে যদি বেসরকারী সংস্থাগুলি তাদের উড়ানের সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাহলে ত্রিপুরা উপকৃত হবে। তিনি বলেন, আগরতলা-দিল্লী ও দিল্লী-আগরতলা রুটে সন্ধ্যায় বিমান পরিষেবা চালু করা একান্ত জরুরী। কারণ চিকিৎসক এবং স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ, কেন্দ্রীয় সরকারের আধিকারীক, বেসরকারী বিনিয়োগকারীদের জন্য এই সময়ে বিমান পরিষেবা অনেক বেশী কার্য্যকরী ভূমিকা নিতে পারে।

মুখ্যমন্ত্রী নীতি আয়োগের বৈঠকে আরও বলেন, জল পথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে ত্রিপুরা পূর্বোত্তরের প্রবেশদ্বার হতে পারে। গোমতী নদীকে ভিত্তি করে ভারত বাংলাদেশ জলপথ যোগাযোগের বিষয়ে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। তাতে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা তথা রাজ্যের পর্যটন বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে।

রাজ্যের দুর্যোগ মোকাবিলা নিয়েও নীতি আয়োগের বৈঠকে গুরুত্বারোপ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, দেশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শনিবার নয়াদিল্লীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে সাক্ষাৎ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

বনমালীপুরে দুঃসাহসিক স্কুটি চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। রাজধানীর বুক থেকে ফের দুঃসাহসিক স্কুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, শনিবার দুপুরে রাজধানী আগরতলার মধ্য বনমালীপুর প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী গলির সংযোগী এলাকায় এই স্কুটি চুরির ঘটনা ঘটেছে।

জানা গেছে, স্কুটির টুলবক্সে কিছু জরুরি কাগজপত্র ছিল। এ-কথা জানিয়ে স্কুটির মালিক রতন সাহা বলেন আজ দুপুরের দিকে আগরতলার মধ্য বনমালীপুর প্রজাপিতা ব্রহ্মকুমারী গলির মুখে স্কুটিটি রেখে তিনি সংলগ্ন এক জায়গায় জরুরি কাজে গিয়েছিলেন। নির্দিষ্ট ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুই ছাত্র সংগঠনের সংঘর্ষে উত্তেজনা কৈলাসহর কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন।। ফের ছাত্র রাজনীতির উত্তপ্ত হাওয়া কৈলাসহর কলেজে। ছাত্র সংসদ দখলকে কেন্দ্র করে শাসক দলের ছাত্র সংগঠনের সাথে বহিরাগতদের সংঘর্ষ বাধে শনিবার। এদিন দুপুরে কৈলাসহর কলেজে আচমকা বহিরাগত কিছু যুবক প্রবেশ করে। বহিরাগতদের অনুপ্রবেশ ঘিরে কলেজ চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। শাসক দলের ছাত্র সংগঠন এবিভিপ ওই বহিরাগতদের কলেজ থেকে বের হয়ে যাওয়ার জন্য বলেন। তাতেই বাক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেপরোয়া বাস ও স্কুটির সংঘর্ষে বাবুল চৌমুহনীতে নিহত দুই যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। বেপরোয়া গতি দুই যুবকের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় রুবেল মিয়াঁ (২৪) এবং বিল্লাল মিয়াঁ (২৬)-র মৃত্যু হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, প্রচণ্ড গতিতে স্কুটির সাথে বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। পুলিশ জানিয়েছে, রুবেল মিয়াঁর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এবং বিল্লাল মিয়াঁ চিকিৎসাধীন অবস্থায় হাসপাতালে মারা গেছেন।

শনিবার পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার আমতলি থানাধীন বাবুল চৌমুহনি বাজার সংলগ্ন এলাকায় স্কুটি ও বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ-বিষয়ে আমতলি থানার এসআই মামুন উল্লাহ কাজি জানিয়েছেন, আজ বেলা ১২টা ১০ নাগাদ বাবুল চৌমুহনি বাজার সংলগ্ন স্থানে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তাতে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। আমতলি থানাধীন ফুলতলি এলাকায় রাজেশ্বরিনগরের বাসিন্দা রুবেল মিয়াঁ এবং ব্রজেন্দ্রনগরের বাসিন্দা বিল্লাল মিয়াঁর দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার পর টিআর ০১ ওয়াই ৫৬৫০ নম্বরের স্কুটি এবং টিআর ০৭ ১২৫১ নম্বরের বাস আটক করে থানায় আনা হয়েছে। বাসের চালক ঘটনার পর পালিয়ে গিয়েছে। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীর বক্তব্য, আগরতলা থেকে বাড়ির উদ্দেশে যাওয়ার সময় সোনামুড়া থেকে আগারতলাগামী বাসের সাথে স্কুটির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর দাবি, প্রচণ্ড গতিতে ছিল স্কুটি। তাই নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে বাসের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে।

আমতলি থানার এসআই তথা এই ঘটনার তদন্তকারী অফিসার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার স্বামীর বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। এক গৃহবধূকে গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার অভিযোগ উঠলো স্বামীর বিরুদ্ধে। মৃত গৃহবধূর নাম সুরাহা বিবি (৩৫)। স্বামীর নাম রকমত আলী। ঘর জামাই হিসেবে পূর্ব গোকুলপুর স্থিত শশুর বাড়িতেই থাকে রকমত আলী। শশুর বাড়ীর আত্মীয় পরিজনের অভিযোগ , রকমত সুরাহাকে বিয়ে করার পূর্বে আরোও একবার বিয়ে করেছিল। সেই বউ আগুনে পুরে মারা যায়। সে ঘটনা তাদের জানা ছিল না , বিয়ের পর জানাজানি হয়। বিয়ের পর থেকেই সংসারের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রতিনিয়ত ঝগড়া মারধোর করতো সুরাহাকে। হুমকি দিত আগের বউকে আগুন লাগিয়ে মেরে ফেলেছে , তাকেও মেরে ফেলবে। শনিবার দুপুর বেলা নিজ বাড়িতে রাবিয়া বিবি হঠাৎ দেখতে পায় ঘরের মধ্যে মেয়ে সুরাহা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ডাক্তার নিগ্রহ রুখতে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ, সমস্ত রাজ্যকে চিঠি কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন।। কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসক নিগ্রহের প্রতিবাদে স্বাস্থ্য সঙ্কট চলছে পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে। দিন দিন আরও ব্যপ্তি হচ্ছে চিকিতকদের আন্দোলন-প্রতিবাদ কর্মসূচিঊ পশ্চিমবঙ্গের গণ্ডি পেরিয়ে চিকিৎকদের প্রতিবাদ-আন্দোলন কর্মসূচি ছড়িয়ে পড়েছে দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই। এই অবস্থায় চিকিৎসক নিগ্রহ রুখতে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য দেশের সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের উপর সাম্প্রতিক নিগ্রহের প্রেক্ষিতে দেশের সমস্ত রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের চিঠি লিখেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধন। চিকিৎসক নিগ্রহ রুখতে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

স্বাস্থ্য সঙ্কট নিয়ে রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এনআরএস হাসপাতালে কর্মবিরতিতে অনড় চিকিতকদের যাবতীয় দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা দিয়েছে এইমস-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশন। আর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ডাক্তারদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে না পারে, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এইমস-এর চিকিৎসকদের সংগঠন। এইমস-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অমরিন্দর সিং মালহি জানিয়েছেন, 'সমস্ত চিকিত্ৎসকরা শনিবার কাজে যোগ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রতীকী প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবে। কালো ব্যাজ, ব্যান্ডেজ এবং মাথায় হেলমেট পরে প্রতীকী প্রতিবাদ জারি রাখব আমরা। যদি, একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকে তবে আগামী ১৭ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হবে।'

এদিকে, পাঁচদিনেও এনআরএস-কাণ্ডের বিক্ষোভ না থামায় এবার রাজ্যকে অ্যাডভাইসরি দিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। শনিবার পাঁচদিনে পড়েছে এনআরএসে জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভ। এর মধ্যে কলকাতা সহ রাজ্যের বহু সরকারি হাসপাতালে প্রায় ৭৫০ চিকিৎসক ইস্তফা দিয়েছেন। চিকিৎসা পরিষেবা না পেয়ে ফিরতে হয়েছে রোগীদের।

সরকারের দাবরানিতে নড়েচড়ে বসল বিদ্যুৎ নিগম, গ্রাহক পরিষেবায় নতুন স্কীম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। রাজ্য সরকারের শাঁসানি খেয়ে নড়েচড়ে বলেছে ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগম। গ্রাহক অসন্তোষ মোকাবিলায় টোল ফ্রি নম্বর চালু করার পাশাপাশি বিভিন্ন আধিকারিকদের ফোন নম্বর ভোক্তাদের কাছে পৌঁছানোর উদ্যোগ নিয়েছে নিগম কর্তৃপক্ষ। ওই নম্বরগুলিতে সরাসরি অভিযোগ জানাতে পারবেন ভোক্তারা। নিগমের দাবি, বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ পাওয়ার সাথে সাথেই বিদ্যুৎ কর্মীরা ভোক্তার বাড়ি পৌঁছে যাবেন।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি বিদ্যুৎ নিগমের কাজকর্মের পর্যালোচনায় চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী তথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা। ভোক্তাদের অভিযোগ নিরসনে নিগমের নেতিবাচক ভূমিকায় তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। পাশাপাশি, পরিষেবার মান বাড়ানো না হলে নিগমের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ারও হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন তিনি। তাতেই নড়েচড়ে বসেছে বিদ্যুৎ নিগম।

এক বিজ্ঞপ্তিতে বিদ্যুৎ নিগম জানিয়েছে, বিদ্যুৎ পরিষেবার বিস্তৃতিতে 'বিদ্যুৎ নিগম আপনার দৌরগোড়ায়' স্কিম শুরু করেছে। মূলত, প্রতিটি ঘরে বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এই স্কিমের বলে দাবি নিগমের। তাতে, ভোক্তাদের টোল ফ্রি নম্বরে অভিযোগ নথিভুক্তের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, বিদ্যুৎ নিগমের অফিসের আরও জরুরি নম্বর ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

নীতি আয়োগের বৈঠকে দারিদ্রতা, বেকারত্ব ও খরার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন।। রাজনৈতিক মতাদর্শ দূরে সরিয়ে রেখে দারিদ্রতা, বেকারত্ব, খরা, বন্যা, দূষণ, দুর্নীতি এবং হিংসার বিরুদ্ধে নীতি আয়োগের বৈঠকে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াইয়ের ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার রায়সিহনা হিলসের রাষ্ট্রপতি ভবনের কালচারাল সেন্টারে নীতি আয়োগের পরিচালন সমিতির বৈঠকের আয়োজন করা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের লেফটানেণ্ট গর্ভনরেরা। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, প্রতিরক্ষামন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ, নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার সহ একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দারিদ্রটা, বেকারত্ব, দুর্নীতি এবং হিংসার বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ লড়াই করতে হবে। খরা এবং পানীয় জলের অভাব দূর করতে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ক্ষমতায়ন এবং জীবনধারণের প্রতিক্রিয়া সহজতর করার জন্য সক্রিয় হবে নীতি আয়োগ। ২০২৪ সালে ভারতকে পাঁচ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতিতে পরিণত করতে গেলে চ্যালেঞ্জ রয়েছে, কিন্তু সেই লক্ষ্য পূরণ করা যাবে। জনপ্রতি আয় বাড়ানোর জন্য রপ্তানি ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার। দেশজুড়ে জলের অভাব প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, জলাভাব দূর করতে গেলে জল সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। জলের প্রতিটি ফোটায় বেশ ফসল ফলনের উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। জল চাহিদা এবং জল সরবরাহ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রের পাশাপাশি রাজ্য সরকারগুলির উচিত এগিয়ে আসা। এই ক্ষেত্রে জলশক্তি মন্ত্রক কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

কৃষকদের আয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করা হবে। বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে মাছ চাষ, পশু পালন, উদ্যান চাষ, ফল এবং সবজি চাষ। কৃষিতে কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন। এর জন্য কৃষিতে কর্পোরেট বিনিয়োগ, পণ্য পরিবহন, নিকটবর্তী বাজার নির্মাণ দরকার। দেশজুড়ে খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ফুলেফেপে উঠেছে।

মাওবাদী দমন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, মাওবাদীদের বিরুদ্ধে লড়াই এখন নির্ণায়ক পরিস্থিতিতে পৌঁছিয়ে গিয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে উন্নয়নের মাধ্যমে হিংসার বিরুদ্ধে লড়াই হবে। স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী বলেন, ২০২৫ সালের মধ্যে দেশকে যক্ষ্মা মুক্ত করতে হবে। যে সকল রাজ্যগুলি এখনও আয়ুষ্মান ভারত কার্যকর করেনি তাদের অবিলম্বে কার্যকর আহ্বান করেন তিনি। প্রতিটি সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে স্বাস্য এবং চিকিৎসার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হব। সবকা সাথ সবকা বিকাশ সবকা বিশ্বাস প্রকৃত ভাবে কার্যকর করতে পারবে নীতি আয়োগ। কাজ,স্বচ্ছতা,প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য কাজ করে যাবে প্রশাসন।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৪৩ ◘ ১৬ জুন ২০১৯ ইং ◘ ৩২ জ্যৈষ্ঠ ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

ইহা অগণতান্ত্রিক ও অনৈতিক

ইহা অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক। অথচ এই পথকেই আকড়াইয়া ধরা হইতেছে। যে দলের পক্ষে সুদিন আসিয়া দাঁড়ায় সেই দলের পিছনে ক্ষমতালোভীরা ছুটিতে চায়। এই অনৈতিক ও অগণতান্ত্রিক কান্ড সগৌরবে চলিতেছে। সব রাজনৈতিক দলই সুযোগ পাইলেই সেই অনৈতিক পথকে আকড়াইয়া ধরে। ইহা আমাদের কষ্টার্জিত ও স্বপ্নের স্বাধীনতার পক্ষে বড় বেশী দূর্ভাগ্যের। এবং এই দূর্ভাগ্যজনক পরিণতির হাত হইতে বোধহয় সহসা আমাদের মুক্তি নাই।

এক দলের টিকিটে ভোটে জয়ী হইয়া অন্য দলে যোগ দেওয়ার ঘটনা গণহারে বৃদ্ধি পাওয়ায় সংসদে দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ করা হয়। তবে, এই আইনে ফাঁক ফোকড় রাখা হয়। কত শতাংশ বিধায়ক বা সাংসদ একযোগে দলত্যাগ করিলে তাহাতে আইনী প্রতিবন্ধকতা কাজ করে না। তাই, দল বাধিয়াই এখন দলত্যাগ হয়। বিধানসভা বা লোকসভায় নির্বাচিত সদস্যরা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায়। কিন্তু, পঞ্চায়েত, পুর নিগম ইত্যাদি বিভিন্ন স্বশাসিত সংস্থাতে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্য্যকর নহে। ফলে, এইসব সংস্থায় দলত্যাগ এখন জলভাতের পর্য্যায়ে পড়িয়াছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের নৈতিক ও গণতান্ত্রিক অধিকার কার্য্যত ভুলুণ্ঠিত হইতেছে। এই ত্রিপুরায় সত্তরের দশকে কংগ্রেসের বিধায়করাই সিএফডি বা জনতা দলে অনায়াষে যোগ দিয়াছিলেন। তখন দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ হয় নাই। ফলে, বিধায়করা অনায়াসে মনের সুখে দলবদল করিতে পারিতেন। ১৯৭৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের ধরাশায়ী অবস্থা ইন্দিরার শোচনীয় পরাজয়ে ত্রিপুরায় কংগ্রেসের মোমবাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন অশোক ভট্টাচার্য্য। কংগ্রেসের তাবড় নেতারা শচীন্দ্র লাল সিংহের সিএফডি দলে যোগ দেন। এই শচীন্দ্রলালই সিপিএমের জোট করিয়া রাজ্যে তাঁহার দল সিএফডিকে ক্ষমতায় বসান। এই সরকারের পরমায়ু ছিল কয়েকমাসের। তার পরই সিপিএমের কৌশলী চালে কাত হয় জনতা দলের বিধায়করা। সিপিএম-জনতা দলের সরকার গঠিত হয়। তিন মাসেই এই সরকারের পরমায়ু শেষ হয়।

কংগ্রেসের দুর্দিনের সুযোগেই সিপিএম বা বামফ্রন্ট ১৯৭৮ সালের নির্বাচনে বিপুল সংখ্যা গরিষ্ঠতা নিয়া ক্ষমতায় আসীন হয়। সেই সিপিআই(এম) দলও আজ দেখিতেছে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি। সিপিএমের পুর পরিষদ, পঞ্চায়েতের নির্বাচিত মেম্বার কাউন্সিলারা অবলীলায় বিজেপি দলে যোগ দিতেছেন। রাজনীতিতে আদর্শ নৈতিকতার কতখানি ঘাটতি হইয়াছে তাহা চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। এক দলের টিকিটে জয়ী হইয়া অন্য দলে পাল্টি খাওয়ার ঘটনা রোধ করা যাইতেছে না। ইহা গণতন্ত্রের পক্ষে অনেক বেশী বিপদের। জনগণের প্রতি অবিচার করা, তাহাদের মতামতকে অশ্রদ্ধা করা। লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির আশাতীত সাফল্যের পর বিভিন্ন পঞ্চায়েত, পুরসভা তৃণমূল কংগ্রেসের হাতছাড়া হইয়া যাইতেছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নহে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে এই দলবদলের ঘটনা সগৌরবে জারী আছে। ঘোড়া কেনা বেচার রাজনীতি আমাদের গণতন্ত্রের গরিমাকে ধুলায় লুটাইয়া দিতেছে। একথা আজ অস্বীকারের সুযোগ নাই যে, এইভাবে অর্থ ও পেশী শক্তির কাছে যদি মানুষকে নতজানু হইতে হয় তাহা হইলে গণতন্ত্র লুণ্ঠিত হইবে। মুখে গণতন্ত্রের কথা সব দলই বলিয়া থাকেন। কিন্তু, সেই দলেই তো গণতন্ত্রের সামান্যও নাই।

আজ আমাদের সামনে বড় প্রশ্ন আনিয়া দিয়াছে যে, আমরা কি সত্যিই স্বাধীন? আমরা কি গণতন্ত্রের গরিমায় সত্যিই আন্দোলিত। যাহারা রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত তাহাদের কতজন দেশপ্রেম ও দেশভক্তির প্রেরণায় উদ্ভাসিত? এই ত্রিপুরায় সুদীপ বর্মন তাঁহার টিম নিয়া প্রথমে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন কংগ্রেসকে তালাক দিয়া। যখন দেখিলেন বিজেপিই পারে এরাজ্যে সরকার পরিবর্তনে সাফল্য আনিতে। আর এজন্য রাতারাতি তৃণমূল কংগ্রেসকে তালাক দিয়া বিজেপি দলে যোগ দেন। এই দল বদলে নৈতিকতা কাজ করিয়াছে? না, স্রেফ ক্ষমতার মসনদে বসিবার তাগিদে দলবদল। নীতি আদর্শের কোনও বালাই থাকে না এই দল বদলে। শুধু চাওয়া আর পাওয়া। যে তৃণমূল কংগ্রেস কংগ্রেসের ঘর ভাঙ্গিয়াছিল আজ সেই তৃণমূলেও বড়সর ভাঙ্গন চলিতেছে। ইহাকেই বোধহয় বলে ইতিহাসের প্রতিশোধ। দলবদলে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা কি বলিবেন? তাঁহার দেখানো পথেই সব চলিতেছে। মমতা যেমন নৈতিকতার ধার ধারেন নাই আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি হইতেছে। জনগণের বা ভোটারদের দেওয়া রায়কে মর্যাদা না দেওয়ার অর্থই হইল গণতন্ত্রের নৈতিকতাকে অস্বীকার করা। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে অসম্মান করা। এইভাবে সুস্থ স্বচ্ছ রাজনীতি প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। এই পথ গণতন্ত্রকে কোতল করার পথ। গণতন্ত্রের আলখাল্লা পরিয়া গণতন্ত্র নিধনেই তো তৎপরতা চলিতেছে। দলত্যাগ বিরোধী আইনের সংশোধন প্রয়োজন। এই সংশোধন না হইলে গণতন্ত্রের সর্বনাশ রোখা যাইবে না। রাজনীতির স্বচ্ছতা ও গণতন্ত্রকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই দলত্যাগ বিরোধী আইন পাশ হইয়াছিল। দলত্যাগ করিলেই বিধায়ক সাংসদ বা কাউন্সিলার ইত্যাদি পদ আঁকড়াইয়া থাকা যাইবে না। তাহার সদস্য পদ খারিজ হইয়া যাইবে। এই সংস্থান রাখিয়া দলত্যাগ বিরোধী আইন সংশোধন করিলে গণতন্ত্র আরও বেশী শক্তিশালী হইবে। এই পথে কি ক্ষমতাসীন দল আগাইতে চাহিবে?

মেরঠের মোহকামপুর শিল্পাঞ্চলে দু’টি ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা

মেরঠ (উত্তর প্রদেশ), ১৫ জুন (হি.স.): ফের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড উত্তর প্রদেশের মেরঠে। শুক্রবার সকালে মেরঠের মোহকামপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে ভয়াবহ আগুন লাগে। তার পর বেশ কয়েক ঘণ্টা কেটে গেলেও, এখনও পর্যন্ত আগুন নেভানো যায়নি। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ৯টি ইঞ্জিন। রয়েছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও। আপ্রাণ চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করছে দমকল। এরই মধ্যে ওই ফ্যাক্টরি সংলগ্ন আরও একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। তাই আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে। তবে, এই ঘটনায় হতাহতের কোনও খবর নেই। যদিও, প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করা হচ্ছে।

শনিবার সকালে এলাকার বহু মানুষ তখন ঘুমে আচ্ছন্ন, সে সময়ে ভয়াবহ আগুন লাগার ঘটনা ঘটে মেরঠের মোহকামপুর শিল্পাঞ্চল এলাকায় অবস্থিত একটি ফ্যাক্টরিতে। খবর পেয়ে দমকলের ৯টি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। এরই মধ্যে ওই ফ্যাক্টরি সংলগ্ন আরও একটি ফ্যাক্টরিতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। আপাতত যুদ্ধকালীন তৎপরতায় আগুন আয়ত্তে আনার চেষ্টা চালাচ্ছেন দমকল কর্মীরা।

বাবলি কোল ডাকাত দলের চার সদস্য গ্রেফতার

বান্দা, ১৫ জুন (হি. স.) : উত্তর প্রদেশের কুখ্যাত বাবলি কোল ডাকাত দলের চার সদস্যকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শনিবার এ ব্যাপারে পুলিশ জানিয়েছে, চিত্রকূটে একটি অভিযান চালিয়ে ওই চারজনকে গ্রেফতার করা হয়। বিশ্বস্ত ও গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার চিত্রকূটের জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালায় চিত্রকূট থানার পুলিশের একটি বিশেষ দল। এদিন চিত্রকূট থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট পুলিশ সুপার বলবন্ত চৌধুরি জানান, ’সতীমাতা মন্দিরের কাছে জঙ্গলে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বাবলি কোল ডাকাত দলের সদস্য উমেশ কোল, দীপক সাহু, বিজয় এবং ফুলচদ্রাকে গ্রেফতার করা হয়েছে।’ অভিযানস্থল থেকে বেশ কিছু ক্রুড বোমা এবং গ্রেফতার চার ব্যক্তির কাছ থেকে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ।

নীতি আয়োগের বৈঠক বর্জন করে ঠিক কাজ করেননি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী

নারায়ণ দাস

নীতি আয়োগের পরিচালনা সমিতির বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার দিল্লিতে এই বৈঠক হওয়ার কথা। দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদি এই সর্বপ্রথম সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের গুরুত্বপূর্ণ এই বৈঠকে যোগদানের আমন্ত্রম জানিয়েছেন। ২০১৫ সালে যোজনা কমিশনের পরিবর্তে নীতি আয়োগ নামে এই প্রতিষ্ঠান গঠন করে কেন্দ্রীয় সরকার। এই প্রকিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষমতা নেই যা যোজনা কমিশনের ছিল রাজ্যগুলির সার্বিক পরিকল্পনা কার্যকরী করতে এই প্রতিষ্ঠানের কোনও অর্থ বরাদ্দ করার ক্ষমতা নেই। আর সেই কারণেই মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠকে যাওয়ার কোনও প্রয়োজন মনে করলেন না। কেন এই আয়োগের বৈঠকে যাওয়া অর্থহীন তার কাছে তা বিশতভাবে উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে একটি চিঠিও লিখেছেন। তাতে তিনি জানিয়েছেন এই প্রতিষ্ঠানের যেহেতু রাজ্যগুলির উন্নতিকল্পে কোনও এই বরাদ্দের ক্ষমতা নেই, তাই এই বৈঠকে যাওয়ার কোনও তাগিদ তিনি অনুভব করছেন না। পরিবর্তে মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব, উন্নয়ন পর্ষদকে আবার কার্যকর করুক কেন্দ্রীয় সরকার। সরকারি সূত্রে জানা যায়, এবারের আয়োগের বৈঠক কৃষি ও কর্মসংস্থান নিয়ে আলোচনা করবে। তাই মুখ্যমন্ত্রীর এই সংস্থার আলোচনায় যোগদান না করা মানেই এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজ্যের বক্তব্য অজানা থাকবে।

এই বৈঠকে না যাওয়া নিয়ে শাসক দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতেও ছাড়েননি। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বলছেন যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই রকম বৈঠক ছাড়াও অন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন পড়বে। আর পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর এইশব বৈঠকে যোগদান করা থেকে যদি বিরত থাকেন, তখন বুঝতে হবে তিনি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো মানেন না। কিন্তু রাজ্যগুলির বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্র যেমন ভাবে এবং উন্নয়নের কাজে আর্থিক ও অন্যান্যভাবে সাহায্য করে, রাজ্যগুলিকে কেন্দ্রে সঙ্গে এইসব ব্যাপারে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া অতীব প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী এই সিদ্ধান্ত অসযোগিতার নামান্তর। যদিও সরকারি সূত্রের বক্তব্য, গত বছর (২০১৮) নীতি আয়োগের পরিচলনা সমিতির বৈঠকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন। কেন্দ্রে তরফে আরও বলা হয়েছে নীতি আয়োগের যেমন অর্থ বরাদ্দের ক্ষমতা নেই, কিন্তু চতুর্দশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ কার্যকর হওয়ায় রাজ্যগুলির হাতে কেন্দ্রীয় আয়ের বিপুল ভাগ চলে এসেছে। সেদিত থেকে রাজ্যগুলির খুশি থাকার কথা। তাই নীতি আয়োগের অর্থ বরাদ্দ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অর্থহীন।

মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রাজ্যগুলি যেভাবে আর্থিক ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের বঞ্চনা শিকার হচ্ছে তার একটা আশু সমাধান হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যগুলির প্রাপ্য রাজ্যগুলিকে দিতেই হবে---এখানে বৈষম্য করা চলবে না।

এই বৈঠকে সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিত থাকার কথা বা থাকবেনও। কিন্তু বাংলার মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন না। মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে মুখ্যসচিবদেরও থাকার কথা। কিন্তু যেহেতু মমতা যাচ্ছেন, না তাই এ রাজ্যের মুখ্যসচিবেরও যোগদানের প্রশ্ন নেই। অর্থাৎ বাংলা নিয়ে কোনও কথা কেউ শুনতে পাবেন না। জিনিসটাই আদৌ সুখের হবে না।

মুখ্যমন্ত্রীর যাওয়া, না যাওয়ার সিদ্ধান্ত তাঁর নিজস্ব। তবে দ্বিতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হয়ে নরেন্দ্র মোদি এই সর্বপ্রথম মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় ছাড়াও বৈঠবে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করার সম্ভাবনা। মুখ্যমন্ত্রীরাও প্রধামন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানাবেন এবং আশা করবেন পরবর্তী পাঁচ বছরে দেশের উন্নয়নে তিনি আরও বেশি করে মন দেবেন। মুখ্যমন্ত্রী এই বৈঠক বর্জন করলেও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁকে রাজ্যের দাবিদাওয়া বা রাজ্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনায় কোনও না কোনও সময় মিলিত হতেই হবে। ২০১৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারকালে নরেন্দ্র মোদি যখন বিজেপির সম্ভাব্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ও রাজ্যে প্রচার করতে এসেছিলেন, তখনও মোদিকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। অনেক রুঢ় ভাষা ও প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন প্রধানমন্ত্রী হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে দেখা না করা ছাড়া উপায় ছিল না। দিল্লিতে দু’জনের মধ্যে সেই সাক্ষাৎকার হয়েছিল প্রায় তিন মাস পরে। রাজ্যের জন্য বিশেষ আর্থিক প্যাকেজ চেয়ে, বামেদের রেখে যাওয়া বিপুল ঋণ মকুরের দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে একটি স্মারকলিপি তুলে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রী বিবেচনার আশ্বাস দিলেও এ ব্যাপারে কিছুই করেননি। সুতরাং মমতার ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। বিরোধের বীজ তখন থেকেই পোঁতা হয়েছিল। এবারও নির্বাচন প্রচারে এসে মোদ যেমন মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছেন, তেমনি মুখ্যমন্ত্রীও তাঁর মোক্ষম জবাব দিয়েছে। ভোটপর্ব শেষ নতুন বিজেপি সরকার গঠিত হয়েছে কেন্দ্রে। দিল্লির মসনদ এই দলের অধিকারের থাকবে আরও টানা পাঁচ বছর।

নির্বাচন প্রতারে যে যাই বলুক না কেন, তা প্রচারের অঙ্গ হিসেবে মেনে নিয়ে ভোট শেষে তা ভুলে যেতে হয়। অবশ্য এটা ঠিক, নীতি আয়োগের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর না যাওয়ার পিছনে তাঁর যে যুক্তি, তা মেনে নিলেও, তিনি এই বৈঠকে যোগ দিলে তা শোভনই হত। কারণ প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার ঘটত। এটা একটা সুযোগ ছিল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার। এরপর যখন মুখ্যমন্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাজ্যের স্বার্থ ও বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে দেখা করতে হবে, তখন এই সাক্ষাৎকারের জন্য সময় চাইতে হবে। এই সময় হয় সঙ্গে সঙ্গে মিলতে নাও পারে। এ রাজ্যে তৃণমূল সরকার আরও দুই বছরের জন্য ক্ষমতায় থাকবে। তারপর ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে এই সরকারের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। এই সময়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর দেখা করার প্রয়োজন পড়বে। তখন তাঁকে যেতেই হবে। তাছাড়া অন্যান্য বিষয়ের উপর বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীদের ডাকা হলেও তাঁর যোগদান করাটা একটি করণীয় কাজের মধ্যে পড়ে।

এই নীতি আয়োগের বৈঠক কর্মসংস্থান ও কৃষি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবে। দুটিই অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা তাঁদের রাজ্যের এই বিষয় নিয়ে যে মতামত দেবেন তা জানবেন প্রধানমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী সহ আর কারোরই জানা হবে না। অথচ এ রাজ্যে বেকার সমস্যা সবচাইতে বড় সমস্যা। ঘরে ঘরে বেকার। কর্মসংস্থান নেই, ভারী শিল্পের দেখা নেই। যদিও ঘটনা করে প্রতিবছর বিশ্ববাংলা শিল্প সম্মেলন হয়। নিট ফল মেলে সামান্যই। তেমনি কৃষিতেই বিরাট সমস্যা। কৃষকেরা তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের যথাযথ মূল্য পান না। পণ্য উৎপাদন খরচ উঠে আসে না। অভাবজনিত কারণে অবসাদে ভুগে ভুগে অন্যান্য রাজ্যে কৃষকেরা যেমন আত্মহননের পথ বেছে নিচ্ছেন, পশ্চিমবঙ্গের কৃষকের আত্মহতার খবর মাঝে মাঝে শোনা যায়,সরকার তা স্বীকার করে না নিলেও।

তাই মুখ্যমন্ত্রীর নীতি আয়োগের বৈঠকে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক বলে মনে হয় না। সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের যেমন কোনও সম্ভাবনা নেই, তেমনি কেন্দ্রে সহযোগিতা ছাড়া কোনও রাজ্যেরই চলে না। কেন্দ্র -রাজ্য সুসম্পর্ক যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মূল নীতি। কেন্দ্রে সঙ্গে অসহযোগিতা করলে রাজ্যেরই ক্ষতি, আবার রাজ্যের কাজে কেন্দ্রে সঙ্গে আবার রাজ্যের কাজে কেন্দ্রে আকরণ হস্তক্ষেপও কোনও ভাবেই বাঞ্ছনীয় নয়। হত পাঁচ বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রের নানা বিষয়ে মতান্তর হয়েছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার বিষয়ে কেন্দ্রে হস্তক্ষেপ এই রাজ্য মেনে নেয়নি। প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

কেন্দ্রে সঙ্গে একটি বৈরী মনোভাব বজায় রেখে এই সরকারের চলা কঠিন। আগামী দু’বছর রাজ্যের সামনে একটি কঠিন সময়। মুখ্যমন্ত্রীকে সাবধানে পা ফেলতে হবে। এই লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল বিজেপির কাছে বেশ কয়েকটি আসন হারানোর পর মুখ্যমন্ত্রী চরম অস্বস্তিতে ভুগছেন। কিন্তু পরাজয় থেকেই শিক্ষা নিতে হয়। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপি একটি মরিয়া চেষ্টা চালাবে, তৃণমূলকে হঠিয়ে ক্ষমতা দখল করতে।

বিজেপি এই দু’বছরে তার আধিপত্য আরও বিস্তার করবে। তৃণমূল ভাঙার খেলাও চলবে। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রীর ভুল পদক্ষেপ দলের বিপদ ডেকে আনতে পারে।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টেটসম্যান)

গরমের ছুটি-স্মৃতি আলোয় ছোটবেলা

অংশুমান কর

অধ্যাপক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গরমের ছুটিটি পেয়েই মনে হয়েছিল, হয়ে যাব ‘ইচ্ছাপূরণ’ গল্পের সুবলচন্দ্র, ফিরে পাব ছোটবেলা। কিন্তু দেখলাম, একবার বড় হয়ে গেলে, ছোটবেলা আর ফিরে পাওয়া যায় না। যেমন, ছোটবেলায় গরমের ছুটির দুপুরে আমার কাজ ছিল পালঙ্কের তলায় ঢুকে গিয়ে একের পর এক নানা ধরনের গল্পের বই আর জমিয়ে রাখা পুজোসংখ্যাগুলো পড়া। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে প্রথম গরমের ছুটিটি পেয়ে দেখলাম, পুজোসংখ্যা ঠিকই জমানো আছে, রয়েছে অজস্র গল্পের বইও, কিন্তু পালঙ্কের তলাটুকু নেই। সত্যি বলতে কী, ঘরে পালঙ্কই নেই ! আছে ডিভান, সবই নতুন কেনা। বাবার কোন পুরনো আমলের একটি খাট এখনও আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোয়ার্টার্সে শোভা পাচ্ছে বটে, তবে সেটিরও রূপান্তর ঘটেছে। সেটিও তার পুরনো সজ্জা ছেড়ে হয়ে উঠেছে ‘আধুনিক’ ডিভান। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাওয়া প্রথম গরমের ছুটি থেকে জীবনের একটি সারকথা তাই বুঝে গিয়েছিলাম দ্রুত—ইচ্ছে করলেই ইচ্ছাপূরণ হয় না।

তবে ছোটবেলায় ফিরে যাওয়ার ইচ্ছেটুকু সম্পূর্ণ পূরণ না হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে পাওয়া গরমের ছুটিতে অন্য অনেক ইচ্ছেই পূরণ হত বইকি! সত্যি বলতে কী, সেই স্কুলের ছাত্রজীবনের পরে একটা ঠিকঠাক গরমের ছুটি পেতাম তো বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসার পরই। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি থেকেই ক্লাস নিতে নিতে, গরমে ঘামতে ঘামতে, চাতক পাখির মতো তাকিয়ে থাকতাম কবে আসবে সেই একমাসের লম্বা ছুটি। আসলে স্কুল ছাড়ার পরে কলেজে পড়ার সময় একটা গরমের ছুটি পেতাম বটে, তবে সে ছুটির মজা থাকত না তেমন। কারণ, কলেজে ইচ্ছে করলেই যে কোনও দিন ক্লাস কামাই করা যেত। অনেকগুলো দুপুর আমরা নিজেরাই নিজেদের জন্য ছুটির দুপুর করে নিতাম। ঝামেলা ছিল এরপরেও। কারণ, গরমের ছুটির সময়ই হয় হত আমাদের পরীক্ষা, নয় পরীক্ষা অপেক্ষা করত গরমের ছুটির ঠিক পরেই দোরে কড়া নাড়া দেবে বলে।

তাই সেই অর্থে নিজের খেয়ালখুশিতে গরমের ছুটি কাটানোর সুযোগ মিলত না। সে ছুটি মিলেছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজে যোগ দিয়েই।

এটা ঠিক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে আসার আগে আমি পড়িয়েছিলাম একটি স্কুল আর কলেজ। কিন্তু ওই দু’টি চাকুরিস্থলে পাওয়া গরমের ছুটিতে মন ভরেনি তেমন। স্কুলে পড়ানোর সময় আমি সদ্য পিতৃহারা। তাই গরমের ছুটি উপভোগের মতো মন বা মেজাজ কিছুই ছিল না তখন। আর কলেজে তো গরমের ছুটিতে দ্যাখা হত পুলিশের সঙ্গে। চমকে গেলেন? না বানিয়ে বলছি না। সত্যিই ক’দিন অন্তর অন্তরই দ্যাখা হত পুলিশের সঙ্গে। আমি কলেজে শিক্ষকতার কাজে যোগ দিয়েছিলাম ঝাড়গ্রাম রাজ্য কলেজে। সরকারি কলেজ। অধিকাংশ মাস্টারমশাই ঝাড়গ্রামে থাকেন না। কলকাতা থেকে আসতেন। কেউ কেউ সপ্তাহের মাঝে, কেউ কেউ সপ্তাহের শেষে (যে যার ‘অফ ডে’-র দিনটি মোতবেক) ছোট শহর থেকে ফিরে যেতেন বড় শহরে। আমি কিছুদিনের মধ্যেই কলেজের কোয়ার্টার্সে। সেজন্যই কি না কে জানে, বয়সে নেহাতই ‘নাদান’ হওয়া সত্ত্বেও কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা চালানোর গুরুদায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমাকেই। সেই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র আনতে রোজ পরীক্ষা শুরুর কিছুক্ষণ আগে যেতে হত ট্রেজারিতে, থানাথে, কড়া পুলিশি প্রহরায় রাখা থাকত প্রশ্ন। গম্ভীর মুখের পুলিশের বেয়নেট দেখতে দেখতে প্রশ্ন আনতে ঢুকতাম ছোট একটা ঘরে আর সারাক্ষণ এক টেনশনি ঘিরে থাকত পরীক্ষা নির্বিঘ্নে শেষ করা নিয়ে। ট্রেজারি বা থানা থেকে প্রশ্ন আনতে যাওয়ার জন্য কোনও গাড়িও থাকত না আমার। আমার দুর্বল ‘হরো পুক’ -এ কলেজের এক অশিক্ষক কর্মীকে পিছনের সিটে বসিয়ে তার ব্যাগের মধ্যে প্রশ্নপত্র নিয়ে ফিরতাম। কোনওদিন যে বিপদ কিছু হয়নি, সে আমার সৌভাগ্য। এখনও ভাবলে গা ছমছম করে। পরীক্ষা নির্বিঘ্নে সমাপনের চাপেই কলেজ গরমের ছুটি ঠিক উপভোগ করতে পারিনি। গরমের ছুটি মানেই তখন বরং ছিল আতঙ্ক।

বছরখানেকের একটু বেশি সময় কলেজের পড়ানোর পরে ২০০২ সালে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দিলাম, তখন আমি বিভাগের কনিষ্ঠতম অধ্যাপক। প্রায় সকলেই আমার মাস্টারমশাই। যাঁরা মাস্টারমশাই নন, তাঁরা মাস্টারমশাইতুল্য। শুরুর সেই দিনগুলোয় বিভাগের ঝামেলা-ঝঞ্ঝাটও খুব একটা কাঁধে চাপেনি। গরমের ছুটিটিও তাই ছিল মধুরতম। নানা রকমের বই পড়া, গবেষণার কাজ করা—এতেই কেটে যেত দিন আর রাত। আর আহা ! দুপুরে উপহার পেতাম ভাতঘুম। চমৎকার কাটত ছুটিটি। নতুন লেখা, নতুন ভাবনায় চনমন করত মন। মাঝে মাঝে অবশ্য দুঃখ হত। মনে পড়তে, গাছের ছায়ার নীচে আমাদের বিভাগটির কথা। ক্লাসরুমের কথা। টেবিল-টেয়ার-বেঞ্চের কথা। চোখের সামনে ভাসত ছাত্রছাত্রীদের মুখগুলো। মনে হত, কবে আবার দেখা পাব ওদের? পড়াতে পড়াতে যে ক্লান্তি আসত, ততদিনে কোথা দিয়ে যেন কেটে যেত সেই ক্লান্তি! আবার পড়ানোর জন্য তরতাজা হয়ে ছুটির পরে পুনঃপ্রবেশ ঘটত ক্লাসরুমে। ছুটি যত শেষের দিকে যেত, ততই যেন ফিরে আসত এক অদ্ভূত ছটফটানি। গরমের ছুটি এভাবেই আমাকে বুঝিয়ে দিত অন্য কোনও চাকরি আমার ধর্মে সইবে না। চাকরি জিনিসটাই এমনিতে ভারী মন্দ, কিন্তু চাকরি যদি কোনও করতেই হয়, তাহলে আমারা জন্য ঠিকঠাক ওই মাস্টারির চাকরি। জীবনে একবার চাকরি বদল করে সাহিত্য অকাদেমির আমলা হয়েছিলাম ঠিক। কিন্তু বেশিদিন আমলার সেই পোশাক গায়ে সয়নি। ফিরে এসেছিলাম সেই অধ্যাপনায়। আজ মনে হয় যে অধ্যাপনাই যে আমার কাঙ্ক্ষিত চাকুরি, সেটিও গরমের ছুটি না পড়লে ঠিক বুঝে উঠতে পারতাম না কোনওদিনই। ওই যে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার উন্মুখ আকাঙ্ক্ষা---সেই আকাঙ্ক্ষাই এখজন মাস্টারশাইয়ের প্রাণভোমরা। প্রতিবার রবীন্দ্রজয়ন্তীর পরেপরেই মে মাস আমাকে বুঝিয়ে দিত সমুদ্রের অনেক নীচে নীল মরকতমণিখচিত গরমের ছুটি নামক এক বাক্সে আমার সেই প্রাণভ্রমরটি সুরক্ষিত আছে।

চাকুরি জীবনের সেই প্রথমদিকেরমধুর গরমের ছুটিগুলির মধ্যে এমন একটা ঘটনা ঘটত প্রতিবার, যা আমাকে অবশ্য বেশ লজ্জায় ফেলে দিত। গরমের ছুটির মধ্যেই মূলত তখন দূরশিক্ষার পাঠক্রমের মাধ্যমে যেসব ছাত্রছাত্রী এমএ পড়ত, তাদের ক্লাস নিতে হত আমাদের। যাদের রোজ পড়াই, সেইসব ছাত্রছাত্রীর বদলে একেবারে নতুন কিছু মুকের সঙ্গে দ্যাখা হত বলে, সেই সময় ওই ক্লাসগুলো নিয়ে আমি খুবই উত্তেজিত থাকতাম। কিন্তু প্রতিবার ওই ক্লাস নিতে গিয়ে লজ্জায় পড়তে হত। আসলে চিরকালই আমার চেহারা ছোটখাট বলে মাস্টারমশাই সুলভ ভারিক্কি ব্যাপারটা আমার চেহারা, হাবেভাবে অধরাই থেকে গিয়েছে। তখন বয়সও ছিল প্রায় কুড়ি কুড়ি বছরের কম। তাই দেখতে লাগত অনেকটাই ছাত্রদের মতো। সত্যি বলতে কী, এমন অনেক ছত্রছাত্রী পেতাম ওই কোর্সে, যারা বয়সে আমার চেয়ে বেশ খানিকটা বড়ই। ক্লাস হত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষা ভবনের বিশাল বাড়িটিতে। সেখানে প্রবেশপথে অবাঞ্ছিতদের আটকানোর জন্য মোতায়েন থাকত নিরাপত্তারক্ষী। ছাত্রছাত্রীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দেওয়া পরিচিতি পত্র দেখিয়ে ঢুকতে হত ওই ভবনে। প্রতিদিন কয়েকশো ছাছাত্রীর সামনে আমারও পরিচিতি পত্র দেখতে চাইতেন নিরাপততারক্ষীরা। কী যে লজ্জা লাগত! ভীষণ রাগ হত নিজের ছোটখাট চেহারার ওপরে। এমনও দিন যেত যেদিন আমার এক প্রৌঢ় ছাত্রকে নিরাপত্তারক্ষীরা ভবনের ভিতরে প্রবেশ করতে দিতেন, কিন্তু পথ আটকাতেন আমার। গরমের ছুটির কথা উঠলেই এখনও আমি আমার সামনে ওই নিরাপত্তারক্ষীদের বাড়িয়ে ধরা হাত দেখতে পাই। তবে এ প্রসঙ্গে একটি কথাও বলেতে ইচ্ছে করছে। একবার ওই গরমের ছুটিতে আমার ক্লাসে পেয়েছিলাম আমার স্কুলের এক মাস্টারমশাইকে। তাঁর পায়ের তলায় বসে পড়েছিলাম স্কুলজীবনে, ঘটনাচক্রে তিনিও আমার ক্লাসে এসে ছাত্র হিসেবে প্রথম বেঞ্চে বসেছিলেন একদশকেরও বেশি পরে। গরমের ছুটিই আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল আসলে আমরা যাঁরা নিজেদের মাস্টারমশই-দিদিমণি বলে মনে করি, তাঁরাও শেষমেশ ছাত্রছাত্রীই। আমাদের শাত্রদশায় অন্ত নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির বয়স একটু বাড়তেই অবশ্য গরমের ছুটির মজাটাই হারিয়ে গেল আমার জীবন থেকে। এসে পড়ল নানা রকমের দায়িত্ব। তারমধ্যে সবচেয়ে ভয় লাগত হেড এগজামিনারের দায়িত্ব পালন করতে। বয়স একটু বাড়তেই অনার্সের রাশি রাশি খাতার দায়িত্ব এসে পড়ল ঘাড়ে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

বিজেপি যুব মোর্চার কার্যকর্তা নিহত শঙ্কর ঘোষের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা করেন বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকা তথা সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক। ছবি- নিজস্ব।

বঙ্গভূমিতে রাজনৈতিক হিংসা অব্যাহত : মুর্শিদাবাদে খুন দু'জন তৃণমূল কর্মী, অভিযুক্ত কংগ্রেস

মুর্শিদাবাদ, ১৫ জুন (হি.স.): লোকসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে ক্রমশই বাড়ছে রাজনৈতিক হিংসাঊ পরিস্থিতি প্রশমিত করতে রাজ্যের প্রধান চারটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ইতিমধ্যে বৈঠকও করেছেন রাজ্যপাল কেশরীনাথ ত্রিপাঠীঊ এত কিছুর পরও ফের রাজনৈতিক হিংসা বঙ্গভূমিতেঊ এবার মুর্শিদবাদে রাজনৈতিক হিংসার বলি হলেন দু'জন তৃণমূল কর্মীঊ নিহত দুই তৃণমূল কর্মীর নাম হল, খাইরুদ্দিন শেখ এবং সোহেল রানাঊ শুক্রবার রাতে তৃণমূল কর্মী খাইরুদ্দিন শেখের বাড়িতে ব্যাপক বোমাবাজি করে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরাঊ এমনকি খাইরুদ্দিন শেখকে লক্ষ্য করে গুলিও চালায় আততায়ীরাঊ বোমার আঘাতে গুরুতর জখম হন তৃণমূল কর্মী সোহেল রানাঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিতকরা দু'জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করেনঊ মৃতের পরিবারের অভিযোগ, কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই গুলি করে ও বোমা মেরে খুন করেছে খাইরুদ্দিন ও সোহেলকেঊ মামলা রুজু করে জোড়া খুনের ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশঊ যদিও, শনিবার সকাল পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

নিহত তৃণমূল কর্মী খাইরুদ্দিন শেখের ছেলে মিলন শেখ জানিয়েছেন, 'শুক্রবার রাতে আমরা তখন ঘুমিয়েছিলামঊ আচমকাই আমাদের বাড়ি লক্ষ্য করে ব্যাপক বোমাবাজি করা হয়ঊ দুষ্কৃতীরা আমার বাবাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়ঊ কিছুদিন আগেই আমার কাকাকেও খুন করা হয়েছেঊ এই হামলার নেপথ্যে কংগ্রেসের হাত রয়েছেঊ' যদিও, নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছে স্থানীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব।

দেশজুড়ে স্বস্তিতে আম জনতা, ক্রমশই নিম্নমুখী পেট্রোপণ্যের মূল্য

নয়াদিল্লি, ১৫ (হি.স.): কমেই চলেছে পেট্রোপণ্যের মূল্য। শনিবার পুনরায় দাম কমল পেট্রোলের, পাশাপাশি নিম্নমুখী ডিজেলের দামও। শনিবার সকাল ছ'টা থেকে নয়াদিল্লি, কলকাতা, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে যথাক্রমে, ০.১৯ পয়সা, ০.১৯ পয়সা, ০.১৯ পয়সা এবং ০.২০ পয়সা করে কমেছে পেট্রোলের দামঊ পাশাপাশি দিল্লি-সহ চার মেট্রো সিটিতে ডিজেলের দাম কমেছে যথাক্রমে, ০.২৪ পয়সা (দিল্লি), ০.২৪ পয়সা (কলকাতা), ০.২৫ পয়সা (মুম্বই) এবং ০.২৬৫ পয়সা (চেন্নাই)ঊ নতুন মূল্য অনুযায়ী, কলকাতায় ১ লিটার পেট্রোলের দাম ৭২.২৫ টাকাঊ দিল্লিতে পেট্রোলের নতুন দাম লিটার পিছু ৬৯ টাকা ৯৯ পয়সা, মুম্বইতে পেট্রোলের নতুন দাম ৭৫ টাকা ৬৯ পয়সাঊ পাশাপাশি চেন্নাইতে পেট্রোলের নতুন মূল্য হল ৭২ টাকা ৭০ পয়সাঊ এছাড়াও কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই ও চেন্নাইয়ে ডিজেলের দাম যথাক্রমে, ৬৫.৮৫ টাকা (কলকাতা), ৬৩.৯৩ টাকা (দিল্লি), ৬৭.০৩ টাকা (মুম্বই) এবং ৬৭.৬২ টাকা (চেন্নাই)ঊ গত কয়েকদিন ধরে ক্রমশই নিম্নমুখী জ্বালানি তেলের মূল্য। পেট্রোল ও ডিজেলের মূল্য নিম্নমুখী হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন সাধারণ মানুষ।

বিষ্ণুপুরে মোটরবাইক চুরির কিনারা করল পুলিশ, গ্রেফতার ছদ্মবেশী গুণিন

বিষ্ণুপুর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৫ জুন (হি.স.): দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিষ্ণুপুরে মোটরবাইক চুরির কিনারা করল পুলিশ। পুলিশের জালে ধরা পড়ল ছদ্মবেশী এক গুণিন। বিগত কয়েকদিন ধরেই বিষ্ণুপুর এলাকা থেকে চুরি হয়ে যাচ্ছিল একের পর এক মোটরবাইক। চুরির ঘটনার তদন্তে নেমে আজাম হোসেন শেখ নামে এক ছদ্মবেশী গুণিনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। শুক্রবার রাতে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত আমড়াবেরিয়া ন'হাজারি এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে জেলার বেশ কয়েকটি থানায় অভিযোগ রয়েছে। ধৃতের কাছ থেকে তিনটি চুরি যাওয়া মোটরবাইকও উদ্ধার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবর, দিনের পর দিন এলাকা থেকে একের পর এক মোটরবাইক চুরি হয়ে যাচ্ছিল।

রীতিমতো আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয় বাসিন্দাদের। এ বিষয়ে বিষ্ণুপুর, ঠাকুরপুকুর, মহেশতলা-সহ ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার প্রায় সবকটি থানাতেই বাইক চুরির অভিযোগ দায়ের করছিলেন ক্ষতিগ্রস্তরা। প্রতিদিনই বাইক চুরি হচ্ছে, এমনই অভিযোগ পেয়ে নড়েচড়ে বসে পুলিশ-প্রশাসন। ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার বিভিন্ন রাস্তার মোড়ে লাগানো রয়েছে প্রায় সাতশো সিসিটিভি ক্যামেরা। গত কয়েকদিন ধরে সেই ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ। আর তাতেই আসে সাফল্য। দেখা যায় ঝাড়ফুঁক করার নাম করে বিভিন্ন বাড়ি গিয়ে সেখান থেকে মোটরবাইক চুরি করছেন আজাম হোসেন সেখ। শুক্রবার রাতেও ঠাকুরপুকুর থানা এলাকা থেকে একটি বাইক চুরি করছিল সে।

সেখানেই হাতেনাতে তাকে ধরে ফেলে পুলিশ। পুলিশি জেরায় নিজের কৃতকর্মের কথা শিকার করেছে অভিযুক্ত। ইতিমধ্যেই পুলিশ ধৃতের বাড়ি থেকে তিনটি মোটরবাইক উদ্ধার করেছে। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও সাতটি বাইকের হদিস মিলেছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করলে এ বিষয়ে আরও তথ্য পাওয়া যাবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিস রোগের প্রকোপ : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৬

মুজফফরপুর (হি.স.): বিহারের মুজফফরপুরে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এনসেফেলাইটিস রোগ। এনসেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিহারের মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৬। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, মৃতদের ৭০ শতাংশই কিশোর-কিশোরী। এছাড়াও বহু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে শনিবার সকালে জানানো হয়েছে, গত ১ জুন থেকে মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৬টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। মুজফফরপুরেরই কেজরিওয়াল হাসপাতালে আরও ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৬। এছাড়াও বহু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিহারের মুজফরপুরে এনসফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক।

কেরলের নিখোঁজ পুলিশকর্মীর খোঁজ মিলল তামিলনাড়ুতে, তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ

কোচি, ১৫ জুন (হি.স.): উচ্চ পদাধিকারী কর্তার সঙ্গে বচসার পর থেকে নিখোঁজ কোচি সিটি পুলিশের সার্কল ইন্সপেক্টরের খোঁজ পাওয়া গেল প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুতে। এ ব্যাপারে শনিবার পুলিশ জানিয়েছে, তামিলনাড়ু রেল পুলিশের সহযোগিতায় অবশেষে কারুর রেলওয়ে স্টেশনে খোঁজ মিলেছে কেরলের কোচি সেন্ট্রাল থানার সার্কল ইন্সপেক্টর ভি এস নাভাস-এর। ইতিমধ্যে কেরল থেকে পুলিশের একটি দল তাঁকে ফিরিয়ে আনতে তামিলনাড়ুর উদ্দেশ্যে রওনাও দিয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, গত বুধবার রাতে ওয়্যারলেস সেট নিয়ে এক সিনিয়র অফিসারের সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় ওই সার্কল ইন্সপেক্টরের। তারপর বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিখোঁজ ছিলেন কোচি সেন্ট্রাল থানার সার্কল ইন্সপেক্টর ভি এস নাভাস। তাঁর স্ত্রী-র অভিযোগ, তাঁর সিনিয়র অফিসারদের দ্বারা মানসিক অত্যাচারের ফলে নিখোঁজ হন নাভাস। তাঁকে বিভিন্নভাবে অপমান করা হয়েছিল বলেও অভিযোগ করেছেন তাঁর স্ত্রী। এদিন তিনি বলেন, 'আমার স্বামী একজন সৎ ইন্সপেক্টর। কয়েকটি ভুয়ো মামলা রেজিস্টার করার জন্য সিনিয়র অফিসাররা বাধ্য করেন তাঁকে, যার ফলে প্রচন্ড মানসিক চাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। আমি মনে করি, এই মানসিক নির্যাতনই আমার স্বামীকে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বাধ্য করেছে।' ঘটনায় কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নের হস্তক্ষেপ দাবি করে একটি পিটিশনে, এসিপি (অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার অফ পুলিশ) পদাধিকারী এক অফিসারের দ্বারা সার্কল ইন্সপেক্টর ভিএস নাভাসের অপমানিত হওয়ার অভিযোগও উল্লেখ করেছেন তাঁর স্ত্রী। ডিসিপি জি পুঙ্গুজালি-র নেতৃত্বে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল, নাভাসের স্ত্রীর অভিযোগ এবং নিখোঁজ মামলার ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জট কাটতেই চাইছে না, নবান্নে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তারদের

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): জট কাটতেই চাইছে নাঊ পঞ্চম দিন অর্থাতশনিবারও চিকিতক নিগ্রহের প্রতিবাদে অচলাবস্থা চলছে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালেঊ কর্মবিরতির সিদ্ধান্তে অনড় এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকরাঊ হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে জুনিয়র ডাক্তাররা বিগত পাঁচদিন ধরে স্লোগান দিচ্ছেন, 'ন্যায়বিচার ছাড়া, কোনও সেবা নয়'ঊ নিজেদের সিদ্ধান্তে অনড় থেকে আন্দোলনকারী জুনিয়র ডাক্তাররা শনিবার সকালে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে জানিয়ে দিলেন, নবান্নে বৈঠকে যাচ্ছেন না তাঁরাঊ তাঁদের মতে, রাজ্যের সাম্প্রতিক এই পরিস্থিতির জন্য মুখ্যমন্ত্রীই দায়ীঊ তাই ডাক্তারদের কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবেঊ শনিবারও এনআরএস হাসপাতালে বন্ধ রয়েছে আউটডোর পরিষেবাঊ তবে, খোলা রয়েছে জরুরি বিভাগঊ একই পরিস্থিতি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও এসএসকেএম হাসপাতালেওঊ নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিতক নিগ্রহের প্রতিবাদে আগামী সোমবার (১৭ জুন) দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)ঊ একমাত্র জরুরি বিভাগ ছাড়া ওই দিন হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবেঊ এমতাবস্থায় এনআরএস হাসপাতালে

ছয়ের পাতায়

অবশেষে উঠল নিষেধাজ্ঞা, ইলিশের খোঁজে গভীর সুমুদ্রে পাড়ি দিতে প্রস্তুত মৎস্যজীবীরা

কাকদ্বীপ (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ১৫ জুন (হি.স.): গভীর সমুদ্রে মাছ ধরার উপর দু'মাসের সরকারি নিষেধাজ্ঞা উঠে গেল শনিবার, ১৫ জুন থেকে। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ডহারবার মহকুমার বিভিন্ন জেটিঘাট থেকে ইলিশ মাছের সন্ধানে গভীর সমুদ্র পাড়ি দেবে প্রায় হাজার তিনেক ট্রলার। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সপ্তাহেই বাজারে ইলিশের আমদানি শুরু হয়ে যাবে বলে দাবি মৎস্যজীবীদের। ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন এই দু'মাস সমুদ্রে, নদীতে, খাল-বিলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে প্রতি বছর। মাছের প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখতে ডিম পাড়ার এই মরশুমে প্রতি বছর এই সময়টায় মাছ ধরা নিষিদ্ধ থাকে। এই দু'মাস সমস্ত মৎস্যজীবীরা তাঁদের ট্রলার ও মাছ ধরার জাল-সহ যাবতীয় সামগ্রী সংস্কার করে নেন। যাতে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে কোনও রকম অসুবিধায় না পড়তে হয় তাঁদের। আর কিছু দিনের মধ্যে এসে পড়বে বর্ষা এ রাজ্যে। শুরু হয়ে যাবে ইলিশের মরসুম। প্রতি বছর একটু বাড়তি রোজগারের আসায় এই মরশুমের দিকেই তাকিয়ে থাকেন মৎস্যজীবী ও মাছ ব্যাবসায়ীরা। এ বিষয়ে কাকদ্বীপের মৎস্যজীবী রবিন বিশ্বাস বলেন, "প্রতিবছর এই ইলিশের মরশুমের দিকেই আমরা তাঁকিয়ে থাকি। সারাবছর টুকটাক সমুদ্রে মাছ ধরার কাজ চলে। কিন্তু, বছরে দু"মাস মাছ ধরা বন্ধ থাকে আমাদের। সেই সময় ট্রলার, নৌকা, জাল সব সারিয়ে নিয়ে সকলেই ইলিশের খোঁজে গভীর সুমুদ্রে পাড়ি দিই। এবারও দু"-একদিনের মধ্যেই পাড়ি দেব। আশাকরি গত বছরের থেকেও বেশী ইলিশ এবার পাওয়া যাবে"।

চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ইলিশ ধরার জাল, বরফ, জ্বালানি তেল, খাবার ও আনুসঙ্গিক সমস্ত কিছু ট্রলারে মজুত করার কাজ চলছে জোর কদমে। সপ্তাহ খানেক ধরেই ট্রলারগুলিকে প্রস্তত করা হচ্ছে। সরকারি নিয়ম মেনে ট্রলারে কমলা রং করেছেন মৎস্যজীবীরা। গত কয়েক বছরে গভীর সমুদ্রে মাছ ধরতে গিয়ে একাধিক দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন মৎস্যজীবীরা। মৃত্যু হয়েছে অনেকের। অনেকের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই কারণে এবার নিরাপত্তার বিষয়ে যথেষ্ট জোর দিয়েছে প্রশাসন। প্রতিটি ট্রলারে মৎস্যজীবীদের জন্য লাইফ জ্যাকেট ও ড্যাট বা ডিস্ট্রেস এলারট ট্রান্সমিটার দেওয়া হয়েছে সরকারী তরফে। এটির মাধ্যমে মাঝ সমুদ্র থেকে মৎস্যজীবীদের বিভিন্ন রকম সংকেতের মাধ্যমে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পারবে। এ বিষয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সহ মৎস্য অধিকর্তা জয়ন্ত কুমার প্রধান বলেন, " বিগত বছর গুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার আমরা মৎস্যজীবীদের নিরাপত্তার উপর বেশী করে জোর দিয়েছি। প্রতিটি ট্রলারেই আমরা লাইফ জ্যাকেট ও ড্যাট দিয়েছি। আশাকরি সমস্ত মৎস্যজীবী এবার সুরক্ষিত ভাবে মৎস্য শিকার করে ফিরবেন"।

তাই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং, ঝড়খালি, সোনাখালি, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, কাকদ্বীপ, ডায়মন্ড হারবার, নামখানা, ফ্রেজারগঞ্জ, রায়দিঘি ও সাগরদ্বীপের ঘাটগুলিতে সাজসাজ রব। চাতক পাখির মতন প্রথম মরসুমের ইলিশের সন্ধানে গভীর সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার জন্য তাকিয়ে আছেন মৎস্যজীবীরা। ফলে আর মাত্র দিন দশেকের অপেক্ষা। এরপরই ভোজনরসিক বাঙালির পাতে পড়তে চলেছে ইলিশ ভাপা, ইলিশ পাতুরির মতো লোভনীয় ইলিশের পদ। কাকদ্বীপ ফিসারম্যান ওয়েল ফেয়ার এসোসিয়েশানের সম্পাদক বিজন মাইতি বলেন, " সমস্ত মৎস্যজীবীদেরকে নিয়ে আমরা গত দু"মাসে একাধিক আলোচনা সভা, সেমিনার ও প্রশিক্ষণ শিবির করেছি। যাতে কেউ খোকা ইলিশ না ধরেন ও সর্বপরি গভীর সমুদ্রে নিজেদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রাখেন। তাহলেই ইলিশ যেমন জালে উঠবে, তেমনি তা বাজারেও পৌঁছবে ও সেখান থেকে ইলিশ পিপাসু মানুষের রসনা তৃপ্তি নিবারন করবে"।

এনআরএস কাণ্ডে ক্রমশই ঘোরালো হচ্ছে পরিস্থিতি, অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি এইমস-এর চিকিতকদের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): গোটা দেশে ইতিমধ্যেই ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে পড়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনঊ কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিতক নিগ্রহের প্রতিবাদে আগামী সোমবার (১৭ জুন) দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)ঊ একমাত্র জরুরি বিভাগ ছাড়া ওই দিন হাসপাতালের সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবেঊ এমতাবস্থায় এনআরএস হাসপাতালে কর্মবিরতিতে অনড় চিকিতকদের যাবতীয় দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাত্র ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা দিল এইমস-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনঊ আর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ডাক্তারদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে না পারে, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এইমস-এর চিকিতকদের সংগঠনঊ এইমস-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট অমরিন্দর সিং মালহি শনিবার সকালে জানিয়েছেন, 'সমস্ত চিকিতকরা শনিবার কাজে যোগ দিয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রতীকী প্রতিবাদ অব্যাহত থাকবেঊ কালো ব্যাজ, ব্যান্ডেজ এবং মাথায় হেলমেট পরে প্রতীকী প্রতিবাদ জারি রাখব আমরাঊ যদি, একইরকম পরিস্থিতি বজায় থাকে তবে আগামী ১৭ জুন থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু হবে।

উল্লেখ্য, কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চিকিতক নিগ্রহের প্রতিবাদে আগামী সোমবার (১৭ জুন) দেশজুড়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)ঊ হাসপাতাল চত্বরকে 'সেফ জোন' করার দাবি জানিয়েছে আইএমএঊ শনিবার সকালেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হর্ষ বর্ধনের সঙ্গে বৈঠক করেছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)-এর প্রতিনিধি দল।

মুখ্যমন্ত্রীর 'বখাটে-দের কাজ' দেওয়ার তত্ব ঘিরে বিতর্ক

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বখাটে-দের কাজ' দেওয়ার তত্বকে ঘিরে বিভিন্ন মহলে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সরব হয়েছেন নানা পেশার, নানা বয়সের মানুষ।

মুখ্যমন্ত্রী কাঁচরাপড়ায় দলের কর্মিসভায় শুক্রবার পরিষ্কার বলেন, এলাকার গরিব, বখাটে ছেলেদের এ বার তৃণমূলের নতুন সৈনিক করে তুলে ভবিষ্যতের লড়াইয়ে নামতে চাই। তৃণমূল নেত্রী বলেন, হাজারটা প্রকল্প থেকে যারা 'কাটমানি' তুলবে, এমন লোকজনকে তিনি আর দলে চান না। বদলে তিনি স্বাগত জানাচ্ছেন পাড়ার 'বখাটে' ছেলেদের। যারা মন দিয়ে তৃণমূল করবে। এবং তিনিও সরকারের নানা কাজে সুযোগ মতো সেই ছেলেদের জায়গা করে দেবেন। '"রাস্তার বখাটে ছেলেদের দলে আনুন, অনেক চাকরি আছে, ব্যবস্থা করব"', মন্তব্য মমতার।

প্রাক্তন উপাচার্য অচিন্ত্য বিশ্বাস সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন, "একটু গুড় নিন। পিঁপড়ে এল। গুড় দেখা যাবে না। বখাটেদের চাকরি ঠিক এরকম। মাথা খাটান ভায়া, ঝগড়া বাধাবার কৌশল।" যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাডাল্ট অ্যান্ড কন্টিনিইউইং এডুকেশন সেন্টারের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রধান সান্ত্বন চট্টোপাধ্যায় ফেসবুকে মন্তব্য করেছেন তিন লাইনে তিনটি শব্দ "এবার অনুপ্রেরণায় বখাটে ..."। দেবাদৃতা ঘোষ ফেসবুকে লিখেছেন, "বখাটে মেয়েদের জন্য পিসি কোনো ব্যবস্থা করবেন না? এ কেমন বিচার? স্যাড লাইফ ফ্রেন্ডস।" সঞ্চারিকা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "চাকরিতে নতুন ক্রাইটেরিয়া...'বখাটে'...তার মানে সম্ভবত চুরি, ডাকাতি, গুন্ডামি সবেতেই সর্বোচ্চ গ্রেড আবশ্যক...হ্যাঁ মানে তাতে করে যদি ডাক্তার, উকিল, অধ্যাপক সকলকেই কয়েকদফা অপদস্থ করে গায়ের জ্বালা মেটানো যায়...এই রে...একটা হেস্তনেস্ত না করলে তো আবার গদি সঙ্গ দেবে না...অতএব চাকরি ঢালো,,বখাটে সাপ্লাই দাও.......ছি ছি ছি...। " সৌমাল্য বিশ্বাস লিখেছেন, "মাথাটা পুরো গেছে। " এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় সোমদত্তা চক্রবর্তী লিখেছেন, "আগে থেকেই যাবে যাবে করছিল, এখন পুরো গেছে।" সুরঙ্গমা ভট্টাচার্য লিখেছেন, "বখাটে পোস্টও শেষ। নাঃ এবারও হল না।" লালটু মাইতি লিখেছেন, "দিদির হাত ধরে বাংলায় "স্বর্ণযুগ" ফিরতে চলেছে!" সুমন গঙ্গোপাধ্যায়ের ফেসবুক-পোস্ট "আচ্ছা বখাটে ছেলে হওয়ার ট্রেনিং কোথায় দেওয়া হয় বলতে পারবেন? কোর্স করতাম। আট ঘন্টায় পড়েছে ২৭টি মন্তব্য। সুমন কাঞ্জিলাল পৃথক ফেসবুক পোস্টে লিখেছেন, "বলছি "বখাটে" তৈরির একটা স্কুল খুললে কেমন হয়? (কোর্স শেষে সংশা পত্র দেওয়া হবে, জব গ্যারান্টি থাকবে)। "পিছিয়ে নেই মহিলারাও। রঞ্জনা মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "সাদা মোনে একটা জিজ্ঞাসা ছিল আচ্ছা বখাটে মেয়েদের ও সার্টিফিকেট মিলবে কি ? ?আশাবাদী।" সঙ্গে দুটি হাসিমুখ (স্মাইলি)। আজ সকাল সাড়ে ন'টায় প্রথম ৪০ মিনিটে ২৪টি মন্তব্য এসেছে। মৌ সেনগুপ্ত লিখেছেন, "এবার বখাটে ছেলেরা হবে হয়তো শিক্ষক। উনি বখাটে ছেলেদের আলোয় ফেরালে শ্রদ্ধা থাকতো। কিন্তু উনি দলে আনতে চাইছেন। আর বিএড, টিটিসি...এ সব করার দরকার নেই।'

উত্তর প্রদেশে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে হত ২, গ্রেফতার ১

শাহজাহানপুর, ১৫ জুন (হি স): উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলায় দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের জেরে মৃত্যু হল দু"জনের। বিসমিল পার্কের কাছে স্থানীয় জ্ঞানদেব (৩৫) এবং সোনু গুপ্তা নামে দুই ব্যক্তির দলের

ছয়ের পাতায়

শনিবার শিক্ষাভবনে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

গায়ে হলুদে বাবাকে জড়িয়ে কেঁদে ফেললেন নুসরত!

আর দিন কয়েক পরেই নিখিল জৈনকে বিয়ে করতে চলেছেন অভিনেত্রী তথা সদ্য নির্বাচিত তৃণমূল সাংসদ নুসরত জাহান। শুক্রবার তাঁর কলকাতার বাড়িতে ছিল গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। সে অনুষ্ঠানেই বাবাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললেন নুসরত। সদ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় সে ছবি শেয়ার করেছেন অভিনেত্রী।ছবির ক্যাপশনে নুসরত লিখেছেন, ”মনুষ্যত্ব তোমার কাছ থেকে শিখেছি। আমার আনন্দের জন্য সব দায়িত্ব নিয়েছ। তোমার মতাদর্শকে কখনও অসম্মান করব না। তোমাকে ভালবাসি বাবা। আমি চাই সব মেয়েরাই তোমার মতো বাবাকে পান। হ্যাপি ফাদার্স ডে।”গালে, কপালে হলু। লাল ওড়নায় জরির ফুল। মানানসই লাল পোশাক। বেল ফুলের মালা, সোনার গয়নায় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে সেজেছিলেন নুসরত। সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তাঁর প্রিয় বন্ধু মিমি চক্রবর্তী। বুধবার নুসরতকে আইবুড়োভাতও খাইয়েছিলেন তিনি।আগামী ১৯ জুন তুরস্কের বোদরুমে বিয়ে করছেন নুসরত জাহান এবং নিখিল জৈন। হবু বর-কনে সেখানে যাচ্ছেন ১৫ জুন রাতে।বিয়ের আগে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে বোদরুমে। ১৭ তারিখে ইয়ট পার্টি, ১৮য় মেহেন্দি ও সঙ্গীত। বিয়ের দিন সকালেও হলদি রয়েছে। বিয়ের পরে রিসেপশন। এতেই শেষ নয়, ২০ জুন হবে হোয়াইট ওয়েডিং। দেশে ফিরে ২৫ জুনের পরে আইনি মতে বিয়ে সারবেন নুসরত-নিখিল।বিয়েতে নুসরত পরছেন ডিজাইনার সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়ের লেহঙ্গা। নিখিলও সব্যসাচীর পোশাক পরবেন। এক-একটি অনুষ্ঠানের জন্য থিম অনুযায়ী পোশাক বেছেছেন নায়িকা। ইয়ট পার্টিতে সামার ফাঙ্ক। নায়িকার মেহেন্দির থিম বোহেমিয়ান। সেখানেও মানানসই ডিজাইনার ওয়্যার। সঙ্গীতের জন্য ইন্দো-ওয়েস্টার্ন পোশাক বেছেছেন নুসরত। বিয়ের পরে রাতের পার্টিতে নায়িকা আবার ফিরে যাবেন ওয়েস্টার্ন গ্ল্যামারাস পোশাকে। হোয়াইট ওয়েডিংয়ের জন্য নুসরত বেছেছেন মিন্ট গ্রিন এবং সাদার মিশেলে ড্রেস।প্রতিটি অনুষ্ঠানেই খাওয়াদাওয়ার বিস্তারিত আয়োজন। বিয়ের দিন মেনুতে থাকছে স্থানীয় কুইজিন এবং ভারতীয় খাবার। বিয়ের পরে ইউরোপের কোনও জায়গায় মধুচন্দ্রিমায় যাবেন নব দম্পতি।

আমার ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে, বললেন আয়ুষ্মান খুরানা

আমার প্রত্যেকটা ছবিতে একটা বার্তা থাকে আর বার্তা ছাড়া কি তা কখনও সমাজে পৌঁছানো যায়? আমার প্রত্যেকটা ছবি কিন্তু তথ্যচিত্র হতে পারে এমনটাই বললেন অভিনেতা আয়ুষ্মান খুরানা। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি ছবিতেই কোনও না কোনও বার্তা থাকে আর সেই বার্তা সমাজে এক আলাদা মাত্রা ফেলে দেয়। ”ভিকি ডোনর” দিয়ে বলিউডে ডেবিউ করেছেন তিনি। এরপর ”শুভ মঙ্গল সাবধান”, ”বরেলি কি বরফি”, ”বাধাই হো”-র মতো জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করেছেন।এই প্রত্যেকটি ছবিতে অভিনেতা সমাজে বার্তা দিয়েছেন।সম্প্রতি এক সাক্ষাতকারে আয়ুষ্মান বলেন, তাঁর প্রত্যেকটি ছবি তথ্যচিত্র হতে পারে। ”আর্টিকেল ১৫” তথ্যচিত্র হতে পারে? এই প্রশ্ন করা হলে অভিনেতা জানান, কেন নয়? যদি কোনও ছবি সমাজে বার্তা না ফেলতে পারে তাহলে কি তার কোনও মানে আছে? আমার মনে হয়, আমি যতগুলো ছবিতে কাজ করেছি সেই সব ছবিগুলো তথ্যচিত্র হতে পারে।তিনি আরও বলেন, ছবিতে এন্টারটেনমেন্ট থাকা দরকার। তবে তো সবাই ছুটে আসবে দেখার জন্যে। নতুবা কোনও কিছুই হবে না। যদি সেই সমস্ত ছবি উতসবে মুক্তি পায় তাহলে তা দেখার কোনও মানে হয় না। কারণ মানুষ ছবির বিষয়বস্তু আগে থেকেই জেনে গেছে। সেই বিষয়ে তারা অবগত। কিছুদিন আগেই ”আর্টিকেল ১৫”-এর ট্রেলার প্রকাশ্যে এসেছে। আর সেখানে অভিনেতাকে পুলিশের ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। ছবিতে চরিত্রের নাম হচ্ছে অয়ন। উত্তরপ্রদেশের ব্রাহ্মণ সমাজ এই সিনেমা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেন বলে জানা গেছে।

১০০ বছর টিকবে পারমাণবিক ব্যাটারি

১০০ বছর টিকে থাকবে এমন ব্যাটারি তৈরি করেছেন রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা। অবিশ্বাস্য এ ব্যাটারি দিয়ে হৃদরোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত পেসমেকার থেকে শুরু করে মঙ্গলগ্রহের মিশনে মহাকাশযান পর্যন্ত সবকিছুতে ব্যবহার করা যাবে। ব্যাটারিটি পারমাণবিক শক্তি দ্বারা নির্মিত এবং প্রচলিত ব্যাটারিগুলোর চেয়ে ১০ গুণ শক্তিশালী।

শটকি ডায়োড হিসেবে পরিচিত হীরের তৈরি সেমিকন্ডাক্টর দিয়ে ব্যাটারিটি তৈরি করা হয়েছে। শটকি ডায়োড একটি রেডিওঅ্যাকটিভ রাসায়নিক যা ব্যাটারির প্রধান জ্বালানি।

বিজ্ঞানীরা দাবি করছেন, স্থায়ী পেসমেকার থেকে শুরু করে মহাকাশ অভিযানেও এটা ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে। দৈনন্দিন কাজেও ব্যবহার করা যাবে বলে জানিয়েছেন তারা। ব্যাটারিটিতে ইলেক্টন ও পজিট্রন এই দুই ধরনের রেডিয়েশন ব্যবহার করা হয়েছে। তাই কোনো ক্ষতি ছাড়াই মানব শরীরের ভেতরেও এটি রাখা যাবে। ব্যাটারি গবেষণা প্রকল্পের পরিচালক মস্কোর টেকনোলজিক্যাল ইন্সটিটিউট ফর সুপারহার্ড অ্যান্ড কার্বন ম্যাটেরিয়ালসের অধ্যাপক ভ্লাদিমির ব্ল্যাঙ্ক বলেন, ব্যাটারি ব্যবহারে এরই মধ্যে উল্লেখযোগ্য ফলাফল পাওয়া গেছে এবং এটা এখন চিকিৎসা ও মহাকাশে প্রযুক্তিতে ব্যবহার করা যাবে।

বোতাম টিপলেই নেমে আসছে শয়তান

খ্রিস্টান ধর্মের সর্বোচ্চ গুরু পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই ইন্টারনেট হচ্ছে এই মুহূর্তে শয়তানবাদীদের অবাধ বিচারণক্ষেত্র। যেখানে সেখানে শয়তান উপাসনা, ডাকিনীবিদ্যা চর্চা ওকালো জাদু বিদ্যাচর্চার ওয়েবসাইট। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী , পোপ ফ্রান্সিস সম্প্রতি এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, বিশ্বে শয়তান উপাসনা ও কালো জাদুর চর্চা সাংঘাতিক রকমে বেড়ে চলেছে। এর জন্য দায়ী ইন্টারনেট ।এই বিপদকে সামলানোর জন্য প্রয়োজন অনেক বেশি সংখ্যায় এগজরসিস্ট। পোপের এই বক্তব্য সমর্থন করেছেন খ্যাতনামা মার্কিন মনোবিদ রিচার্ড গ্যালাঘার।

তবে বিশ্বব্যাপী বিজ্ঞানবাদীরা এনিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছেন। তাদের ভাষ্য,একবিংশ শতকে এমন আজগুবি কথা কী করে মেনে নেয়া যায়, তা তারা ভেবে পাচ্ছেন না।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা একথা কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্মের গোড়াতেই রয়েছে শয়তান' এর উপস্থিতি। ঈশ্বর থাকলে শয়তানও থাকেন। না হলে লীলা পোস্টাই হয় না। একথা শত শতিনেক বছর ধরে বোঝাতে চাইলেও বিজ্ঞানবাদীরা বোঝেন না। তবে যে যাই বলুক, ইন্টারনেট যে শতয়ানের স্বর্গরাজ্য, তা আসলেই সত্যি। অন্তর্জালের আনাচকানাচ খাপ পেতে বসে রয়েছে শয়তান স্বয়ং। না, এর জন্য ডার্ক বা ডিপ ওয়েব পর্যন্ত যেতে হবে না। সারফেস ওয়েবেই শয়তানি জমজমাট।

পশ্চিমের বিখ্যাত 'চার্চ অফ স্যাটান' থেকে শুরু করে সে দেশের উইচক্র্যাফট শিক্ষা সব কিছুরই ওয়েবসাইট রয়েছে। যার যেখানে ইচ্ছে, সেখানেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। কোনো মানা নেই। আসলে নোট বিশ্বে কে কার গার্ডিয়ান?

চার্চ অব স্যাটান' জানায়, শয়তান আমাদের জাগতিক চাহিদাগুলো দ্রুত পূরণের আশ্বাস দেয়। ফলে দূরবর্তী, ধোঁয়াটে ঈশ্বরের চাইতে তিনি ঢের বেশি কাছের। ফলে শয়তানের উপাসনা ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ঈশ্বরের চাইতে অনেক বেশি জরুরি।

চার্চ অফ স্যাটান এর মেম্বারশিপ পেতে হলে অনেক টাকা গুণতে হবে। সে টাকা কোথায় যাবে, কী হবে তাদিয়ে, তা নিয়ে কোনো স্পষ্ট ইঙ্গিত নেই। টাকা যেখানেই যাক, চার্চ যে মেনস্ট্রিম খ্রিস্টধর্মকে ওপেন চ্যালেঞ্জ ছোড়ে, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ওয়ার্ল্ড অফ উইক্কা' আ্যারেকটি ওয়েবসাইট। যেখানে প্রাচীন উইক্কা দর্শনের চর্চা চলে নিরন্তর। 'উইক্কা' শব্দটি এসেছে 'উইচ' শব্দ থেকে। প্রাক খ্রিস্টান এই চর্চার অনেক কিছুকেই 'কালো জাদু' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল রোমান চার্চ। প্রাচীণ যুগের শেষ থেকে মধ্যযুগজুড়ে চলে ইনকুইজিশন ও উইচ নিধরনের দাপট। রীতিমতো মন্ত্র তন্ত্র আউড়ে বশীকরণ, মারণ উচাটনের রমরমা। এসব সাইট।

শয়তান থেকে জিন, জিন থেকে প্রেতাত্মা সবাইকেই আনা সম্ভব, এ কথা জানাতে ঝাঁকে ঝাঁকে ওয়েবসাইট। তার ওপরে রয়েছে এই সব কালো জাদু সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বাণিজ্য। খেলা যে দারুণ জমজমাট, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

কুকুরের ডাক ভাষান্তর করবে এআই

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এ আই ব্যবহার করে প্রাণীদের কণ্ঠস্বর আর মুখের অঙ্গভঙ্গি বুঝে তা সহজ ইংরেজিতে অনুবাদ করে দেবে এমন যন্ত্র বানাতে কাজ করছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা।

এক প্রতিবেদনে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের নর্দান অ্যারিজোনা ইউনিভার্সিটির ড. কন স্লোবোডচিকফ প্রেইরি ডগ আর এদের যোগাযোগের উপায় নিয়ে ৩০ বছরেরও বেশি সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তার গবেষণার ওপর ভিত্তি করে স্লোবোডচিকফ আর তার সহকর্মী একটি অ্যালগরিদম বানিয়েছেন। এই অ্যালগরিদম প্রেইরি ডগের কণ্ঠস্বর ইংরেজিতে অনুবাদ করতে পারে। গবেষক দু'জন জুলিঙ্গুয়া নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। মানুষ আর প্রাণীর মধ্যে বোধগম্য কোনো ভাষায় যোগাযোগে সহায়তা করতে আরও প্রযুক্তি আনার উদ্দেশ্যেই এই প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়, বলা হয়েছে আই এ এন এসের প্রতিবেদনে। স্লোবোডচিকফের মতে, অন্য শিকারিদের সতর্ক করতে প্রেইরি ডগ উচ্চস্বরে ডাকে। এই ডাক শিকারির আকার ও ধরনের ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন হয়। প্রেইরি ডগ মানুষের পরিধেয় কাপড়ের রংও নির্দেশ করতে পারে। স্লোবোডচিকফ বলেছেন, 'আমি মনে করি, যদি আমরা প্রেইরি ডগের সঙ্গে এটি করতে পারি, আমরা নিশ্চিতভাবে কুকুর আর বিড়ালের সঙ্গেও তা করতে পারি।' তিনি ও তার দল কুকুরের ঘেউ ঘেউ আর শরীরের নড়াচড়া বিশ্লেষণায় হাজার হাজার ভিডিও দেখছেন। এই ভিডিওগুলো দিয়ে একটি এআই অ্যালগরিদমকে যোগাযোগের ইঙ্গিতগুলো শেখানো হবে। দলটি এখনও কুকুরের প্রতিটি ডাক বা লেজ নড়ানোর অর্থ কোনো অ্যালগরিদম দিয়ে বোঝার অবস্থায় আসেনি।

মহাকাশে কোন দেশের কত স্যাটেলাইট আছে?

মহাকাশে আমেরিকার স্যাটেলাইট আছে ১৬১৬ টি। ভারতের স্যাটেলাইট ৮৮ টি। পাকিস্তনের স্যাটেলাইট আছে ৩ টি। মহাকাশে কেনিয়ার মতো দেশের স্যাটেলাইট আছে ১ টা।

ফুটবলের দেশ আর্জেন্টিনার স্যাটেলাইট আছে ১৮ টি। ব্রাজিলের আছে ১৭ টি। সাউথ কোরিয়া আছে ২৭ টি। স্পেনের আছে ২৪ টি। থাইল্যান্ডের আছে ৯ টি। জাপানের প্রায় ১৭২ টি।

মহাকাশে রুশ স্যাটেলাইট কয়টা আছে সেটা নিয়ে দ্বিমত থাকলেও ধরে নেয়া যায় এই সংখ্যা ১৪২ এর আশেপাশে হবে। ২০১৬ সালে

রাশিয়া মহাকাশেআরও ৭৩ টি মাইক্রোস্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করে।

উইকিপিডিয়া ঘাটলেই দেখবেন ব্যালাস্টিক সাবমেরিন আছে এরকম ৬ টি এলিট দেশের তালিকায় ভারতের নাম আছে। জাপান শান্তিপ্রিয় দেশ হয়েছেদ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকেই। সেই জাপান ১৬ টি সাবমেরিন তৈরি করেছ। ইন্ডিয়ার আছে ১৬ টিআর ইরানের আছে ৩১ টি করে সাবমেরিন। রাশিয়া নিজের সাবমেরিন নিজেই বানায়। এখন পর্যন্ত আছে ৬৩ টি। চীনের আছে ৬৯ টি। অবরোধের মধ্যে থেকে উত্তর কোরিয়া ১৫ টি পরমাণু বোমা আর ৭৮ টি সাবমেরিনের অধিকারী। পরমাণু অস্ত্রের তালিকা করলে দেখা যায় সব থেকে বেশি পরমাণু অস্ত্র আছে সুপার পাওয়ার রাশিয়ার। প্রায় ৭ হাজারের উপর। এরপর লিস্টে আসে আমেরিকা। ৬৬৫০ টি পরমাণু অস্ত্রের অধিকারী আমেরিকা।

ভারতএবং পাকিস্তনের পরমাণু অস্ত্র যথাক্রমে ১৩০ এবং ১৪০ টি করে। ইসরাইলের আছে ৮০ টি। আর ফ্রান্সের হাতে ৩০০ টি করে আছে। চীন এবং উত্তর কোরিয়ার আছে যথাক্রমে ২৭০ টি এবং ১৫ টি করে নিউক্লিয়ার উইপন্স।

স্বাধীনতার ৪৭ বছরে এসে একটা দেশ পড়ে আছে ফুটবল আর ক্রিকেটের উন্মাদনা নিয়ে। ক্রিকেটে আমাদের অবস্থান ভালো হইলেও ফুবলে আমাদের র‍্যাঙ্কিং হইলো ১৯৭।

৪৭ বছর বয়সী দেশটার একটা ক্যাম্পাসও সারাবিশ্বে ১০০ সিরিয়ালে ঢুকতেপারে নাই।

লাল বাস আছে, শাটল আছে, প্যারিস রোড আছে, সংস্কৃতির রাজধানী আছে। সবই আছে। শুধু নাই সাইন্টিফিক মেধা। যে মেধা দিয়ে একটা দেশ এগিয়ে যেতে পারে।

ভারতে মাহিন্দ্রা, মারুতি সুজুকির মতো ব্র্যান্ড তৈরি হইলেও আমাদের দেশে এক প্রগতি ছাড়া আমি কোন ব্র্যান্ড পাইনি।

সেই প্রগতি আবার গাড়ি বানায় না। তারা গাড়ির পার্টস জোড়া লাগায়। অথচ দেশে আছে বুয়েট, রুয়েট, চুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠান। ঢাবির মতো প্রতিষ্ঠান আবিষ্কারের জন্য বিখ্যাত নয়। তারা বিখ্যাত আন্দোলনের জন্য। যে কোন অধিকার আদায়ের সংগ্রামে ঢাবির ছেলেরাগিয়ে রাস্তা ব্লক করে। সেটা নিউজ হবে। জাস্ট এইটুকু।

অথচ সুযোগ দিলে এই ঢাবি বিশ্বের ১০০ ক্যাম্পাসের মধ্যে যাওয়ার যোগ্যতা রাখে।

আমাদের ছেলেরা বুলেট ট্রেনের নকশা করে কিনা জানি না। তবে জাপানের বুলেট ট্রেন নিয়ে একটা প্রতিবেদন দেখেছিলাম। সেখানে বলা হয়েছিল জাপানীরা যাতায়াত ব্যবস্থাকে এতটা সংক্ষিপ্ত করে এনেছে যে জাপানের যে কোন জায়গায় থেকে টোকিওতে যেতে মাত্র ১ ঘন্টা সময় লাগে। সবইসুপার ফাস্ট বুলেট ট্রেনের বদৌলতে। আমরা ক্রিকেট খেলি, বিশ্বকাপের পতাকা বানাই, ইউটিউবার বানাই। র‍্যাংকিং নিয়ে ফাইট করি। দেশটাকে সুযোগ দেন। দেশটা এগিয়ে যাক।যেন ২০ বছর পরে আমরা বলতে পারি, আমাদের আছে বঙ্গবন্ধু সিরিজের ৪ টি মিলিটারি স্যাটেলাইট। আছে ১০ টি সাবমেরিন। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই। আমাদের পরমাণু প্রকল্প আছে। আমরা কারো কাছে মাথা নত করতে আসি নাই।

গাভীর দুধের উৎপাদন যেভাবে বাড়াবেন

গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান জাতের উপর নির্ভর করে। গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ দুধের উৎপাদন যেমন মাখন, আমিষ খনিজ পদার্থ সবই বিভিন্ন জাতের গাভীকে কম বেশি হতে পারে। বংশগত ক্ষমতার কারণ দেশীয় জাতের গাভীতে দুধের মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে কিন্তু এরা দুধ উৎপাদন করে কম। সিন্ধি, শাহিওয়াল, ফ্রি জিয়ান, জার্সি ইত্যাদি জাতের গাভী সিন্ধি, শাহিওয়াল , হরিয়ানা প্রভৃতি গাভী থেকে বেশি দুধ দেয়। খাদ্য গাভীর দুধ উৎপাদন ও দুধের গুণগতমানের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। অধিক পরিমাণ খাদ্য খাওয়ালে বেশি দুধ পাওয়া যায়। তবে খাদ্য না খাওয়ালে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে কমে যায় এবং দুধের গুণগতমানও কমতে বাধ্য। কারণ খাদ্যের বিদ্যমান উপাদানগুলো ভিন্ন অবস্থায় দুধের মাখনের উপস্থিতির পরিমাণ কম বেশি করতে পারে। নিম্নোক্ত ধরনের খাদ্যের জন্য গাভীর দুধের মাখনের হার কম হতে পারে। ১. মাত্রাতিরিক্ত দানাদার খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে। ২. পিলেট জাতীয় খাদ্য খাওয়ালে ৩. অতিরিক্ত রসালো খাদ্য খাওয়ালে এবং ৪ মিহিভাবে গুঁড়ো করাখড় খাওয়ালে।

গাভীর দুধে মাখনের পরিমাণ কমে গেলে খাদ্য পরিবর্তন করে প্রয়োজনীয় সুষম খাদ্যখাওয়াতে হবে।দুধে খনিজ পদার্থ ও খাদ্যপ্রাণের পরিমাণ গাভীর খাদ্যের মাধ্যমে বাড়ানো যায়। গাভীকে সুষম খাদ্য না দিলে দুধে সামান্য মাত্রায় আমিষ ও শর্করা জাতীয় উপাদান পাওয়া যায় এবং দুধ উৎপাদনের পরিমাণ কমে যায়।

দুধ দোহন বিশেষ করে দোহন কাল, দোহনের সময়, দুধ দোহন প্রক্রিয়া , বিভিন্ন বাঁটের প্রভাব ইত্যাদি গাভীর দুধের পরিমাণ ও মানকে প্রভাবিত করে। গাভীর দুধ দেয়ার পরিমাণ আস্তে আসেঙ্গস্ত ৫০ দিনে বেড়ে সর্বোচ্চ হয়। ওলানে দুধের চাপের ওপর দুধের পরিমাণ ও উপাদান নির্ভর করে। দুগ্ধদানে কালের ৯০ দিন পর থেকে দুধে মাখন ও আমিষের হার আংশিক বাড়ে।একই গাভীকে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে দোহন করলে দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি পাওয়া যায়। তাই সকালের দুধের চেয়ে বিকেলের দুধে মাখনের পরিমাণ বেশি থাকে। তাই গাভীকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ২-৩ বার দোহন করা উচিত।এতে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বাড়তে পারে। প্রসবকালে গাভীর সুস্বাস্থ্য আশানুরূপ দুধ উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গাভী থেকে বেশি দুধ পেতে হলে গর্ভকালে সুষ্ঠু পরিচর্যা ও সুষম খাদ্য দেয়া প্রয়োজন। প্রসবের দুই মাস আগে গাভীর দুধ দোহন অবশ্যই বন্ধ করে দিতে হবে। মোট দুধ উৎপাদনের ৪০ শতাংশ ওলানের সামনের অংশের বাঁট এবং ৩০ শতাংশ পেছনের অংশের বাঁট থেকে পাওয়া যায়। গাভীর ওলানের বাঁট অবশ্যই সুস্থ থাকতে হবে। রক্ষণাবেক্ষণ, বাসস্থান, গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমানের হ্রাস বৃদ্ধির জন্য অনেকাংশ দায়ী। পারিপার্শ্বিক অবস্থা গাভীর জন্যআরামদায়ক হওয়া উচিত। দোহনের সময় বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন না করলে অর্থাৎ দুধ দোহন ত্রুটিপূর্ণও হলে দুধ উৎপাদনের পরিমাণ ও গুণগতমান কমতে পারে। প্রতিকূল আবহাওয়া দুধ উৎপাদনের জন্য ক্ষতিকর ।শীত মৌসুম দুধাল গাভীর জন্য আরামদায়ক । এ মৌসুমে দুধ উৎপাদনের এবং দুধে মাখনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়, গরমকাল, বর্ষাকাল, আর্দ্র আবহাওয়ায় গাভীর দুধের উৎপাদন ও গুণগতমান হ্রাস পায়। গরমের দিকে গাভীকে ঠান্ডা অবস্থায় রাখলে উৎপাদনের কোনো ক্ষতি হয় না। গাভীর প্রজননের সময় দুধ উৎপাদন কমে যায়। দীর্ঘ বিরতিতে বাচ্চা প্রসব করলে গাভীর দুধ উৎপাদনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। স্বল্প বিরতিতে বাচ্চা প্রসবের কারণে দুধ উৎপাদন কিছুটা হ্রাস পেতেপারে। তাই গাভীকে বাচ্চা প্রসবের ৬০-৯০ দিনের মধ্যে পাল দিতে হবে। কোনোক্রমেই ৬০ দিনের আগে প্রজনন করনো উচিত নয়। গাভীর শরীরে ৫০ শতাংশ এবং দুধে প্রায় ৮৭ শতাংশ জল থাকে।

সলমনের বাবার ধমক খেলেন জ্যাকলিন

আগে হিন্দি শিখে এসো, তারপর না হয় উর্দু ! সলমন খানের বাবা সেলিম খানের কাছে ধমক খেয়ে একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা অবস্থা জ্যাকলিনের ! ভাবতে পারছিলেন না, ঠিক কী মন্তব্য করবেন। কী বললে, রাগি সেলিম খানের রাগ একটু হলেও গলবে। তবে কিছু বলার থেকে পুরো ব্যাপারটা হজম করে ফেললেন জ্যাকলিন।গপ্পোটা হল, ২০০৯সালে ”আলাদিন” ছবিদিয়ে বলিউডে পারাখেন জ্যাকলিন।ছবিটি ফ্লপ করলেও, সুন্দরী জ্যাকলিন কিন্তুনজর কাড়েন।তারপর একে একে ”কিক” ও ”রেস থ্রি”। সলমনের সঙ্গেজুটি বাঁধার পরথেকেই খান পরিবারের ঘনিষ্ঠে আসেন জ্যাকলিন। এমনকী, গুঞ্জনেছিল সলমনের সঙ্গেনাকি প্রেম প্রেমসম্পর্কও জ্যাকলিনের।তবে প্রথম থেকেই হিন্দি ভাষা নিয়ে সমস্যা রয়েছে জ্যাকলিনের। বহুবার সলমনেরবলার পরও নাকিহিন্দি ভালো করারব্যাপারে মন দেননিতিনি। শোনাগিয়েছে, জ্যাকলিনের হিন্দিনিয়েও কিছুটা বিরক্তসলমনের বাবা সেলিম। জ্যাকলিন যেইউর্দু শেখার ইচ্ছেপ্রকাশ করেছেন অমনি নাকি ক্ষেপে গিয়ে নায়িকাকে ধমক দিয়েছেন সেলিম !

ভক্ত রণবীরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলেন

ভক্তদের সঙ্গে আলাদা এক ধরণের সম্পর্ক থাকে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের। ভক্তদের কারণেই তারকা থেকে মহাতারকা খ্যাতি পান তারা। অনেকেই এই তাদের সঙ্গে ছবি তুলতে চান। কেউবা চান একটু ছুঁয়ে দেখতে। তেমনি এক ভক্ত প্রণাম করেছিলেন বলিউডের হার্ট থ্রব রণবীর কাপুরকে। আর এতেই শুরু হয়েছে বিতর্ক।”ব্রহ্মাস্ত” ছবির শুটিংয়ের জন্য বারাণসীতে অবস্থান করছেন রণবীর। সেখানেই এক ভক্ত তাকে দেখতে এসেছিলেন। রণবীরও সেই ভক্তের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এ সময় ওই ভক্ত রণবীরকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করেছিলেন। যা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে সামাজিক মাধ্যমে।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, রণবীরের জন্য শুটিং স্পটে চকলেট ও একটি অ্যালবাম নিয়ে গিয়েছিলেন ওই ভক্ত। এ সময় তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেন তিনি। পরে রণবীর তার সামনে বসে উপহারের ওই অ্যালবামটিও খুলে দেখান। পুরো ঘটনার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়েছে। নেটিজেনরা ভিডিওর বিষয়টি ভালোভাবে নেননি। বিষয়টি নিয়ে কড়া সমালোচনা করে একজন মন্তব্য করেন, ”আমি বুঝিনা কেন অনেকে অভিনেতাদের ভগবানের চোখে দেখেন। তারা আমাদের মতোই সাধারন মানুষ।”আবার একজন লিখেছেন, ”একজন ভক্তকে কেন তার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে হবে এবং নীচে বসতে হবে। ভক্তরাই সেলেব্রিটিদের তৈরি করে।এই ধরণের ব্যবহার রণবীরের থেকে কাম্য নয়। সে আপনার (রণবীর) ভক্ত। তাকে চাকরের মতো নিচে বসিয়ে রাখলেন কেন?”আরেকজন লিখেছেন, ”রণবীর কাপুর! ও আল্লাহ! ভক্তের সঙ্গে এত রেগে কথা বলছেন কেন? আপনি কি দয়া করছে তার ওপর? তাকে সোফায় পর্যন্ত বসতে বললেন না?”তবে অনেকেই আবার রণবীরের সমর্থনে মুখ খুলেছেন। তাদের বক্তব্য, রণবীর এক্কেবারেই তার ভক্তের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেননি।তিনি খুবই সাধারণভাবেই বিষয়টি নিয়েছেন, তিনি কাউকে ছোট করার জন্য এমন করেননি। যার ভিডিও ভাইরাল হয়েছে তিনি রণবীরের একজন বড় অনুরাগী। বিষয়টি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রোল হওয়ার পর তিনি অভিনেতার স্বপক্ষে সাফাই দিয়ে একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন। তিনি বলেন, ”রণবীর খুব ভাল মানুষ। তাকে উপহার দেখানোর জন্য তিনি নীচে বসেন। রণবীর তাকে নিজের একটি টুপিও উপহার দিয়েছেন।”

আসছে মানুষ অদৃশ্য করার প্রযুক্তি

মানুষকে অদৃশ্য করে ফেলার প্রযুক্তি এতদিন শুধু সায়েন্স ফিকশনেই দেখিয়েছে। কিন্তু এবার তা বাস্তবে আনার জন্য গবেষণা চলছে। এ আবিষ্কার বাস্তবে মানুষের নাগালে এলে আগামী দিনে সেনাবাহিনী এবং বিভিন্ন পরিকাঠামো রক্ষা করতে এ প্রযুক্তি ব্যবহার করা যেতে পারে বলে মনে করছেন গবেষকরা।

সম্প্রতি ইনস্যুলেট নাইট ভিশন টুল থেকে মানুষকে অদৃশ্য করতে নতুন উপাদান তৈরি করেছে ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়ার আরভাইনের একদল গবেষক। স্কুইডের অদৃশ্য হওয়ার ক্ষমতার ওপর ভিত্তি করেই নতুন উপাদানটি প্রস্তুত করেছেন তারা।

গবেষকদের মধ্যেঅন্যতম অ্যালন গোরোডেস্কি জানিয়েছেন, মূলত আমরা একটি নরম উপাদান তৈরি করেছি, যা স্কুইডের চামড়া যেভাবে আলোর প্রতিফলন করে একইভাবে তাপ প্রতিফলিত করতে পারে। এটি অমসৃণ এবং অনুজ্জ্বল অবস্থা থেকে মসৃণ এবং চকচকে রূপ ধারণ করতে পারে, যেভাবে এটি তাপের প্রতিফলন ঘটায়।

নতুন এ উপাদানের সম্ভাব্য ব্যবহার নিয়ে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, সেনাসদস্যদের আরও ভালো ছদ্মবেশ এবং মহাকাশযান স্টোরেজ কনটেইনারসহ একাধিক কাজে এটি ব্যবহার করা যেতে পারে। নতুন এ আবিষ্কারের তথ্য প্রকাশ করা হয়েছে সায়েন্স জার্নালে।

শনিবার রাজধানী আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বিধায়ক আশীষ সাহা সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

বাকি ১১০ দিন, ব্যস্ততা শুরু পুজোর

কলকাতা, ১৫ জুন (হি স)। দুর্গাপুজো আসতে দেরি আছে। এর মধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি। সেই প্রস্তুতি অবশ্য অনেকাংশেই রাজনৈতিক ডামাডোলে পড়ছে অনিশ্চয়তার মুখে।
'ফোরাম ফর দুর্গোৎসব' আয়োজন করেছে রক্তদান শিবিরের। আগামীকাল রবিবার সকাল সাড়ে ৯টায় নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বসবে এই শিবির।
আগামীকাল ১৬ জুন সন্ধ্যায় নর্দার্ন পার্কে (ভবানীপুর নেতাজী পার্ক) ২২ পল্লীর খুঁটিপুজো। অনুষ্ঠানের আকর্ষণ বাড়াতে থাকছে বাংলা ব্যান্ড। সঙ্গে ভারতের ক্রিকেট ম্যাচ। শহরের বিভিন্ন স্থানে এর হোর্ডিং দেওয়া হয়েছে।
এবার পুজো অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে। প্রকাশ্য হোর্ডিং শোভা পাচ্ছে ৬৪ পল্লী-র পুজোর। ভবানীপুর স্বাধীন পল্লীর উদ্যোক্তারাও শুরু করেছেন প্রস্তুতি। ওঁদের পুজোর বয়স এবার হল ৭১।
কলকাতার একটি বড় পুজোর এক কর্মকর্তা বলেন, "আমাদের উদ্যোক্তারা সকলেই তৃণমূলের নানা দায়িত্বে আছেন। এই মুহূর্তে লোকসভা নির্বাচন-পরবর্তী যে পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, তাতে পুজোর আগাম পরিকল্পনায় কিছু অসুবিধা হচ্ছে।"
পূর্ব যাদবপুরের অন্যতম বড় পুজো সন্তোষপুর ত্রিকোণ পার্ক সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির পুজোর এবার সত্তর বছর। কমিটির সভাপতি পার্থপ্রতিম রায় এই প্রতিবেদককে বলেন, "এবার আমরা সরকারি চারু ও কারুকলা কলেজের প্রাক্তনী অসীম পালকে সামগ্রিক বিন্যাসের দায়িত্ব দিয়েছি। ইঁট দিয়ে প্রাচীন দ্রষ্টব্য ফুটিয়ে তোলা হবে।" ব্যস্ততা শুরু হয়েছে কুমোরটুলিতে। কুমোরটুলির অন্যতম নামী এবং প্রতিষ্ঠিত শিল্পী মিন্টু পাল 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে বলেন, "গত বছরের মত এবারেও দুটো বড় পুজো সল্ট লেকের এফডি ব্লক এবং বাগবাজারের গৌরীমাতা উদ্যানের মন্ডপসজ্জার দায়িত্ব পড়েছে। মন্ডপের জন্য আরও ২-১টি নামী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কথা শুরু হয়েছে। এ ছাড়াও গোটা ত্রিশ প্রতিমাও তৈরি করতে হবে।" উল্লেখ করা যেতে পারে, কয়েক বছর আগে দেশপ্রিয় পার্কের হইচই ফেলে দেওয়া বিশ্বের সর্ববৃহৎ দুর্গাপ্রতিমার শিল্পী ছিলেন এই মিন্টুবাবুই।

স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে দুষ্কৃতী হামলায় আহত স্বামী, ধলাই থানায় অভিযোগ

ধলাই (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : নিজের স্ত্রীর সম্ভ্রম রক্ষা করতে গিয়ে দুষ্কৃতীদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে আহত হয়েছেন কাছাড় জেলার অন্তর্গত ধলাই থানা এলাকার বাঁশখাল গ্রামের বাসিন্দা বাহারুল ইসলাম ওরফে বাউদ্দিন। রক্তারক্তির ঘটনায় মোট ছয়জনের বিরুদ্ধে ধলাই থানায় লিখিত এফআইআর দায়ের করেছেন আহত বাহারুল।
লিখিত অভিযোগপত্রে বাহরুল লিখেছেন, গত বৃহস্পতিবার তিনি তাঁর মোটর বাইক নিয়ে বিশেষ কাজে শিলচর গিয়েছিলেন। অপরদিকে ছেলে কবির আহমেদ তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি ফিরতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে নিজের স্ত্রী হাসিনা বেগম বাড়ির সামনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পুত্রের অপেক্ষা করছিলেন। এমন সময় দুটি বাইক নিয়ে ছয় দুষ্কৃতীর দল এসে হাসিনাকে ধরে টানা-হ্যাঁচড়া শুরু করে। তারা তাঁর স্ত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার পাশাপাশি অপহরণের প্রচেষ্টা করে। ইত্যবসরে তিনি শিলচর থেকে বাড়ি ফেরার পথে সামান্য দূর থেকে স্ত্রীর চিৎকার শুনে দ্রুতগতিতে ঘটনাস্থলে এসে দুষ্কৃতীদের প্রতিহত করতে উদ্যত হন। তখন দুষ্কৃতীরা তার ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে। তখন তারা স্ত্রীকে প্রচণ্ড মারধর করে তার গলা থেকে সোনার হার ছিনিয়ে নেয়।
ততক্ষণে চিৎকার শুনে প্রতিবেশীরা জড়ো হতে থাকলে দুষ্কৃতিরা তাদের এএস ১১ বি ৫৬১৭ নম্বরের বাইক ঘটনাস্থল ছেড়ে অন্যটি নিয়ে পালিয়ে যায়। যারা বাইক নিয়ে যেতে পারেনি তারা দৌড়ে ঘটনাস্থল থেকে গা ঢাকা দিয়ে দেয়। বর্তমানে এএস ১১ বি ৫৬১৭ নম্বরের বাইকটি বাহারুল ইসলামের হেফাজতে রয়েছে বলে এফআইআর-এ লিখেছেন তিনি।
এদিকে বর্তমানে হাসিনা বেগম শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে বাহারুল ইসলাম জনৈক লেচু মিঁয়া, সেলিম উদ্দিন, কালামণি ও সাহারুল-সহ অপর দুজনকে অভিযুক্ত করে ধলাই থানায় এক এফআইআর দায়ের করেছেন। এফআইআর-এর ভিত্তিতে পুলিশ এক মামলা রুজ করে তদন্ত শুরু করেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার পিছনে অন্য কোনও রহস্য রয়েছে কিনা সে-সবও খতিয়ে দেখছে বলে জানা গেছে।

দুবরাজপুরে ৪০ কেজি গাঁজা উদ্ধার, পুলিশের জালে দু''জন ব্যবসায়ী

দুবরাজপুর (বীরভূম), ১৫ জুন (হি.স.): বীরভূম জেলার দুবরাজপুরে ৪০ কেজি গাঁজা-সহ দু''জন ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে পুলিশের অতর্কিত হানায় দু''জন গাঁজা ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ৪০ কেজি গাঁজা। দীর্ঘদিন ধরেই এই ২ ধৃত অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর। বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে পুলিশ হানা দেয় দুবরাজপুর থানার অন্তর্গত কুলু পাড়ায়। সেখান থেকেই সাক্ষী গঁড়াইয়ের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় এই বিপুল পরিমাণ নেশা দ্রব্য গাঁজা। ঘটনায় পুলিশ সাক্ষী গঁড়াই এবং তার স্ত্রী সুচিত্রা গঁড়াইকে আটক করে পুলিশ।
অবৈধ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকা ওই দু''জনকে গ্রেফতার করা ছাড়াও বাজেয়াপ্ত করা হয় উদ্ধার হওয়া ৪০ কেজি গাঁজা। তবে, এই সকল নেশাদ্রব্য কোথায় থেকে আমদানি করা হতো অথবা কোথায় বিক্রি করা হত তা নিয়ে তদন্তে নেমেছে পুলিশ। শনিবার ধৃত ওই দুই অবৈধ ব্যবসায়ীকে সিউড়ি আদালতে তোলা হয়।

শনিবার গুয়াহাটিতে প্রথিতযশা সংস্কৃত পণ্ডিত হানিফ শাস্ত্রী, অংশ নেবেন ঈদ মেহফিলে

গুয়াহাটি, ১৫ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠেয় ঈদ মেহফিলে অংশগ্রহণ করতে আসছেন প্রথিতযশা সংস্কৃত পণ্ডিত হানিফ শাস্ত্রী। 'দলং' (সেতু) নামে গঠিত গুয়াহাটির সামাজিক-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী আজ মহানগরের লক্ষ্মীধর বরা ক্ষেত্রে 'চেনেহর মেহফিল' (আনন্দের মেহফিল) শীর্ষক এক ঈদ মেহফিলের আয়োজন করেছে। এতে যোগ দেবেন সংস্কৃত পণ্ডিত তথা ২০০৯ সালে জাতীয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি পুরস্কারপ্রাপ্ত মহম্মদ হানিফ খান শাস্ত্রী। তিনি প্রধান অতিথি হিসেবে আমন্ত্রিত হয়েছেন।
জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী গোষ্ঠীটি বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীর মানুষজনের মধ্যে মানবতা এবং সৌভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধন মজবুত তথা শক্তিশালী করতে এই মেহফিলের আয়োজন করা হয়েছে। জানিয়েছেন, দলঙের মুখ্য আহ্বায়ক রাজীব ভট্টাচার্য। পথভ্রষ্ট মানুষকে ফের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে সংযোগরেখা হিসেবে কাজ করছে বলে জানান ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, মানুষের চামড়ার রং, পৃথক পৃথক দেশ, পৃথক ভাষা, বিভিন্ন ধর্মের উপাসনা করেন এমন মানুষজন এক মানব জাতিকে প্রতিনিধিত্ব করেন বলে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেন রাজীব ভট্টাচার্য।
তিনি আরও বলেন, "মানবসমাজ ধনী ও গরিব-দুখি, শাসক ও প্রজা, প্রথম বিশ্ব এবং তৃতীয় বিশ্ব ইত্যাদি ধারাণায় ভারাক্রান্ত। এ-ধরনের ধারণা ভৌগলিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক, আর্থনৈতিক এবং সর্বোপরি অন্যান্য সংঘাতের সৃষ্টি করে।" দলং নামের সংগঠন মানুষকে এ-ধরনের সংঘাতকে ছুঁড়ে প্রকৃত পথের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

জুনিয়র ডাক্তার কান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ১৫ জুন (হি স): নবান্নে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক নয়। বদলে মুখ্যমন্ত্রীকেই আসতে হবে হাসপাতালে। সেখানেই হবে আলোচনা। জানিয়ে দিল আন্দোলনকারী জুনিয়র চিকিৎসকরা। আর, এই দাবির পর শনিবার বেলা ১২ টায় মুখ্যমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়, মুখ্যমন্ত্রী পার্ক সার্কাসের নার্সিং হোমে আহত জুনিয়র ডাক্তারকে দেখতে যাবেনঊ যদিও বেলা পৌনে তিনটে পর্যন্ত মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং হোমে যাননিঊ বৃহস্পতিবার এসএসকেএম-এ গিয়ে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের কর্মবিরতি উঠিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। বেলা দু'টোর মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে 'এসমা' জারিরও হুমকি দেন তিনি। কিন্তু, তাতেও চিঁড়ে ভেজেনি। আন্দোলনে অনড় থাকেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। মুখ্যমন্ত্রীর কথার বিরোধীতা করে সোচ্চার হয় চিকিৎসক মহল। রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে কর্মরত সিনিয়র চিকিৎসকরাও গণ ইস্তফা দেন।
এর পর থেকে পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হতে থাকেঊ দেশজুড়ে চিকিৎসা পরিষেবায় এনআরএসের আঁচ পড়ে। রাজ্যের বুদ্ধিজীবীরা চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন করেন। তবে রোগীদের কথা ভেবে কর্মবিরতি প্রত্যাহারের আবেদন জানান। সমাধানসূত্র খুঁজতে শুক্রবার সন্ধ্যায় পাঁচ সিনিয়র ডাক্তারকে নবান্নে ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। কথা বলেন তাঁদের সঙ্গে। রাজ্যের শিক্ষা স্বাস্থ্য অধিকর্তা প্রদীপ মিত্র এনআরএসে গিয়ে আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের প্রস্তাব দেন। মুখ্যমন্ত্রী নার্সিং হোমে যাচ্ছেন কি না, গেলে কখন যাবে, দলীয় তরফে তা এখনও জানা যায়নিঊ লালবাজার কন্টোল রূম বেলা পৌনে তিনটেয় হিন্দুস্থান সমাচার-কে জানায়, "আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত কিছু জানিনাঊ উনি বাড়িতেই আছেনঊ

এনআরএস-এ এসে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক আইএমএ-র প্রতিনিধি দলের

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.) : এনআরএস হাসপাতালে এসে আন্দোলনের সিদ্ধান্তে অনড় জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করল চিকিৎসকদের সর্বভারতীয় সংগঠন আইএমএ-র প্রতিনিধি দল। সংগঠনের সভাপতি তথা তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ ডা: শান্তনু সেনের নেতৃত্বে প্রতিনিধি দল শনিবার এনআরএস-এর জুনিয়র চিকিৎসকদের পাশাপাশি প্রশাসনিক কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে।
বৈঠকের পর ডা: শান্তনু সেন সাংবাদিকদের বলেন, "আমরা জুনিয়র চিকিৎসকদের বুঝিয়েছি, সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়ে চিকিৎসক সমাজের অস্তিত্ব থাকতে পারে না। একইভাবে চিকিৎসক সমাজও আশা করে যে সাধারণ মানুষ তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার করবে।" চিকিৎসকদের নিরাপত্তা দিতে কেন্দ্রীয় আইন প্রয়োজন বলেও জানান ডা: সেন। দেশজুড়ে চিকিৎসকরা যে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন, তা "এই আইনের স্বার্থে" বলেই জানিয়েছেন তিনি। রাজ্যসভার সাংসদ ডা: সেনের কথায়, "আমাদের কাছে যা খবর, শীঘ্রই এই আইন আসছে।"
এদিকে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের মধ্যে কয়েকজন চিকিৎসককে নবান্নে বৈঠকে ডেকেছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। এই প্রসঙ্গে তিনি "মুখ্যমন্ত্রীর ডাকে সাড়া দিয়ে নবান্নের বৈঠকে" যোগ দেওয়া উচিত বলেও জানিয়েছেন। স্বাস্থ্য সংকট নিয়ে আলোচনায় এদিন বিকেলে সবপক্ষকে নবান্নে ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।অন্যদিকে এনআরএস হাসপাতালের জুনিয়র চিকিৎসকদের জেনারেল বডির বৈঠকের পর সাংবাদিকদের সাফ জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, আন্দোলনরত চিকিৎসকরা সেই বৈঠকে যোগ দেবেন না, বরং মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনআরএস-এ এসে আন্দোলনরত চিকিৎসকদের সঙ্গে বৈঠক করতে হবে।

উত্তর প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বিগ্ন অখিলেশ, রাজ্যপালের কাছে জমা দিলেন স্মারকলিপি

লখনউ, ১৫ জুন (হি.স.): উত্তর প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা অবনতি নিয়ে রাজ্যপাল রাম নায়েকের দ্বারস্থ হলেন সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব। শনিবার এই প্রসঙ্গে রাজ্যপালের কাছে একটি স্মারকলিপিও তুলে দেন তিনি। আলিগড়ে এক নাবালিকাকে নারকীয় ভাবে খুন করার প্রতিবাদে উত্তাল উত্তর প্রদেশ। বিষয়টি নিয়ে এদিন রাজ্যভবনে যান অখিলেশ যাদব। সেখানে রাজ্যের ভেঙে পড়া আইন-শঙ্খলা নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। বৈঠকের পর রাজ্যপালের কাছে স্মারকলিপি জমা দেন তিনি। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অখিলেশ যাদব বলেন, এটাই কি নতুন ভারত, যেখানে মেয়েদের খুন করে ধর্ষণ করা হয়। প্রশাসন কি করছে? এই সরকারের আমলে মেয়েরা একেবারেই নিরাপদ নন। নাগরিক সমাজ কি এই ভাবে চলতে পারে? দুর্ভাগ্যজনক ভাবে এমন ঘটনা এখনও ঘটে চলেছে।
উল্লেখ করা যেতে পারে, ১২ জুন এক ট্যুইটবার্তায় অখিলেশ যাদব লেখেন, ধর্ষণ, খুন, রাজনৈতিক হত্যা রাজ্যে বিপদজনক হারে বাড়ছে। বৈঠকের পর বৈঠক করে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ক্রমাগত অবনতি হয়ে চলেছে। আগ্রায় বার কাউন্সিলের প্রেসিডেন্টকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আইনের রক্ষকরা এখন নিরাপদ নয়।

মগরায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত ১, রণক্ষেত্র এলাকাজুড়ে

হুগলি, ১৫ জুন (হি. স.) : হুগলির মগরার মিঠাপুকুর এলাকায়পথ দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা। ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগাল জনতা। উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালালো পুলিশ।
এদিন সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ দশ বছরের ছেলেকে স্কুটারে চাপিয়ে স্কুলে দিতে যাচ্ছিলেন মিঠাপুকুর এলাকারই বাসিন্দা অর্চনা সর্দার (৩৫)। আচমকাই একটি ডাম্পার বেপরোয়া গতিতে এসে ধাক্কা মারে স্কুটারটিকে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অর্চনাদেবীর। জখম হয় তাঁর ১০ বছরের ছেলে সৌম্যজিৎ। তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই ঘটনার পরে উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এলাকার বাসিন্দারা। শুরু হয় পথ অবরোধ। মগরা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গেলে পুলিশকে ঘিরে শুরু হয় বিক্ষোভ। তাদের লক্ষ্য করে ইট ছুড়তে থাকে জনতা। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় পুলিশের গাড়িতে। পরে আরও বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠিচার্জ করে জনতাকে হটিয়ে দেয়। এখনও প্রবল উত্তেজনা রয়েছে গোটা এলাকায়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, গঙ্গার বালি ও ব্যান্ডেল থার্মাল পাওয়ার স্টেশন থেকে ছাই নিয়ে বরাবর এই রাস্তা দিয়ে তীব্র গতিতে যাতায়াত করে ডাম্পারগুলো। পুলিশকে বারবার বলেও, এগুলোকে নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা করা যায়নি। তাই ক্ষোভ ছিলই। এ দিনের দুর্ঘটনার পর সেই সেই ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছতেই মারমুখী হয়ে ওঠেন বাসিন্দারা। দুর্ঘটনার পরেই ডাম্পার ফেলে পালিয়ে যায় চালক। ডাম্পারটিকে আটক করেছে পুলিশ।

মুজফফরপুরে এনসেফেলাইটিস রোগের প্রকোপ : মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৬৯

মুজফফরপুর, ১৫ জুন (হি.স.): বিহারের মুজফফরপুরে ভয়াবহ হয়ে উঠেছে এনসেফেলাইটিস রোগ। এনসেফেলাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। বিহারের মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯। স্বাস্থ্য দফতর সূত্রের খবর, মৃতদের ৭০ শতাংশই কিশোর-কিশোরী। এছাড়াও বহু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে শনিবার সকালে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত মুজফফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল এবং কেজরিওয়াল হাসপাতালে অ্যাকিউট এনসেফেলাইটিস সিনড্রোম (এইএস) রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬৯ জনের মৃত্যু হয়েছে।
সিভিল সার্জন (মুজফরপুর) ডাঃ শৈলেশ প্রসাদ সিং জানিয়েছেন, এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯। শ্রীকৃষ্ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ৫৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। মুজফফরপুরেরই কেজরিওয়াল হাসপাতালে আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। সবমিলিয়ে মুজফফরপুরে এখনও পর্যন্ত এনসেফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬৯। এছাড়াও বহু রোগী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিহারের মুজফরপুরে এনসফেলাইটিসে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনা সত্যিই উদ্বেগজনক।

দুর্গাপুরে জলাশয় থেকে যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার

দুর্গাপুর, ১৫জুন (হি.স.): নিখোঁজ যুবকের দুদিন পর পার্কের জলাশয়ে মৃতদেহ উদ্ধার হল। শনিবার ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমানের দুর্গাপুরের টাউনশিপ এলাকায়।
পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম পুষ্পেন্দ্র কুমার দুবে(২০)। দুর্গাপুর স্টীল টাউনশিপের এ- জোনের আকবর রোডের বাসিন্দা। পরিবার সুত্রে জানা গেছে, শুক্রবার সকাল থেকে ওই যুবক নিখোঁজ ছিল। পরিবারের লোকজন জানায়,' শুক্রবার সকাল পুষ্পেন্দ্র সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়েছিল। সারা দিন পেরিয়ে যাওয়ার পরেও বাড়ি না ফেরায় থানায় নিখোঁজের ডায়েরী করা হয়।' শনিবার শহর লাগোয়া বসুন্ধরা পার্কে একটি জলাশয়ে এক যুবকের মৃতদেহ ভাসতে দেখা যায়। খবর পেয়ে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের আটক করার প্রতিবাদে তুফানগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ

তুফানগঞ্জ, ১৫ জুন (হি. স.) : বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের আটক করার প্রতিবাদে কোচবিহারের তুফানগঞ্জ থানায় বিক্ষোভ দেখালো বিজেপি। শনিবার সকাল থেকে দফায় দফায় চলে এই বিক্ষোভ ।অন্যদিকে বালাভুত গ্রাম পঞ্চায়েতের গোপালের কুঠি থেকে শুক্রবার গভীর রাতে দুটি তাজা বোমা উদ্ধার করে তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ।
বিজেপির অভিযোগ, মিথ্যে মামলায় আরএসএস কর্মী প্রসেনজিত বসাক, বিজেপি কর্মী কেশব দাস ও নকুল দাসকে আটক করেছে পুলিশ। তাদের নিঃশর্ত মুক্তি না দিলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে। পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, নির্দিষ্ট অভিযোগ থাকায় অভিযুক্তদের আটক করা হয়। প্রসঙ্গত, ভোটের পর থেকেই তুফানগঞ্জ ১

ছয়ের পাতায়

নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তি, ভদোদরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু সাফাই কর্মী-সহ ৭ জনের

ভদোদরা, ১৫ জুন (হি.স.): গুজরাটের ভদোদরা জেলায় হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৪ জন সাফাই কর্মী-সহ মোট ৭ জনেরঊ মৃত ৭ জনের মধ্যে ওই হোটেলের তিনজন কর্মীও রয়েছেনঊ শুক্রবার গভীর রাতে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভদোদরা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ডাভোই তেহসিলের অন্তর্গত ফার্টিকুই গ্রামে অবস্থিত দর্শন হোটেলেঊ পুলিশ সূত্রের খবর, ঘটনার পর থেকেই পলাতক হোটলের মালিক হাসান আব্বাসঊ হোটেলে তালা লাগিয়ে তিনি এখন পলাতক।
জেলা কালেক্টর কিরণ জাভেরি জানিয়েছেন, শুক্রবার গভীর রাতে ফার্টিকুই গ্রামে অবস্থিত দর্শন হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন সাফাই কর্মীরাঊ কিন্তু, কাজ শেষ হওয়ার পরও কেউই বেরিয়ে আসতে পারছিলেন নাঊ তাঁদের বের করতে গিয়েই ম্যানহোলে নামেন হোটেলের আরও তিনজন কর্মীঊ সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন সাফাই কর্মী-সহ মোট ৭ জনের। মৃতদের নাম হল, হীতেশ এ হরিজন (২৩),
তাঁর বাবা অশোক বি হরিজন (৪৫), মহেশ এম হরিজন (২৫), মহেশ আর পানানওয়াদিয়া (৪৬)ঊ প্রত্যেকেই সাফাই কর্মী, তাঁদের বাড়ি দাভোই তালুকার থুওয়াভি গ্রামে।
এছাড়াও আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে, তাঁরা হলেন-অজয় ভাসাভা (২৪), বিজয় এ চৌধুরী (২২) এবং শহদেব আর ভাসাভা (২২)।

কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক মনমোহনের

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.) : নীতি আয়োগের বৈঠকে কংগ্রেসের দাবিদাওয়া কি হবে তা নিয়ে কংগ্রেস শাসিত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে বৈঠক করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং। আর্থিক দাবিদাওয়া নিয়ে এই বৈঠকে আলোচনা হয়।
মনমোহন সিং-এর ডাকা এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কমল নাথ, রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট, কর্ণাটকে কংগ্রেস-জেডি(এস) জোটের মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী, পুদুচেরির মুখ্যমন্ত্রী ভি নারায়ণস্বামী। তীব্র দাবদাহের ফলে খরা পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে, সেচের কাজ চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জলের অভাব তৈরি হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের তরফে কেমণ সাহায্য নেওয়া উচিত তা নিয়ে আলোচনা হয়।
উল্লেখ করা যেতে পারে এই নিয়ে পঞ্চমবার নীতি আয়োগের পরিচালন সমিতির বৈঠক হবে। বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকার কথা দেশের সবকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের লেফটানেন্ট গর্ভনরেরা।

শনিবার আগরতলা পাবলিক স্কুলে আয়োজিত বৃক্ষরোপন উৎসবে স্যান্দন পত্রিকার সম্পাদক সুবল দে সহ অন্যান্যরা। ছবি- নিজস্ব।

আইএমএ সভাপতি ডা: শান্তনু সেন-র বহিরাগত' মন্তব্যে ফের উত্তপ্ত এনআরএস

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): প্রথমে ডাক্তারদের বহিরাগত বলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত করে দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীঊ শনিবার সেই আগুনের ঘৃতাহুতি করলেন ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি ডা: শান্তনু সেন। ফের সেই 'বহিরাগত' মন্তব্যেই আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল এনআরএস প্রাঙ্গনঊ শনিবার জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তিনিঊ সেখানে গিয়ে তিনি 'বহিরাগত' মন্তব্য করার পরই নতুন করে বিক্ষোভ শুরু হয়।

শান্তনুবাবু শনিবার জুনিয়র ডাক্তারদের আর্জি জানিয়ছেন, যাতে তাঁরা নবান্নে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক করেন। আলোচনার মাধ্যমে সমাধান হবে বলে আশা জুগিয়েছেন তিনি। পাস করে যাওয়া ডাক্তাররা বা অন্যান্য কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনে সামিল হওয়া নিয়েও আপত্তি প্রকাশ করেছেন তিনি। এদিন ডাক্তারদের সঙ্গে বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শান্তনু সেন বলেন, "যাঁরা আবেগ দিয়ে বিক্ষোভ করছেন তাঁদের সম্মান করেন তিনি। তবে তাঁর দাবি, এই বিক্ষোভে চিকিৎসক ছাড়াও রয়েছেন নন-মেডিক্যাল পার্সন। অর্থাৎ চিকিৎসক নয়, এমন ব্যক্তিরাও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আন্দোলন জিইয়ে রাখছেন"ঊ

জুনিয়র চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলে তিনি বাইরে এসে বলেন, "এমন অচলাবস্থা চলতে পারে না। জুনিয়র চিকিৎসকদের অনুরোধ করেছি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করতে। আলোচনা করলে নিশ্চয়ই সমাধান সূত্র বেরোবে। মুখ্যমন্ত্রী সময় দিয়েছেন।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে যে দাবি ছিল, তা ইতিমধ্যেই মেটানো হয়েছে।" যদিও নবান্নে বৈঠকে যাওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছে জুনিয়র ডাক্তাররাঊ

তাঁর এই 'বহিরাগত' মন্তব্যের পরই ক্ষোভে ফেটে পড়ে ডাক্তাররাঊ এদিন শান্তনু সেন বৈঠক করে চলে যাওয়ার পরই বিক্ষোভকারী জুনিয়র ডাক্তাররা স্লোগান তোলেন "আমরা বহিরাগত, শান্তনু সেন বহিরাগত"ঊ এই স্লোগানে ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর।

৩০ জুন ফিরতে চলেছে মন কি বাত

নয়াদিল্লি, ৫ জুন (হি.স.) : ফিরতে চলেছে জনপ্রিয় রেডিও অনুষ্ঠান মন কি বাত। আগামী ৩০ জুন দেশবাসীর কাছে মন কি বত নিয়ে ফিরতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

শনিবার এই প্রসঙ্গে এক ট্যুইটবার্তায় নরেন্দ্র মোদী লেখেন, রেডিওর সৌজন্যে নিজেদের জয়, ইতিবাচক ভাবনা এবং সমষ্টিগত ভাবে ১৩০ কোটি ভারতীয়দের শক্তিকে উদযাপন করতে ফের দেখা হবে। আমি নিশ্চিত ভাবেই বলতে পারি মন কি বাতে সাধারণ মানুষের অনেক কিছু বলা বলার রয়েছে। ন্যামো অ্যাপের ওপেন ফোরামের মধ্যে দিয়ে তা জানানোর আর্জি করেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ করা যেতে পারে ২৪ ফেব্রুয়ারি শেষবাব মন কি বাত অনুষ্ঠান রেডিও মাধ্যমে সম্প্রচারিত হয়েছিল। সেবার ক্ষমতায় ফিরে আসার আশ্বাস দেশবাসীকে দিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী। ২০১৪ সালে ক্ষমতায় এসে রেডিওতে মন কি বাত অনুষ্ঠান চালু করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি নিজেই এই অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করেন।

মৃত্যু, উত্তেজনা

আটের পাতার পর

মৃত শিশুর পরজনরাঊ পরিবারের অভিযোগ, জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতির জন্যই জন্মের পর থেকে চিকিতা হয়নি শিশুটিরঊ উত্তেজনা থাকায় হাসপাতালে মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনীঊ এ বিষয়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি

নেশার ওষুধ

আটের পাতার পর

আজ তাদের হাটশিঙিমারি মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে পেশ করা হয়েছিল। আদালত তাদের ধুবড়ি জেলা কারাগারে পাঠিয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দীর্ঘদিন ধরে মানকাচরের একাংশ স্থানে একাধিক চক্র নানা ধরনের ড্রাগস তথা নেশা জাতীয় সামগ্রীর রমরমা ব্যবসা করে আসছে। সপ্তাহখানেক আগে মানকাচর পুলিশ পৃথক পৃথক অভিযানে চালিয়ে কয়েকজন ড্রাগস কারবারি এবং পাচারকারীকে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নর্দমা পরিষ্কার করতে গিয়ে বিপত্তি, ভদোদরায় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু সাফাই কর্মী-সহ ৭ জনের

ভদোদরা, ১৫ জুন (হি.স.): গুজরাটের ভদোদরা জেলায় হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করার সময় শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হল ৪ জন সাফাই কর্মী-সহ মোট ৭ জনেরঊ মৃত ৭ জনের মধ্যে ওই হোটেলের তিনজন কর্মীও রয়েছেনঊ শনিবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে ভদোদরা শহর থেকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে ডাবহোই তেহসিলের ফার্টিকুই গ্রামে অবস্থিত একটি হোটেলেঊ

জেলা কালেক্টর কিরণ জাভেরি জানিয়েছেন, শনিবার ফার্টিকুই গ্রামে অবস্থিত একটি হোটেলের নর্দমা পরিষ্কার করতে নেমেছিলেন সাফাই কর্মীরাঊ কিন্তু, কাজ শেষ হওয়ার পরও কেউই বেরিয়ে আসতে পারছিলেন নাঊ তাঁদের বের করতে গিয়েই ম্যানহোলে নামেন হোটেলের আরও তিনজন কর্মীঊ সেখানেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪ জন সাফাই কর্মী-সহ মোট ৭ জনেরঊ মৃতদের নাম ও পরিচয় এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি

দিল্লির কারোল বাগে অগ্নিকাণ্ড, হতাহতের খবর নেই

নয়াদিল্লি, ১৫ জুন (হি.স.): মধ্য দিল্লির কারোল বাগ এলাকায় একটি ভবনে অগ্নিকাণ্ড। তবে, আগুন খুব বেশি ছড়িয়ে পড়ার আগেই নেভানোর কাজ শুরু হওয়ায় কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। আগুনও সেভাবে ছড়িয়ে পড়েনি। শুক্রবার রাত ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কারোল বাগের ওই ভবনটিতে আগুন লাগে। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল বাহিনী। দমকলকর্মীদের চেষ্টায় রাত ১১টা ৪০ মিনিট নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুন।

দিল্লি দমকলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাত ১১.১৫ মিনিট নাগাদ কারোল বাগ এলাকায় অব অস্থিত একটি ভবনে আগুন লাগে। দমকলের দু"টি ইঞ্জিনের প্রচেষ্টায় রাত ১১.৪০ মিনিট নাগাদ আয়ত্তে এসেছে আগুন। শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হয়েছিল বলে প্রাথমিকভাবে মনে করছেন দমকল কর্মীরা। তবে, ভবনটির মধ্যে থাকা অনেক জিনিস পুড়ে ছাই হয়ে গেলেও ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই বলে জানিয়েছেন তাঁরা।

জট কাটাতে ৫ প্রবীন ডাক্তারদের নবান্নে তলব মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): শনিবার বিকেলে ফের নবান্নে ৫ জন প্রবীন ডাক্তারদের ডেকে পাঠালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ঊ মনে করা হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এই সংকট কাটাতেই এই বৈঠকের আয়োজন করেছেন মুখ্যমন্ত্রীঊএদিনের বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন প্রবীন ডাক্তাদের পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলঊ এদের মধ্যে থাকবেন ড: সুকুমার মুখোপাধ্যায়, ড: অভিজিত চৈধুরী, ড: মাখনলাল সাহা, ড: অলোকেশ নন্দী সহ আরও একজনঊ এছাড়া উপস্থিত থাকবেন স্বাস্থ্য সচিব রাজীব সিনহা, মুখ্য সচিব মলয় দে, পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা এবং স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রীঊ আজ সন্ধ্যে ৬টায় শুরু হবে বৈঠকঊ

গতকালও প্রবীন ডাক্তাররা গিয়েছিলেন নবান্নে স্বতপ্রনোদিতভাবেইঊ সেখানে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হলেও সমাধান সূত্র কিছুই বেরোয়নি। শনিবার নবান্নে জুনিয়র ডাক্তারদের সাথে বৈঠক কোর্টে চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রীঊ কিন্তু আজ জেনারেল বডি (জিবি)-র বৈঠকের পর জুনিয়র ডাক্তাররা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, মুখ্যমন্ত্রীকেই এনআরএস-এ এসে কথা বলতে হবে। তাহলেই আলোচনা হবে। তাঁরা নবান্নে যাবেন না। যেহেতু জুনিয়র ডাক্তাররাই নবান্নে যেতে রাজি হননি, তাই সিনিয়র ডাক্তাররাও প্রথমে নবান্নে যেতে চাননি। কিন্তু পরে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে তাঁরা রাজি হন এবং নবান্নে যান। স্বাস্থ্য-জট কাটাতে নবান্নে হবে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক।

জোটেনি পুনর্বাসন

আটের পাতার পর

তারপর পঞ্চায়েত থেকে যেখানে রেখেছে, আতঙ্কে দিন কাটছে। প্রায় দেড়মাস হল পুনরবাসন হয়নি। গরমের ওপর মশার কামড়। ঘুম হয় না। তাতেই অসুস্থতা বাড়ছে। কয়েকজনের পায়খানা, বমি হচ্ছে। পশু হাসপাতালে অপারেশনের পর যততত্র রক্ত, সুঁচ, সিরিঞ্জ পড়ে থাকছে। আর সেসবই বাচ্চারা হাত দিয়ে মুখে নিচ্ছে। ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার বেশী সমস্যা হচ্ছে। তাই প্রশাসনের কাছে অর্তি দ্রুত পুনর্বাসন দিক।'

পুর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সম্পাদক রমন শর্মা জানান,' ভোটের দিন মাংসভাত খাইয়ে ভোট নিয়েছে তৃণমূল। সেই মাংসভাতের জ্বালা এখন কাটাতাঁরের মতো বিঁধছে বাসিন্দাদের। রাজ্যে তৃণমূল সরকার পুনর্বাসন দিতে সম্পুর্ন ব্যার্থ। তাদের আর ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়।' যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বিকার করে তৃণমূল পরচালিত গলসী-১ নং পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অনুপ চট্টোপাধ্যায় জানান,' সেনারা উচ্ছেদ করেছে। তাই পুনর্বাসনের দায় কেন্দ্র সরকারের। তবুও আমরা তাদের থাকার ব্যাবস্থা করেছি। প্রয়োজনীয় ত্রানের ব্যাবস্থা করা হয়েছে। পুনরবাসনের জমিও চিহ্নিত হয়েছে। খুব শীঘ্রই তাদের হাতে পাট্টা তুলে দেওয়া হবে।'

থানায় বিক্ষোভ

পাচের পাতার পর

ব্লকের নাককাটি গাছ গ্রাম পঞ্চায়েত সহ বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতজুড়েই তৃণমূল কর্মীদের উপর হামলা করা হচ্ছে। অভিযোগের আঙ্গুল উঠছে বিজেপির দিকে। বিষয়গুলি নিয়ে তুফানগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। অভিযোগের ভিত্তিতেই শুক্রবার রাতে আটক করা হয় বিজেপি ও আরএসএস কর্মীদের। এতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিজেপি কর্মীরা। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ রাতের অন্ধকারে তৃণমূল কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ভাঙচুর করছে পুলিশ। মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে তল্লাশির নামে অত্যাচার করছে তারা।

জুনিয়র ডাক্তারদের

তিনের পাতার পর

কর্মবিরতিতে অনড় চিকিতকদের যাবতীয় দাবিদাওয়া পূরণ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে মাত্র ৪৮ ঘন্টার সময়সীমা দিল এইমস-এর রেসিডেন্ট ডক্টরস অ্যাসোসিয়েশনঊ আর ৪৮ ঘন্টার মধ্যে যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার ডাক্তারদের দাবিদাওয়া পূরণ করতে না পারে, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘটে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে এইমস-এর চিকিতকদের সংগঠন।

গ্রেফতার ১

তিনের পাতার পর

লোকেদের মধ্যে ওই সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, বলে পুলিশ সূত্রের খবর। স্থানীয় সমস্যা নিয়ে দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ চলাকালীন গুলি লেগে জ্ঞানদেব (৩৫) ও রিজওয়ান (৩২)-এর মৃত্যু হয়।

শনিবার এ ব্যাপারে পুলিশ সুপার (সিটি) দীনেশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, বিসমিল পার্কের কাছে স্থানীয় জ্ঞানদেব (৩৫) এবং সোনু গুপ্তা নামে দুই ব্যক্তির দলের লোকেদের মধ্যে শুক্রবার রাতে একটি স্থানীয় সমস্যা নিয়ে বচসা বাধে। ক্রমেই তা সংঘর্ষে পরিণত হয়। দুই দলের সংঘর্ষ চলাকালীন সোনু গুপ্তা সকলের সামনেই জ্ঞানদেবকে (৩৫) লক্ষ্য করে গুলি করেন, অপর গুলিটি লাগে রিজওয়ান (৩২)-এর দেহে। আহত হন আরও এক ব্যক্তি। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আহতদের প্রত্যেককে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই এদিন সকালে চিকিৎসারত অবস্থায় মারা যান জ্ঞানদেব ও রিজওয়ান। অপর আহত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। সোনু গুপ্তা নামে দলের পান্ডাকে গ্রেফতার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পঞ্চভূতে বিলীন ঝাড়খণ্ডে শহিদ জওয়ান সুনীল কলিতার নশ্বর দেহ

কমলপুর (অসম), ১৫ জুন (হি.স.) : পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেছে আরেক অসম-সন্তান ঝাড়খণ্ডে মাওবাদী হামলায় শহিদ সিআরপিএফ জওয়ান সুনীল কলিতার নশ্বর দেহ। সম্পূর্ণ সামরিক মর্যাদায় শনিবার সকাল প্রায় দশটায় রঙিয়ার কমলপুর থানা এলাকার পালারা গ্রামে তাঁর পৈত্রিক ভিটেতে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে। এক বেদনাদায়ক শোকাকূল পরিবেশে শেষকৃত্যানুষ্ঠানে রাজ্য সরকারের তরফে ছিলেন মন্ত্রী নবকুমার দলে, বিধায়ক সত্যব্রত কলিতা। রাস্তায় শকটবাহী গাড়ি থেকে শহিদ সুনীলের কফিনবন্দি মরদেহ অন্যদের সঙ্গে কাঁধে বয়ে প্রয়াতের বাড়ি চত্বরে নিয়ে গেছেন মন্ত্রী নবকুমার দলে, বিধায়ক সত্যব্রত কলিতা। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন সিআরপিএফ-এর গুয়াহাটি ডিভিশনের ডিআইজি জেপিকে রায়, অসম পুলিশের ডিআইজি ব্রজেন সিনহা, কামরূপের জেলাশাসক কমলকুমার বৈশ্য, সিআরপিএফ-এর ১৭৫ ব্যাটালিয়নের কমান্ডেন্ট মহেশ কুমার, সেনাবাহিনীর ২১০ কোব্রা বেটালিয়নের কমান্ডেন্ট ছোটেলাল, কামরূপের পুলিশ সুপার পার্থসারথি মহন্ত, পুলিশ অফিসার সন্তোষ কুমার, এমএস রাঠোর, ডেপুটি কমান্ডেন্ট মনোজ সিং, সিআরপিএফ-এর ১৭৫ বাটালিয়নের বেশ কয়েকজন আধিকারিক ও জওয়ান-সহ বহু বেসরকারি সংগঠনের সদস্য এবং গ্রামের সহস্রাধিক জনতা।

উপস্থিত জনতা শহিদ সুনীল কলিতাকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করে ভারতমাতার জয়ধ্বনী দেওয়ার পাশাপাশি, শহিদ সুনীল কলিতা অমর রহো, সন্ত্রাসবাদ নিপাত যাক, বন্দেমাতরম, জয়হিন্দ স্লোগান দিয়ে পালারা গ্রামের আকাশ-বাতাত মুখরিত করে তুলেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৮ মে ঝাড়খণ্ডের শারাইকেলা জেলার খাড়াসাওনের প্রত্যন্ত এলাকায় মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে গিয়ে আইইডি বিস্ফোরণে অন্য ১৫ সিআরপিএফ জওয়ানের সঙ্গে আহত হয়েছিলেন সুনীল কলিতা। আহত সুনীলকে প্রথমে রাঁচির ভগবান মহাবীর মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে ভরতি করা হয়েছিল। তবে তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতি না হলে ৪ জুন বিশেষ বিমানে করে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয় দিল্লির এইমস-এ। কিন্তু এইমস-এর বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করে ১৩ জুন বৃহস্পতিবার শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বীর সেনানী ৩২ বছরের সুনীল কলিতা।

শহিদ সুনীল কলিতার জন্ম ১৯৮৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। শারীরিক ও লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গত ২০১১ সালে গুয়াহাটিতে তিনি যোগ দেন কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী সিআরপিএফ-এ। ২০১৬ সালে তিনি যোগদান করেন ২০৯ কোব্রা ব্যাটালিয়নের রিজলিউট অ্যাকশন টিমে। এর পর তাঁকে ঝাড়খণ্ডের খুলটি জেলায় পোস্টিং দেওয়া হয়। গত প্রায় আড়াই বছর মাওবাদী-বিরোধী অভিযানে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর এক ভাইও সিআরপিএফ-এর জওয়ান। মৃত্যুর সময় সুনীল রেখে গেছেন মা, বাবা, সদ্যবিবাহিত পত্নী, ছোট বোন।

প্রসঙ্গত, গত ১০ এপ্রিল পদুমী কলিতাকে বিয়ে করে ফের চলে গিয়েছিলেন কর্মস্থলে। আগামী ১ জুলাই ছুটিতে তাঁর বাড়ি ফেরার কথা ছিল। তখন ধুমধাম করে বিয়ের পার্টি দেবেন, অনুষ্ঠানের পরিকল্পনাও শুরু হয়েছিল বাড়িতে। কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। পত্নী পদুমী সুনীলের মৃত্যু সংবাদের পর বার বার মূর্চা যাচ্ছেন। বুকফাঁটা কান্নায় ভেঙে দুখে অশ্রু বইয়ে স্বামীকে সামরিক কায়দায় স্যালুট দিয়ে আছড়ে পড়েন কফিনের ওপর। মর্মন্তুদ দৃশ্যে উপস্থিত সবাইকে শোকাকুল করে তুলে। এদিকে মা কাঁদতে কাঁদতে কাঠ হয়ে গেছেন। মুখের শব্দ হারিয়ে ফেলেছেন তিনি। উল্লেখ্য, গত ২৮ মে মাওবাদীদের পাতা আইইডি বিস্ফোরণে আহত সিআরপিএফ এবং ঝাড়খণ্ড পুলিশের ১৫ জওয়ানের মধ্যে সুনীল কলিতা ছাড়া কোবরা কমান্ডো ছিলেন অসমের আরও দুজন। তাঁরা কামরূপ জেলার বকোর মিজানুর রহমান এবং হোজাইয়ের শম্ভু মালাহ। তাঁদের রাঁচির ভগবান মহাবীর মেডিকা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। তবে কিছুটা সুস্থ হলে গত ২ জুন রাতে রাজধানী এক্সপ্রেসে গৃহভূমি বকোয় এসেছেন মিজানুর রহমান। হোজাইয়ের শম্ভু মালাহের এখনও চিকিৎসা চলছে রাঁচিতে।

বনমালীপুরে

● প্রথম পাতার পর

সময় ফিরে এসে দেখেন যথাস্থানে তাঁর স্কুটি নেই। তিনি রাস্তায় পথচারিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেমালুম বোঝে যান, তাঁর স্কুটি চুরি হয়েছে। পরবর্তীতে উপায়ন্তর হয়ে স্কুটি চুরির ঘটনাটি লিখিতভাবে পূর্ব থানায় অভিযোগ করেন। রাজধানীতে এভাবে দিনের পর দিন চোরের উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। ঘটনাটিকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে।

দুই যুবক

● প্রথম পাতার পর

মামুন উল্লাহ কাজির বক্তব্য, দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছি। সেখানে গিয়ে দেখি, স্কুটি চালক রুবেল মিয়াঁর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়েছে এবং স্কুটির আরোহী বিল্লাল মিয়াঁ গুরুতর আঘাত পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে আহতকে উদ্ধার করে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় চিকিৎসকরা তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন। জিবি নিয়ে যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই তারও মৃত্যু হয়েছে।

তদন্তকারী অফিসারের দাবি, দুই যুবকের মৃত্যুর জন্য তারা নিজেরাই দায়ী। কারণ, তাদের কারোর মাথায় হেলমেট ছিল না। তাছাড়া, তারা বেপরোয়া গতিতে স্কুটি চালাচ্ছিলেন। ফলে, নিয়ন্ত্রণ রাখতে না পেরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মারা গিয়েছেন। তিনি জানান, দুই যুবকের মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর তাদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

প্রতিক্রিয়া

● প্রথম পাতার পর

বিজেপি-র বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু, বিজেপি প্রদেশ শীর্ষ নেতৃত্ব ওই ঘটনাকে খুবই সহনশীলতার সাথে মোকাবিলা করার চেষ্টা করছেন। বিজেপি-র প্রদেশ মুখপাত্র নবেন্দুর কথায়, গন্ডাছড়ায় সাংসদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় সেখানে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে, এলাকায় পুলিশ, টিএসআর এবং কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। তাতে পরিস্থিতি এখন অনেকটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে।

তিনি জানান, বিজেপির তিনজন কর্মী ও সমর্থক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে দুজনকে আগরতলায় জিবি হাসপাতালে এনে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই হামলার ঘটনায় আইপিএফটি যুক্ত, প্রাথমিকভাবে তা প্রমাণিত হয়েছে। হামলাকারীদেরও চিহ্নিত করা গিয়েছে। কিন্তু হামলাকারীদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে বের করা খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। তাঁর দাবি, লোকসভা নির্বাচনের সময় ওই এলাকায় আইপিএফটি নেতাদের অবস্থান যথেষ্ট সন্দেহজনক ছিল বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া, ওই এলাকায় সিপিএম বরাবরই শক্তিশালী তা অস্বীকার কোনও উপায়। তাই, হামলাকারীদের বর্তমান রাজনৈতিক পরিচয় খুঁজে বের করতেই হবে।

তাঁর মতে, বিরোধীরা বরাবরই চাইবেন রাজ্যে অশান্তি কায়েম থাকুক। সেক্ষেত্রে শরিক দলের নেতাদের সাথে ষড়যন্ত্র করা হলে, তা অস্বাভাবিক মনে করি না। তবে, শরিকি বিবাদ না হোক, সে-দিকে সর্বদা নজর রাখা হচ্ছে। আইপিএফটি-র ক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেন, দুই শরিক দলের সমন্বয় কমিটি রয়েছে। তাঁরা মিলে বসে আলোচনার মাধ্যমের সমস্যার সমাধান করে নেবেন। তবে, আইন হাতে নিলে কোনওভাবেই রেহাই দেওয়া হবে না, সাফ জানিয়েছেন নবেন্দু।

গন্ডাছড়া

● প্রথম পাতার পর

দোষির গ্রেপ্তারের দাবীতে গন্ডাছড়া থানা ঘেরাও করেন। অন্যদিকে, দুই শরিক দলের মধ্যে ঝামেলার কারণে এবং সাংসদের বাড়ি আক্রান্তের ঘটনায় আজ দিনভর গন্ডাছড়া মহকুমায় অঘোষিত বন্ধ পালিত হয়েছে। দোকানপাট খুলেনি, যানবাহন চলেনি। ফলে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। জানা গেছে, দুর্গাপুর এলাকায় পুলিশ, টিএসআর সহ কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এদিকে, গন্ডাছড়ার বিদ্যুৎ এবং ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।

এদিকে, আজ আইপিএফটি সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী নরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্মা সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে হামলা প্রসঙ্গে বলেন, গন্ডাছড়ায় বিজেপি কর্মীরাই আমাদের দলীয় সমর্থকদের উপর হামলা চালিয়েছেন বলে খবর মিলেছে। তাই, খোঁজখবর নিতে আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়ার নেতৃত্বে দলীয় বিধায়কদের এক প্রতিনিধি দল গন্ডাছড়া সফর করেছেন। তাঁরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে পার্টির কাছে রিপোর্ট জমা দেবেন। ওই রিপোর্টের ভিত্তিতেই পরবর্তী সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

এদিকে, আইপিএফটি-র সাধারণ সম্পাদক তথা বনমন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া জানিয়েছেন, গতকাল গন্ডাছড়ায় বিজেপি বিজয় উৎসব পালন করেছে। এর পরই সাংসদ রেবতিকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে গভীর রাতে হামলা হয়েছে। তাঁর মতে, বিজেপিতে অন্তর্কোন্দেলের জেরেই ওই হামলার ঘটনা ঘটেছে। অথচ, ওই হামলার সাথে আইপিএফটি-কে জড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, মিথ্যা অভিযোগ এনে আইপিএফটি কর্মীদের নিশানা করছে বিজেপি। তাঁর দাবি, গঙ্গানগর ব্লক চেয়ারম্যান জীবনজয় রিয়াংয়ের উপর গতকাল হামলা করেছেন বিজেপি সমর্থকরা। তাঁর বাড়িতে ভাঙচুরের ঘটনাও ঘটেছে। শুধু তাই নয়, আইপিএফটি-র ধলাই জেলা সভাপতি প্রেমকুমার ত্রিপুরার উপরও হামলা সংঘটিত হয়েছে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, বিজেপি সমর্থকরা প্রেমকুমার ত্রিপুরার বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন। অথচ, পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

তাঁর কথায়, আগামীকাল দলের কার্যকারিণী কমিটির সভায় এই পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। এর পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেবে আইপিএফটি। তাঁর কথায়, শরিক দলের সাথে এমন আচরণ খুবই দুঃখজনক।

কলেজে

● প্রথম পাতার পর

বিতন্ডার সৃষ্টি হয়। দুই পক্ষের মধ্যে মারধর শুরু হয়। মুহুর্তের মধ্যে কলেজ চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি বেগতিক দেখে সাথে সাথেই থানায় খবর পাঠান। পুলিশ ছুটে যায়। কোনও রকমে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। প্রসঙ্গত, কলেজে প্রথম বর্ষের ভর্তি প্রক্রিয়া চলছে রাজ্যের অন্যান্য কলেজগুলির মতো।

রাজ্যে

● প্রথম পাতার পর

তবে, একই জেলায় কৈলাসহরে একটি ত্রাণ শিবির এখনও চালু রয়েছে। সেখানে ২২ পরিবারের ৮৬ জন আশ্রয় নিয়েছেন। অন্যদিকে, বন্যায় আটকে পড়ায় এনডিআরএফ কৈলাসহরের কইয়ানিচর এবং গোবিন্দপুর ওয়ার্ড নম্বর ১০ এলাকা থেকে ৪৪ জনকে উদ্ধার করেছে। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, কুমারঘাটে দেও নদী ও মনু নদী এবং কৈলাসহরে মনু নদী বিপদসীমার খুব কাছাকাছি বইছে। তাই, সকলকে সতর্ক থাকার জন্য জেলা প্রশাসনের তরফে আহ্বান জানানো হয়েছে।

ঝড়ের প্রকোপে গোমতি জেলায় করবুক মহকুমায় ১০ বছরের এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে। করবুক আরডি ব্লকের জলায়া এডিসি ভিলেজের ছোট বন্ধুপাড়া এলাকার বাসিন্দা নির্মল ত্রিপুরার ১০ বছর বয়সি কন্যা অ্যাঞ্জেলিনা ত্রিপুরার উপর ঝড়ের সময় গাছ ভেঙে পড়ে। গাছের নীচে চাপা পড়ে তার মৃত্যু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করার জন্য মৃতার পরিবারকে ৩,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এদিকে, ভারী বর্ষণে সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়া মহকুমার মোহনভোগ এলাকায় বজ্রাঘাতে জমুনা দেববর্মা গুরুতর আহত হয়েছেন। জানা গিয়েছে, বৃষ্টির সময় বাড়ির উঠানেই বজ্রাঘাতে আহত হন তিনি। তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলে রয়েছে। সুরাহার পরিবার ও আত্মীয় পরিজনের দাবি রকমত সুরাহাকে মেরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলিয়ে রাখে। বর্তমানে সুরাহার মৃতদেহটি ময়না তদন্তের জন্য গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়। আগমীকাল ময়না তদন্তের পর পরিবারের হাতে মৃতদেহটি তুলে দেওয়া হবে। মরনকালে সুরাহা একটি পুত্র সন্তান ও একটি কন্যা সন্তান এবং মাকে ছাড়াও জেলবন্দী পিতাকে রেখে যায়।

পেশ

● প্রথম পাতার পর

করার জন্য আবেদন জানান। বিচারপতি মামলার গুরুত্ব অনুধাবন করে এই দুই ধারা যুক্ত করার অনুমতি দেন। সংবাদ মাধ্যমকে জানান সরকার পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর। বর্তমানে ধৃত অনুপম পাল পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। তাকে আগামীকাল রবিবার আদালতে পেশ করা হবে। তবে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক এবং কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য করার জন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে তাই তার নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে পুলিশ তাকে কোথায় রাখা হয়েছে তা জানাচ্ছে না।

এদিন সরকার পক্ষের আইনজীবী বিদ্যুৎ সূত্রধর আরও জানান, মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের বিরুদ্ধে কুৎসাপূর্ণ মন্তব্য করার পর অনুপম পালের বিরুদ্ধে পশ্চিম আগরতলা থানায় ৪৬৪, ৪৬৯, ৫০১, ১২০বি, ৩৮৪ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছিল। এর পর থেকে সে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল। অবশেষে তাকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ।

নতুন স্কীম

● প্রথম পাতার পর

জরুরি ভিত্তিতে অভিযোগ নথিভুক্তের জন্য জারি করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বেশ কয়েকজন পদস্থ আধিকারিকের মোবাইল নম্বরও ভোক্তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। কারণ, টোল ফ্রি নম্বর কিংবা নিগমের অফিস নম্বরে অভিযোগ জানানোর পরও যদি প্রতিকার না মিলে তা-হলে সরাসরি আধিকারিকদের কাছে ভোক্তাদের আওয়াজ পৌঁছে দেওয়ার জন্যই এই উদ্যোগ বলে দাবি বিদ্যুৎ নিগমের। বিদ্যুৎ নিগমের আরও দাবি, প্রয়োজনে পদস্থ আধিকারিকদের পরিষেবা প্রদানে ভোক্তাদের বাড়ি ছুটে যাবেন। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ নিগমের পর্যালোচনা বৈঠকে বিদ্যুৎমন্ত্রী তথ উপ-মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই এই সমস্ত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

গুরুত্বারোপ

● প্রথম পাতার পর

অন্যান্য রাজ্যের মতো ত্রিপুরাও বন্যার কবলে পড়ছে প্রতি বছর বর্ষার মরশুমে। ২০১৭ সাল থেকে ত্রিপুরায় স্বাভাবিকের চাইতে ৪৪ শতাংশ বেশী বৃষ্টিপাত হচ্ছে। ২০১৮ সালেও অনুরূপ বৃষ্টিপাত হয়েছে। রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় সহায়তা করা সম্ভব হচ্ছে না পর্যাপ্ত পরিমাণে তহবিল না থাকায়। তাই বন্যা পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে পাঁচ ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নদী রয়েছে যথা মনু, গোমতী, দেও, ধলাই, খোয়াই এবং হাওড়া। প্রায় প্রতি বছরই এই নদীগুলি বর্ষার মরশুমে বন্যার কারণ হচ্ছে। এই নদীগুলির জন্য যে বন্যার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তা থেকে রেহাই দেওয়ার জন্য বিশেষ পেকেজ ঘোষণা করার দাবী করেছেন।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বৈঠকে রাজ্যের বেশ কিছু পিছিয়ে পড়া জেলায় বিনামূল্যে রেশনে কুড়ি কেজি চাল সরবরাহ করার যে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার তাও উল্লেখ করেছেন। সেই সাথে আগামীদিনে এরাজ্যে বিনিয়োগের বিষয়ে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার বিনিয়োগকারীদের উৎসাহিত করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে তার দাবী জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব।

চাপ ভারতের উপরেই থাকবে, মহারণের আগে হুঁশিয়ারি আসিফ ইকবালের

লন্ডন: প্রাক্তন পাকিস্তান অধিনায়ক আসিফ ইকবালের মতে ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত-পাক মহারণের আগে চাপটা বিরাট বাহিনীর উপরই বেশি থাকবে। লন্ডনে নিজের অফিসে বসে সংবাদ প্রতিদিনের প্রতিনিধির সঙ্গে একান্ত সাক্ষাতকারে প্রাক্তন পাক অধিনায়ক জানালেন, বিশ্বকাপে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দুর্দান্ত ট্র্যাক রেকর্ডই চাপে রাখবে টিম ইন্ডিয়াকে।আসিফের মতে, ''ভারতের উপরে চাপ বেশি থাকবে কারণ, বিশেষজ্ঞরা ভারতকে পাকিস্তানের থেকে অনেকটা এগিয়ে রাখছে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ফাইনালের আগেও অনেকে ভারতকে এগিয়ে রাখছিল। আমরা সবাই জানি সেই ম্যাচের ফলাফল কী হয়েছিল। একদিনের ক্রিকেটে সেই দলই জেতে যে দল ম্যাচের দিন ভাল খেলে। ভারতের উপর চাপ বেশি থাকবে ফেভরিট হওয়ার জন্য। অন্যদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে জয়ের ফলে পাকিস্তান অনেক আত্মবিশ্বাসী হবে।দু''দলেরই কিছু শক্তি এবং দুর্বলতা আছে। কিন্তু ইংল্যান্ডের মাটিতে শেষ ম্যাচে পাকিস্তান জিতেছে। অন্যদিকে, ভারত এখনও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে হারেনি। তবে, আমার মনে হয় যে দল ম্যাচের দিন চাপটা ভাল সামলাতে পারবে, সেই দলই জিতবে।'' ম্যাচের ''কী ফ্যাক্টর'' কী হতে চলেছে? এ প্রশ্নের উত্তরে আসিফ ইকবাল বলেন,''প্রথম ফ্যাক্টর ''লাক''। কারণ, টস জেতাটা কারও হাতে নেই। দ্বিতীয়ত দুই দলেরই খুব ভাল বোলিং আক্রমণ। তবে, ভারতের ব্যাটিং কয়েক যোজন এগিয়ে। আবার, পাকিস্তান কেমন খেলবে সেটাও আন্দাজ করা খুব কঠিন কাজ।''প্রাক্তন পাক অধিনায়কের মতে, ''পাকিস্তানের মূল কাজ হবে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মাকে তাড়াতাড়ি প্যাভিলিয়নে ফেরানো। আমার মনে হয় না, ভারত শুধু কোহলি-নির্ভর দল। কোনও সন্দেহ নেই যে ও এই মুহূর্তে বিরাট বিশ্বের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। কিন্তু, ক্রিকেট দলগত খেলা একজন কোনও ম্যাচ একা জেতাতে পারে না। আমার মতে রোহিতই এই দলের সবচেয়ে কম প্রশংসিত ক্রিকেটার। এবং ওই এই ফরম্যাটের এক নম্বর ব্যাটসম্যান। পাকিস্তান চাইবে, ওই দুই ব্যাটসম্যানকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্যাভিলিয়নে ফিরিয়ে দিতে।'' আসিফ ইকবাল বলেন, ''পাকিস্তানের জন্য সেরা অস্ত্র হয়ে উঠতে পারেন মহম্মদ আমির। আমি খুবই হতাশ হব, যদি ও ভারতের বিরুদ্ধে না খেলে। অনেকেই হয়তো জানেন না, ও কামব্যাক করার পর ওর বোলিংয়ে অন্তত ৩০টি ক্যাচ ফেলা হয়েছে। সুতরাং, ও খুব ''আনলাকি''। আমি ওকে খুব উচ্চমানের বোলার বলেই মনে করি। আমার মতে, ওই পাকিস্তানের সেরা বোলার। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচেও ও সেটা দেখিয়েছে। আমিরকে সাহায্য করতে পারবে হাসান আলি আর ওয়াহাব রিয়াজ। আমি পাকিস্তানি, তাই চাইব পাকিস্তান জিতুক। তবে, দিনের শেষে সেরা দল জিতলেই বেশি খুশি হব।''ভারতীয় বোলিং সম্পর্কে আসিফ ইকবালের মত, ''বুমরাহর নেতৃত্বে ভারতীয় বোলাররা অনেকটা এগিয়ে এসেছে। পাঁচ বছর আগেও কেউ ভাবতে পারত না, ভারত সেরা পেস আক্রমণের দেশ হতে পারে। কিন্তু গত দু''বছরে সম্ভবত ভারতীয় পেসাররাই সবচেয়ে বেশি উইকেট পেয়েছে।'' ধোনির উপস্থিতি ভারতকে কিছুটা হলেও এগিয়ে দেবে বলে মনে করছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক। তিনি বলেন, ''উইকেটের পিছনে ধোনির উপস্থিতি ভারতকে অন্য সব দলের থেকে কিছুটা হলেও এগিয়ে রাখবে। ভারতীয় ক্রিকেটে ওর অবদান ভোলার নয়। আমার মনে হয় প্রত্যেক ভারতীয়র ধোনিকে নিয়ে গর্ব হওয়া উচিত।''

বিশ্বকাপের মাঝে বিলেতে বসেই সুখবর পেলেন শাস্ত্রীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন : নটিংহ্যামে বসেই সুখবরটা পেয়ে গেলেন টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ রবি শাস্ত্রী, ব্যাটিং কোচ সঞ্জয় বাঙ্গার, বোলিং কোচ ভরত অরুণ সহ কোচিং স্টাফরা। অক্টোবর পর্যন্ত ভারতীয় ক্রিকেট দলের কোচিং স্টাফদের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল বিসিসিআই।বিশ্বকাপের পরেই ক্যারিবিয়ান সফরে যাবে টিম ইন্ডিয়া। ক্যারিবিয়ান সফরে তিনটি টি-টোয়েন্টি, তিনটি একদিনের ম্যাচ ও ২টি টেস্ট ম্যাচ খেলবে বিরাটরা। সেই সফরে কোচের দায়িত্বে থাকবেন শাস্ত্রী। ২০১৭ সালের জুলাই মাসে দু বছরের জন্য শাস্ত্রী, বাঙ্গার, শ্রীধরদের নিযুক্ত করে বোর্ড। চলতি বছরের অক্টোবরেই রয়েছে বোর্ডের নির্বাচন। সুপ্রিম কোর্টের গ্রীষ্মকালীন ছুটির পরেই বোর্ডের নির্বাচনের জন্য শীর্ষ আদালতের অনুমতি নেবে বোর্ড। ২২ অক্টোবর বোর্ডের নির্বাচন। তার পরেই বিরাটদের জন্য নতুন কোচিং স্টাফ বেছে নেবে বিসিসিআই।

জন রাইট আমার সবচেয়ে প্রিয় কোচ আমরা দুজনে খুব ভাল বন্ধুও ঃ সৌরভ

বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছনোর পাশাপাশি সৌরভ-রাইট জুটির অধীনে ভারত লর্ডসে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট সিরিজে হারিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট সিরিজ ড্র করে ফিরেছিল এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছিলনিউজিল্যান্ডের প্রাক্তন ক্রিকেটার যখন ভারতের জাতীয় দলের কোচ হিসাবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন, সৌরভই ছিলেন জাতীয় দলের অধিনায়ক। সৌরভ-রাইট জুটির অধীনে ভারত ২০০৩ বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছেছিল। সেই রাইটকে নিয়ে সৌরভ বলেছেন, 'উনি আমার কেরিয়ারে প্রথম বিদেশি কোচ এবং এখনও পর্যন্ত আমার সবচেয়ে প্রিয় কোচ। ওঁর সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিল কেন্টে। রাহুল দ্রাবিড় আমাকে বলেছিল যে, উনি ওদের কোচ (রাহুল তখন কেন্টের হয়ে কাউন্টি ক্রিকেট খেলছিলেন)। আমি বলেছিলাম, আমিও ওঁর কাছে প্রশিক্ষণ নিতে চাই।'সৌরভ আরও বলেছেন, 'আমাদের বিশ্বকাপটা দারুণ গিয়েছিল। সম্পূর্ণ কৃতিত্ব ওঁর প্রাপ্য। কারণ আমাদের দলে তখন কিছু একগুঁয়ে মানসিকতার ক্রিকেটার ছিল। একসঙ্গে কাজ করতে করতে আমরা খুব ভাল বন্ধু হয়ে গিয়েছিলাম। কোচের চেয়েও রাইট আমার কাছে বেশি ভাল বন্ধু ছিলেন। উনি আমাকে বুঝতেন। আমিও ওঁকে বুঝতাম।'ধারাভাষ্য দেওয়ার ফাঁকে আইসিসি-র ওয়েবসাইটের জন্য সাক্ষাৎকার দেন সৌরভ ও রাইট। পরে সেই সাক্ষাৎকারের ভিডিও টুইট করে আইসিসি। ভারতের জাতীয় দলের প্রথম বিদেশি কোচ ছিলেন রাইট। ২০০০ সাল থেকে ২০০৫ পর্যন্ত জাতীয় দলের দায়িত্ব সামলেছিলেন। তিনি বলেছেন, 'ভারতে কাজ করার সুযোগ পাওয়াটা আমার কাছে সব সময়ই বিশেষ সম্মানের।' সৌরভের সঙ্গে তাঁর রসায়ন নিয়ে রাইট বলেছেন, 'দুজনের জন্যই শুরুটা কঠিন ছিল।' তারপর সৌরভকে তিনি বলেছেন, 'তুমি নতুন অধিনায়ক আর আমি বিদেশি কোচ ছিলাম। তুমি ভাল সময়গুলো মনে রেখেছ। তবে বেশ কিছু কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়েও যেতে হয়েছিল আমাদের।'বিশ্বকাপের ফাইনালে পৌঁছনোর পাশাপাশি সৌরভ-রাইট জুটির অধীনে ভারত লর্ডসে ইংল্যান্ডকে হারিয়ে ন্যাটওয়েস্ট ট্রফি জিতেছিল, ঘরের মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট সিরিজে হারিয়েছিল। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট সিরিজ ড্র করে ফিরেছিল এবং চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ জিতেছিল।

বলিভিয়াকে উড়িয়ে দিয়ে কোপা শুরু ব্রাজিলের

দলে ছিলেন না তারকা ফুটবলার নেইমার। কিন্তু তা কোনই প্রভাব ফেলেনি ব্রাজিল দলে। কোপা আমেরিকার প্রথম ম্যাচে বলিভিয়াকে ৩-০ গোলে উড়িয়ে দিয়েই শুরু করলো পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা।

নেইমার না থাকলেও ফিলিপে কুতিনহো তার অভাব মোটেই বুঝতে দেননি। নিজেই জোড়া গোল করে দলকে দিয়েছেন জয়ের আভাস। বাংলাদেশ সময় শনিবার সকালে কোপার উদ্বোধনী ম্যাচে সাও পাওলোর মোরুম্বি স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত শুরু করে তিতের দল।কোপার ৪৬তম আসরের প্রথম ম্যাচেই দেখা গেছে আক্রমণাত্মক ও ছন্দের ব্রাজিলকে। ম্যাচের শুরু থেকেই প্রতিপক্ষকে দারুণ চাপে রাখে স্বাগতিকরা। যদিও প্রথম দিকেই একাধিক গোলের সুযোগ হারায় তারা। প্রথমার্ধ গোল শূন্যভাবেই শেষ করতে হয় দুই দলকে।তবে দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চম মিনিটেই গোলের দেখা পায় স্বাগতিকরা। সফল স্পট কিকে দলকে এগিয়ে দেন বার্সেলোনা মিডফিল্ডার কুতিনহো। বলিভিয়ার মিডফিল্ডার আদ্রিয়ান জুসিনোর হাতে বল লাগলে ভিএআরের সাহায্যে পেনাল্টির বাঁশি বাজান রেফারি। তিন মিনিট পর দ্বিতীয় গোল উদযাপনে মেতে ওঠে ব্রাজিল। ডান দিক থেকে ফিরমিনোর দারুণ ক্রস ছোট ডি-বক্সে ফাঁকায় পেয়ে অনায়াসে হেডে গোলটি করেন কুতিনহো। ৮৫তম মিনিটে দারুণ শটে দলের স্কোর ৩-০ করেন বদলি নামা এভারটন। তিন গোলের বড় জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে ব্রাজিল।

বৃষ্টির হুমকি রয়েছেই, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার সামনে টন্টনে নামছে কোন পাকিস্তান - এটাই বড় প্রশ্ন

বুধবার বিশ্বকাপ ২০১৯-এর ১৭তম ম্যাচে টন্টনের কুপার অ্যাসোসিয়েটস কাউন্টি মাঠে মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া ও পাকিস্তান।

এই মুহূর্তে আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে পাকিস্তান। শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে শেষ ম্যাচ বৃষ্টিতে ধুয়ে গেলেও তার আগের ম্যাচে একদিনের ক্রিকেটের এক নম্বর দল তথা এইবারের বিশ্বকাপ জেতার প্রধান দাবিদার ইংল্যান্ডকে পরাজিত করেছে তারা। আপাতত ৩টি ম্যাচ থেকে তারা তিন পয়েন্ট পেয়েছে।অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়াকে আফগানিস্তান ও ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে দারুণভাবে টুর্নামেন্টটা শুরু করেছিল। গত একবছরের হতাশাজনক পারফরম্যান্সের পর, নাগারে দশটি ম্যাচ জিতে তারা প্রায় আকাশে উঠে গিয়েছিল। তাদের বাস্তবের কঠিন জমিতে নামিয়ে এনেছে ভারত।এই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন কোন পাকিস্তান দলের সামনে পড়বে কারা? সম্প্রতি ইউএইএতে পাকিস্তানকে পাঁচ ম্যাচের ওডিআই সিরিজের সবকটি ম্যাচে হারিয়েছে তারা। সেই পাকিস্তান তাদের বিরুদ্ধে নামবে? নাকি ইংল্যান্ডের মতো দলকে উড়িয়ে দেওয়া পাকিস্তান খেলবে টন্টনে?অস্ট্রেলিয়া দলের খবরমার্কাস স্টইনিস চোটের কারণে এই ম্যাচে নেই। তাঁর বদলে তড়িঘড়ি উড়িয়ে আনা হচ্ছে মিচেল মার্শকে। তবে ম্যাচের আগের দিন শম মার্শকে অনেকক্ষণ ব্যাট করতে দেখা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে ম্যাক্সওয়েলকে দিয়ে বেশি বল করানো হবে আর শন মার্শকে ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রথম একাদশে খেলানো হবে।পাকিস্তান দলের খবরপাকিস্তান দলে চোট-আঘাতের সমস্যা নেই। তারা সম্ভবত প্রথম একাদশ অপরিবর্তিতই রাখতে চলেছে।পিচ ও আবহাওয়ামাঠের আকার ছোট। তাই প্রচুর রান ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। অবশ্য কুপার অ্যাসোসিয়েটস কাউন্টি গ্রাউন্ডে শেষ খেলায় আফগানিস্তানকে ধরাশায়ী করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের জোরে বোলার জিমি নিশাম। আকাশে মেঘ থাকলে পিচ থেকে জোরে বোলররা সাহায্য পাবেন। তবে যদি সেই মেঘ খেলা আদৌ হতে দেয়। সপ্তাহ জুড়েই টন্টনে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবার হালকা বৃষ্টিপাতের ৫০ শতাংশ সম্ভাবনা রয়েছে।অস্ট্রেলিয়ার সম্ভাব্য প্রথম একাদশডেভিড ওয়ার্নার, অ্যারন ফিঞ্চ (অধিনায়ক), উসমান খোয়াজা, স্টিভ স্মিথ, শন মার্শ, গ্লেন ম্যাক্সওয়েল, অ্যালেক্স কেরি (উইকেটরক্ষক), প্যাট কামিন্স, মিচেল স্টার্ক, অ্যাডাম জাম্পা, নাথান কুল্টার-নাইল।পাকিস্তানের সম্ভাব্য প্রথম একাদশইমামুল হক, ফখর জামান, বাবর আজম, মহম্মদ হাফিজ, সরফরাজ আহমেদ (অধিনায়ক ও উইকেটরক্ষক), আসিফ আলি, ইমাদ ওয়াসিম, ওয়াহাব রিয়াজ, শাদাব খান, হাসান আলি, মহম্মদ হাসানাইন।

কেমন আছেন ধাওয়ান ? জেনে নিন বিরাটের মুখ থেকে !

জয়ের ধারা অব্যাহত বিরাটদের।গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ভেস্তে গেলেও তার আগে ৯ ই জুন অস্ট্রেলিয়ার জয়রথ থামিয়ে দিয়েছিলো বিরাটরা।ম্যাচে দুরন্ত সেনুরি করেছিলেন শেখর ধাওয়ান।এদিন ওপেন করতে নেমে ১০৯ বলে ১১৭ করেছিলেন এই বা - হাতি ব্যাটসম্যান।এদিন ম্যান অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কারটিও পেয়েছিলেন গববর।গতদিন দুরন্ত ব্যাটিং করলেও ফিল্ডিং করেননি ধাওয়ান।পরবর্তী সময়ে জানা যায় ব্যাটিং করা কালীন আঙুলে চোট পেয়েছিলেন তিনি।

চোটের প্রভাব এতোটাই যে এখন তিন সপ্তাহ মাঠের বাইরে বসে কাটাতে হবে শিখরকে।অর্থাত বেশ কিছু ম্যাচ মিস করতে চলেছেন ধাওয়ান, যা এখন শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।শিখরের চোটের খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই ইতিমধ্যে ভারতীয় ক্রিকেট দলের অন্দরমহলে তৈরী হয়েছে নানান সমীকরণ।আগামী রোববার ম্যানেষ্টারে প্রবল সম্ভাবনা কে এল রাহুলের খেলা।পাশাপাশি রয়েছে দলের চর্চিত চার নম্বরে বিজয় শঙ্করের খেলার সম্ভাবনা।একদিকে যখন বিশেষজ্ঞরা ব্যস্ত,বিরাটের দলের ফর্মেশন নিয়ে, তখন বিরাট অপেক্ষায় রয়েছেন ধাওয়ানের সেরে ওঠার।গতকাল নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ ভেস্তে যাওয়ার পর সাংবাদিক সম্মেলনে বিরাট বলেন, এখনও সপ্তাহ দুয়েক হাতে প্লাস্টার রাখা হচ্ছে বিরাটের।তবে টুর্নামেন্টের পরে দিকে ও ফিরে আসবেই অন্তত সেমিফাইনালে''র আগে তো অবশ্যই '।অর্থাত টুর্নামেন্টের পরের দিকে দলে ধাওয়ান কে পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী তিনি প্রসঙ্গত, আগামী ১৬ জুন, রোববার ম্যানেস্টারে মুখোমুখি হতে চলেছে ভারত - পাকিস্তান।বিশ্বকাপের ক্রীড়া সূচি প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই সকলের নজর ছিলো এই ম্যাচের দিকে।সেই ১৯৯২ সালে বিশ্বকাপের প্রথম বার মুখোমুখি হয়েছে দুই দেশ, তারপর থেকে এখনও অবধি একটিও ম্যাচে ভারতকে হারাতে পারেনি পারেনি পাক দল।যদিও এইবার বিরাটদের হারানোর বিষয়ে আশাবাদী সরফরাজ।কিন্তু মুখে যাই বলুক। বাস্তবের চিত্র খানিকটা অন্যরকম পাক দলের।

টুর্নামেন্টের শুরুতে বিধ্বস্ত হার ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে, এরপর শেষ ম্যাচে তাদের হারিয়েছে অস্ট্রেলিয়া।তাই ভারতের বিপক্ষে রোববার খানিকটা পিছিয়ে শুরু করবে সরফরাজরা, তা বলাই বাহুল্য।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস ভাল নয় বিরাটদের সতর্কবার্তা শচীনের

আত্মবিশ্বাস থাকুক। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী হয়ে যেও না। পাকিস্তান ম্যাচের আগে টিম ইন্ডিয়াকে সতর্ক করলেন শচীন তেন্ডুলকার। বিশ্বকাপে একবারও পাকিস্তান হারাতে পারেনি ভারতকে। ৬ বারই জিতেছে টিম ইন্ডিয়া। তবে ২০১৭ সালে ইংল্যান্ডেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনালে পাকিস্তানের কাছে ১৮০ রানে হেরে গিয়েছিল ভারত। শচীন বলেছেন, 'পাকিস্তান দুর্দান্ত কামব্যাক করেছিল। আইসিসি ট্রফিতে শেষ সাক্ষাতে কিন্তু পাকিস্তান জিতেছিল। তাই ভারতীয় দলকে বলব আত্মবিশ্বাসী থাকো। কিন্তু অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বিপদ ডেকে আনতে পারে। আমি জানি, রবি শাস্ত্রী, বিরাট কোহলি ও সিনিয়র ক্রিকেটাররা বিষয়টা বুঝতে পারছে। শুধু বলব, নিজেদের স্বাভাবিক খেলাটা খেলো।' ধারে, ভারে ভারত যে এগিয়ে তা অবশ্য স্বীকার করে নিয়েছেন শচীন। ২০১৫ বিশ্বকাপের পর থেকে ধরলে ভারত ৪ বারের সাক্ষাতে তিনবার হারিয়েছে পাকিস্তানকে। ২০১৮ সালে এশিয়া কাপে দু'বারই ভারত হারিয়েছিল পাকিস্তানকে। শচীনের কথায়, 'জিততে থাকলে মানসিকতা বদলে যায়। কিন্তু দল হিসেবে বোধহয় অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী না হওয়াই ভাল। আত্মবিশ্বাস থাকুক।

ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ না হলে ক্ষতি প্রায় ১৪০ কোটি টাকা

বিশ্বকাপ যখন বৃষ্টিকাপ। ১২ দিন পর আজ ম্যাচ খেলতে নেমেছে শ্রীলঙ্কা। বিশ্বকাপের দুই ম্যাচে বসে বসেই পয়েন্ট পেয়েছে তারা। কারণ, বৃষ্টি। বিশ্বকাপের একের পর এক ম্যাচ বৃষ্টির জন্য পণ্ড হচ্ছে। ভারত-নিউজিল্যান্ড ম্যাচও বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়েছে। এমন অবস্থায় ভারত-পাকিস্তান হাইভোল্টেজ ম্যাচের ভবিষ্যতনিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। কাল ম্যাঞ্চেস্টারে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। কিন্তু সেখানেও কি বৃষ্টি থাবা বসাবে? ম্যাঞ্চেস্টারের আকাশ ঢেকে কালো মেঘে। তাই সমর্থকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিয়েছে।বৃষ্টির জন্য পণ্ড হওয়া গত তিন ম্যাচে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১৮০ কোটি টাকা স্টেকহোল্ডারদের হাতে তুলে দিতে হয়েছে বিমা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমে এমনই খবর প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোচ্চ আর্থিক ক্ষতি হয়েছে বিশ্বকাপের সম্প্রচারক চ্যানেল স্টার স্পোর্টসের। ইনসাইড স্পোর্টস-এর তরফে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞাপনসহ বিভিন্ন খাতে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা লোকসান হয়েছে স্টার স্পোর্টস-এর। ফলে চ্যানেলটির বিমার প্রিমিয়াম বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩০০ শতাংশে। এমন অবস্থায় বৃষ্টির জন্য ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ বাতিল হলে প্রায় ১৪০ কোটি টাকা ক্ষতির মুখে পড়তে হবে স্টার স্পোর্টস-কে। স্টার স্পোর্টস-এ বিজ্ঞাপন দেওয়া সংস্থাগুলিকেও বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হতে পারে।কাল ভারত-পাকিস্তান, মহাম্যাচের আগে জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যানপ্রতিবারের মতো এবারও বিশ্বকাপে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচের টিকিট নিয়ে চাহিদা তুঙ্গে। জানা গিয়েছে, কিছু টিকিট সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকায় ব্ল্যাকে বিক্রি হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ চলাকালীন যেসব বিজ্ঞাপন দেখানো হবে সেসব ৫০ শতাংশ বেশি দামে বিক্রিও করে ফেলেছে চ্যানেলটি। এ ম্যাচে শুধু বিজ্ঞাপন থেকেই ১৩৭.৫ কোটি টাকাপি আয়ের হিসেব কষেছে স্টার স্পোর্টস। এই ম্যাচ সম্প্রচারের সময় স্টার স্পোর্টসে বিজ্ঞাপনের জন্য প্রতি সেকেন্ডের দাম আড়াই লাখ টাকা। তাতেও বিজ্ঞাপনগাতাদের ভিড়। কেউই এই মঞ্চে বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ ছাড়তে চায় না। স্টার স্পোর্টস অনেকদিন আগেই এই ম্যাচে বিজ্ঞাপনের স্লট বিক্রি

করেছে। তাই ম্যাচ পণ্ড হলে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়তে হবে সংস্থাটিকে।

আবার আসছে ম্যাচ - ভারত বনাম পাকিস্তান। রবিবার ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টারে মুখোমুখি হচ্ছে দুই দল। বর্তমানে শুধুমাত্র আইসিসি টুর্নামেন্টেই দেখা হয় দুই দলের তাই দুই দেশের ক্রিকেট ভক্তরাই চাতকের মতো তাকিয়ে থাকেন এই ম্যাচের দিকে। বিশ্বকাপের বড় মঞ্চে জয়-পরাজয়ের রেকর্ডে ভারত যে পাকিস্তানের থেকে অনেক যোজন এগিয়ে আছে - তা আর নতুন করে বলার কিছু নেই।তবে ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ মানে তো শুধু শুষ্ক জেতা-হারার বিষয় নয়। এই ম্যাচ কে ঘিরে থাকে অসংখ্য মানুষের আবেগ, উত্তেজনা। তৈরি হয় একের পর এক আইকনিক মুহূর্ত। বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত মোট ৬ ম্যাচে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে। সেইসব ম্যাচ থেকে এশিয়ানেট নিউজ বাংলা বেছে নিল ৩টি স্মরণীয় মুহূর্ত। যতদিন ক্রিকেট বিশ্বকাপ থাকবে, যতদিন ভারত-পাক ক্রিকেট থাকবে, ততদিন এই মুহূর্তগুলিও বেঁচে থাকবে।২০০৩ - সচিনের আপার কাট২০০৩ সালের বিশ্বকাপের অন্যতম আকর্ষণ ছিল সচিন বনাম শোয়েব আখতারের ব্যক্তিগত লড়াই। সচিন ততদিনে বিশ্বের সেরা ব্যাটসম্যান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। আর শোয়েব উঠে এসেছেন আক্রম-ওয়াকারদের যোগ্য উত্তরসুরি হিসেবে। এই মাচের আগে একাধিকবার শোয়েবের গতিতে পরাস্ত হয়েছিলেন সচিন। কিন্তু এই ম্যাচে ডুয়েলটা জিতে নেন সচিন। ৭৫ বলে ৯৮ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেছিলেন মাস্টার ব্লাস্টার। আর তারমধ্যে সবচেয়ে স্মরণীয় মুহূর্তটি এসেছিল ভারতীয় ইনিংসের দ্বিতীয় ওভারে। অফ স্টাম্পের বাইরে শোয়েবের প্রচন্ড গতির বল আপার কাট মেরে পয়েন্ট অঞ্চল দিয়ে ছয় মেরেছিলেন সচিন। ওই একটি শটই মাচের সুরটা বেঁধে দিয়েছিল।১৯৯২ - মিয়াঁদাদের লাফএই ম্যাচেই বিশ্বকাপে প্রথমবার মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান।

সচিনের ৫২ রান ও কপিলের ২৫ রানের দৌলতে ভারত ২১৬ রান তুলেছিল। পাকিস্তানের শুরুতেই ২ উইকেট পড়ে গেলেও তারপর পাকিস্তান ইনিংস এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন অভিজ্ঞ আমির সোহেল ও জাভেদ মিয়াঁদাদ। মিয়াঁদাদকে উইকেটের পিছন থেকে ক্রমাগত কথায় কথায় বিরক্ত করে তুলছিলেন কিরণ মোরে। আম্পায়ারকে জানিয়েও কোনও কাজ হয়নি। মিয়াঁদাদের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙে। তিনি একটি রান নেওয়া সম্পূর্ণ করেই মোরেকে ভেঙিয়ে হাতে ব্যাট নিয়েই তাঁর মতো করে লাফাতে থাকেন। মাচের ফলাফলের থেকেও মিয়াদাঁদের ওই মজাদার অঙ্গভঙ্গীই ক্রিকেট সমর্থরকদের মনে রয়ে গিয়েছে।চার বছর পরের বিশ্বকাপের কোয়ার্টার-ফাইনালে মুখোমুখি হয়েছিল দুই দল। ভারত প্রথমে ব্যাচট করে ৫০ ওভারে ২৮৭ রান তোলে।

জবাবে পাকিস্তানের দুই গোড়াপত্তনকারী বাটসম্যান আমির সোহেল ও সইদ আনোয়ার ৮৪ রানের জুটি গড়েছিলেন। এরপর আনোয়ার ফিরলেও সোহেল নিজের কাজটা ভালভাবেই করে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ১৫তম ওভারে ভেঙ্কটেশ প্রসাদের বলে মাচ ঘুরে যায়। এই ওভারের দ্বিতীয় বলে চটার মেরে প্রসাদের দিকে এগিয়ে গিয়ে সোহেল বাট দিয়ে প্রসাদকে বাউন্ডারি থেকে বল কুড়িয়ে আনার ইঙ্গিত করেন। পরের বলেই মোক্ষম জবাবে সোহেলের স্টাম্প ছিটকে দিয়েছিলেন প্রসাদ। আর তারপর সোহেকে প্যাভিলিয়নে ফিরে যাওয়ার ইঙ্গিত করেন।এইসব মুহূর্তগুলিই ভারত-পাক বিশ্বকাপ মোকাবিলাকে আরও আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

কৈলাসহর-কুমারঘাট রাস্তা সংস্কারের কাজ শীঘ্রই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। ঊনকোটি জেলাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলছে। জেলার কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট এর রাস্তা দীর্ঘ কয়েক দশক পর সংস্কার হতে চলছে। আগামী কিছুদিনের মধ্যেই রাস্তার কাজ শুরু হবে বলে জানান বিধায়ক তথা বিজেপি ঊনকোটি জেলা কমিটির সভাপতি ভগবান দাস। কৈলাসহর কুমারঘাট এর রাস্তাটি চলাচলের অনুপমোযাগী হয়ে রয়েছে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে। এই রাস্তা নিয়ে জেলাবাসী কম আন্দোলন দেখেনি। এই রাস্তা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের ইস্তহারে পর্যান্ত স্থান পায়। রাজনৈতিক দলগুলি এই রাস্তা নিয়ে পথ অবরোধ, বিক্ষোভ মিছিল, আধিকারিক ঘেরাও, জেলা বনধ সহ বিভিন্ন আন্দোলন হয়েছিল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শুরু রাজনৈতিক দলই নয়, বিভিন্ন সামাজিক সংস্থা এই রাস্তা নিয়ে আন্দোলন করেছিল। কৈলাসহর কুমারঘাট এর ২৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই রাস্তাটিড ডাবল লেন করার জন্য ২০১১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ৯৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল। কাজের দায়িত্ব দেওয়া পেয়েছিঝল কেন্দ্রীয় সরকার অধীনস্থ সংস্থা গ্রিফ। কাজের দায়িত্ব পেয়ে কিছু কাজ করে কাজ বন্ধ করে দেয় সংস্থাটি। এরপর আবার অনেক আন্দোলনের পর কেন্দ্রীয় সরকার গ্রিফ এর কাছ থেকে সরিয়ে কাজের দায়িত্ব দিয়েছিল রাজ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরকে। এর পরও একই অবস্থা। কাজ বন্ধ। ২০১৮ সালে রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর ঊনকোটিগুড জেলার কৈলাসহর কুমারঘাটগুড এর প্রধান সড়কের কাজ শুরু করার জন্য আন্তরিক প্রয়াস শুরু করে বলে জানান বিধায়ক ভগবান দাস। ভগবান দাস আরো বলেন, এই রাস্তা নিয়ে অনেকে অনেক কথা বলছেন, অনেক গুজব রটানো হয়েছে, অনেক রাজনীতি হয়েছে। বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর নতুন ভাবে এই কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয় এন এইচ আই ডি সি এলকে। সংস্থাটি আগামী কিছুদিনের মধ্যেই খুব দ্রুততার সাথে কাজ শুরু করবে। তাছাড়া ভগবান দাস বলেন, কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট ২৮ কিমি রাস্তা দিয়ে যেতে বর্তমানে সময় লাগে এক ঘন্টা। এন এইচ আই ডি সি এল সংস্থাটি কাজ সম্পন্ন করার পর কৈলাসহর থেকে কুমারঘাট যেতে মাত্র ১৫/২০ মিনিট সময় লাগবে। তাছাড়া বিধায়ক বলেন, উনি নিজে সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেছেন। জেলাবাসী এই রাস্তা নিয়ে এত বছর ধরে কিভাবে দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তাও তিনি বলেছেন আধিকারিকদের। জেলাবাসারী পাশাপাশি গাড়ি চালক, গাড়ি মালিকদেরও দুঃখ দূর হতে চলছে বলে দাবি করেন বিধায়ক। তিনি বলেন, কৈলাসহর-কুমারঘাট এর রাস্তার পাশাপাশি কৈলাসহর খোয়াই কমলপুর হয়ে বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ শুরু হবে খুব শীঘ্রই। এছাড়া কৈলাশহর মহকুমার বিভিন্ন উন্নয়নের কাজ শুরু হবে বলে জানান বিধায়ক ভগবান দাস।

প্রতিবেশীর হাতে আক্রান্ত স্বামী, স্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ জুন ।। প্রতিবেশীর হাতে আক্রান্ত স্বামী, স্ত্রী। আহতরা হলেন রামচন্দ্র সরকার এবং তার স্ত্রী। অভিযুক্ত পাঁচজন। তারা হল সজল দাস, স্ত্রী রাখী দাস এবং তাদের দুই ছেলে অঙ্কুর দাস ও টিংকর দাস এবং এই পাড়ারই আরেকজন রবি কুমার দাস। ঘটনা শুক্রবার রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ বিশালগড় থানার অধীন গজারিয়া এলাকায়। নির্যাতিতারা আত্মরক্ষার্থে রাত ১১টা নাগাদ থানায় এসে আশ্রয় নেয়। রাতেই এক অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। তার নাম হল রবি কুমার দাস। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভ ও উত্তেজনা বিরাজ করছে। পূর্ব বিরোধী জেরেই এই ঘটনা বলে জানা গেছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শনিবার নয়াদিল্লিতে নীতি আয়োগের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- পিআইবি।

উমাকান্ত স্কুলের ভর্তি সমস্যা নিয়ে শিক্ষা অধিকর্তাকে ডেপুটেশন এনএসইউআই'র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। উমাকান্ত একাডেমিতে একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রভর্তিকে কেন্দ্র করে যে বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে তা নিরসনের জন্য ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই শনিবার উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা এবং উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাত করে। তাতে সমাধান সূত্র বেরিয়ে এসেছে। এই সমাধান সূত্রকে সম্মানজনক সমাধান বলে আখ্যায়িত করেছে ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই।

রাজ্যের অন্যতম বনেদী স্কুল উমাকান্ত একাডেমি। এই স্কুল ছাত্র ভর্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দেয়। উমাকান্ত একাডেমি থেকে করা মাধ্যমিক উর্ত্তীণ হয়েছে তাদের প্রত্যেকেই এই স্কুলেই ভর্তি হতে চায়। কিন্তু একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কানুন রয়েছে। মেরিটের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি করার জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেন প্রধান শিক্ষক। অন্যান্য স্কুলের ছাত্ররাও যাতে উমাকান্ত স্কুলে ভর্তির সুযোগ পায় সেই পথ খোলা রাখা হয়। তবে, স্কুলের ছাত্রদের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ নম্বর ছাড় দিয়ে ভর্তির সুযোগ দেবার কথা উল্লেখ করেন প্রধান শিক্ষক। কিন্তু উমাকান্ত থেকে মাধ্যমিক উর্ত্তীণ ছাত্ররা তা কোন ভাবেই মানতে নারাজ। প্রধান শিক্ষকের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ছাত্ররা আন্দোলনে সামিল হয়। শুক্রবার তারা মুখ্যমন্ত্রী বাড়ির সামনে অবরোধও সৃষ্টি করে। পুলিশ আন্দোলনকারী দুই ছাত্রকে সেখান থানায় তুলে নেয়। পুলিশের তুলে নেয়। পুলিশের এহেন কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই।

উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা ও উমাকান্ত একাডেমির প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে সাক্ষাত শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এন এস ইউ আই রাজ্য সভাপতি রাকেশ দাস জানান, মেরিটের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তির জন্য তারা দাবি জানিয়েছেন। সেক্ষেত্রে উমাকান্ত একাডেমী থেকে উর্ত্তীণ ছাত্রদের অগ্রাধিকার দিতে দাবিও জানানো হয়। আলোচনা কালে প্রধান শিক্ষক দাবি মেনে নিয়ে কলা বিভাগে আসল সংখ্যা বাড়িয়ে ১০০ করার কথা জানান। কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগে উমাকান্ত স্কুলের ২০ জন করে ৪০টি অসন সংরক্ষিত রাখার কথাও ঘোষণা করেছেন। তাতে সন্তোষ ব্যক্ত করেছে এন এস ইউ আই।

সর্বোপরি শিক্ষাদানে সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ছাত্র সংগঠন এন এস ইউ আই ছাত্রসমাজের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নেশা সামগ্রী সহ গ্রেপ্তার চার পাচারকারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। রাজধানী আগরতলা শহরের উজান অভয়নগর থেকে এক যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ব্রাউনসুগার সহ। তার নাম হেচেন দেববর্মা। তার বাড়ি বিশালগড়ে। পুলিশ শনিবার সন্ধ্যায় তাকে গ্রেপ্তার করেছে।

প্রতিদিন ধর্মনগরের কোথাও না কোথাও শহরের সমাজ সচেতন মানুষের কারণে ধরা পড়ছে নেশা কারবারিরা। তার প্রমান বারবার মিলেছে বিভিন্ন নেশা বিরোধী অভিযানের সাফল্যে। ইদানিং আরক্ষা প্রশাসন সহ সাধারণ মানুষের কাছে খবর ছিল ধর্মনগরের কিছু ই-রিক্সা চালক তাদের ই-রিক্সা করে ব্রাউন সুগার ফেরি দিয়ে ছেলে-মেয়েদের হাতের নাগালে এনে দিচ্ছে। সেই মোতাবেক পুলিশ বিভিন্ন নেশা বিরোধী অভিযানের সূত্র ধরে আগে থেকেই মাঠে ছিল কিন্তু কোন সুফল আসেনি। শুক্রবার রাতে ধর্মনগর রাজা রাম মোহন রোড এলাকার মানুষ একটি ই-রিক্সা তাদের পাড়ায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সন্দেহ হয়। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। তারা এসে ই-রিক্সা সহ তিনজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। তাদের জিজ্ঞাসাবাদে পুলিশ জানতে পারে তারা এই ই-রিক্সা দিয়ে শহরের বিভিন্ন জায়গায় ড্রাগস সাপ্লাই করে। পুলিশতাদের জিজ্ঞাসা বাদ চালাছে। এদিকে আজ দুপুরে ধর্মনগর রাজবাড়ি এলাকার মানুষ কিছু ড্রাগস সহ এক যুবককে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়। সেও ই-রিক্সা চালক। তাকে আটক করে পুলিশ জানতে পারে সে বিজু দেবনাথের কাছ থেকে এই ব্রাউন সুগার কিনে এনেছে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ বিজু দেবনাথের বাড়ি যায়, কিন্তু সে বাড়ি থেকে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। তবে এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি অব্যাহত

মালদা, ১৫ জুন (হি. স.) : শনিবারও মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে জুনিয়র ডাক্তারদের কর্মবিরতি অব্যাহত থাকল। বন্ধ রয়েছে বর্হিবিভাগ পরিষেবা। এমন পরিস্থিতিতে মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল পরিদর্শন করলেন জেলা শাসক তথা মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান কৌশিক ভট্টাচার্য।

জরুরি বিভাগের সমস্ত ওয়ার্ড পরিদর্শনের পাশাপাশি পরিসেবা নিয়ে কথা বলেন চিকিৎসাধীন রোগী ও তাঁদের পরিবারের সঙ্গে। খতিয়ে দেখেন ডাক্তারদের উপস্থিতির হার। সমস্ত ওয়ার্ড ঘুরে মেডিকেল কর্তৃপক্ষ ও আধিকারিক সহ জুনিয়র ডাক্তারদের কয়েকজন প্রতিনিধির সঙ্গে বৈঠকে বসেন জেলা শাসক।

এদিকে, শনিবারও মাথায় বেন্ডেজ বেঁধে প্রতিবাদে প্রতীকী শাটডাউন করছে মালদার চাঁচল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের চিকিৎসকরা। তবে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, এদিন সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ হাসপাতাল থেকে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের হবে। মিছিলে চাচঁল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসকদের সঙ্গে অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী ছাড়াও চাঁচলের বিশিষ্ট নাগরিকরাও অংশগ্রহণ করবেন বলে জানা গিয়েছে।

বুদবুদে উচ্ছেদ হওয়া ১৬টি পরিবারের ঠাঁই পশু হাসপাতালে, জোটেনি পুনর্বাসন

দুর্গাপুর, ১৫ জুন (হি. স.) : ভোটের পর আতঙ্কের রাত। উচ্ছেদের পর মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে পশু হাসপাতালে। গরমের ওপর মশার জ্বালায় আতঙ্কে ঘুম ছুটেছে। নিদ্রাহীন আর মশার কামড়ে বাড়ছে অসুস্থতা। এমনই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে আতঙ্কে দিন কাটছে এখন পূর্ব বর্ধমানের বুদবুদের ডাঙাপাড়ায় সেনাদের দ্বারা উচ্ছেদ হওয়া পরিবারগুলোর। ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

বুদবুদ ডাঙাপাড়ায় দীর্ঘদিন ধরে জবর দখল উচ্ছেদের নোটিশ জারি করে ছিল পানাগড় সেনাছাউনী। পঞ্চায়েত ভোট পেরিয়েছে। তারপর লোকসভা ভোটদান পর্ব মিটেছে। তার দুদিন পরেই অর্থাৎ ৩১ মে ১৬ টি জবর দখল পরিবারকে উচ্ছেদ করা হয়। উচ্ছেদ হতেই আতঙ্কের রাত নেমে আসে ওইসব পরিবারে। স্থানীয় বুদবুদ পঞ্চায়েত প্রাথমিকভাবে তাদের ঠাঁই দেয় গলসী-১ নং ব্লক পশু চিকিৎসালয়ের দোতালায়। পঞ্চায়েতের তরফে এক বস্তা চাল, জ্বালানী গ্যাস, বাকি রান্নার সরঞ্জামও দেওয়া হয়। কিন্তু সেসব সামগ্রী কতদিন? পশু চিকিৎসালয়ের দুর্গন্ধে ওষ্ঠাগত প্রান এখন তাদের। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে গরম, আবার মশার কামড়ে অতিষ্ঠ। উচ্ছেদ হওয়া শ্যামলী বাগদী, সনকা বাগদী, সুখী বাগদী অভিযোগে বলেন,' ভোটের দুদিন পরই বাড়ী ভেঙে দিল। উপস্থিত অফিসারদের কাছে করুন অর্তি জানিয়েছি, আর কয়েকটা দিন সময় দিন। কেউ শোনেনি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রবিবার অযোধ্যার রামলালায় পুজো দেবেন উদ্ধব, রাম মন্দির নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি, দাবি রাউথের

অযোধ্যা, ১৫ জুন (হি.স.) : লোকসভা নির্বাচনের পর প্রথমবারের জন্য রবিবার দলীয় সাংসদদের নিয়ে অযোধ্যা যাবেন শিবসেনা প্রধান উদ্ধব ঠাকরে।

এই প্রসঙ্গে শনিবার শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউথ বলেন, রাম মন্দিরের বিষয়টি হচ্ছে বিশ্বাসের, তা নিয়ে অযথা রাজনীতি করা উচিত নয়। রাম মন্দির নিয়ে শিবসেনা কখনও ভোট বা রাজনীতি করেনি। রাম মন্দির নির্মাণ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবে বিজেপি। শিবসেনা যেহেতু বিজেপির জোটসঙ্গী, তাই বিষয়টি নিয়ে সীমিত বক্তব্য রাখা হবে। দেশের জনগণ যা চাইবেন, তাই করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং অমিত শাহ। তাই যে কোনও মূল্যে রাম মন্দির তৈরি করা হবে।

উদ্ধব ঠাকরের অযোধ্যা সফর প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে সঞ্জয় রাউথ বলেন, রবিবার অযোধ্যার বিতর্কিত জমির পাশে অস্থায়ী রামলালা মন্দিরে পুজো দেবেন উদ্ধব ঠাকরে। রাম মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় বিজেপি শক্তিবৃদ্ধি যে প্রয়োজন সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে সঞ্জয় রাউথ বলেন, ২০২০ সালের বিজেপি রাজ্যসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করবে। তাই রাম মন্দির নির্মাণের সমস্ত বাঁধা তখন দূর হয়ে যাবে। অন্যদিকে অযোধ্যা সফরকে ঘিরে উদ্ধব ঠাকরে রাজ্যের অতিথির মর্যাদা দিল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। পাশাপাশি একই মর্যাদা দেওয়া হয়েছে শিবসেনার অন্য সাংসদদেরও।

মানকাচরে পুলিশের জালে বমাল দুই ড্রাগস পাচারকারী, বাজেয়াপ্ত বহু নেশার ওষুধ

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ১৫ জুন (হি. স.) : দক্ষিণ শালমারা মানকাচর জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী মানকাচরে পুলিশি অভিযানে দুই ড্রাগস পাচারকারী আটক হয়েছে। তাদের হেফাজত থেকে নেশার ওষুধও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রের খবরে প্রকাশ, গোপন এক তথ্যের ভিত্তিতে শুক্রবার রাতে মানকাচর থানার এক দল পুলিশ মানকাচরের চকবাজারে অভিযান চালায়। ওই অভিযানে বদিয়ত জামান এবং মফিদুল ইসলাম নামের দুই ড্রাগস পাচারকারিকে আটক করা হয়। তাদের হেফাজত থেকে ৯৬টি স্পোক্সিমো প্রক্সিভিওন প্লাস এবং ১৩৬টি সিমপ্লেক্স সি প্লাস ক্যাপসুল বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশে অভিযানকারী দল। পুলিশের তদন্তকারী অফিসার জানান, এই দুই নেশা কারবারি দীর্ঘ দিন থেকে মানকাচরের পাশাপাশি মেঘালয়েও এ ধরনের নেশাদ্রব্য পাচার করে। ওই সব নেশা সামগ্রী মেঘালয় হয়ে বাংলাদেশের ড্রাগস কারবারিদের কাছে পৌঁছাত তারা।

তদন্তকারী অফিসার জানান, এরা মানকাচর জেলার সুখচর থানা এলাকার বড় পাটাকাটা গ্রামের আব্দুল সামাদের ছেলে বদিয়ত জামান (৩৬) এবং মানকাচর থানা এলাকার জোড়ডাঙা প্রথম খণ্ড গ্রামের সহিদুর রহমানের ছেলে মফিদুল ইসলাম (৩২)। উভয়ের বিরুদ্ধে নারকোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবসট্যান্সেস অ্যাক্ট, ১৯৮৫ (এনডিপিএস) অনুযায়ী মামলা রুজু করা হয়েছে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যের ৭ জেলা সদর উন্নয়নে ১৬৫০ কোটি টাকার অনুমোদন এডিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৫ জুন ।। শহর উন্নয়নে ১৬৫০ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন দিয়েছে এডিবি। তাতে পানীয় জল সরবরাহ, ভূগর্ভস্থ জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, বিজ্ঞানসম্মত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং ফুটপাত পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হবে। রাজ্যের ৭টি জেলা সদরে এই প্রকল্প রূপায়িত হবে। তাতে আগরতলা বাদে রয়েছে খোয়াই, বিশ্রামগঞ্জ, কৈলাসহর, ধর্মনগর, আমবাসা, উদয়পুর এবং বিলোনীয়া। এই প্রকল্পের ৮০ শতাংশ অর্থই এডিবি অনুদান হিসেবে দেবে রাজ্য সরকারকে। শুধু ২০ শতাংশ অর্থ ঋণ বাবদ সঠিক সময়ে রাজ্যকে মেটাতে হবে।

প্রসঙ্গত, ২০১৮ সালের ১৫ নভেম্বর ৮৯তম স্কিনিং কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রকের আর্থিক বিষয়ক দপ্তর এই প্রকল্পটি মঞ্জুর করেছিল। পাশাপাশি বিদেশ মন্ত্রক, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এবং নগরোন্নয়ন মন্ত্রকও এই প্রকল্পটির অনুমোদন দিয়েছিল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এডিবির কনসালটেন্টকে গত ২১ ডিসেম্বর আগরতলা প্রকল্পের সম্ভাবতা খতিয়ে দেখতে পাঠিয়েছিল। মূলত আর্থিক এবং প্রযুক্তিগত সহায়তার মাধ্যমে ডিপিআর তৈরির জন্যই কনসালটেন্টকে সম্ভাবতা খতিয়ে দেখতে আগরতলায় পাঠানো হয়েছিল। তাতে পিএফআর এবং টিএ বাবদ এডিবি এই প্রকল্পের জন্য ২১ কোটি টাকা প্রস্তাব করেছিল। সেই মোতাবেক অর্থ মন্ত্রক তার অনুমোদন দিয়েছে। জানা গেছে, এখন নগরোন্নয়ন দপ্তর এই প্রকল্পে ডিপিআর প্রস্তুত করতে উদ্যোগি হবে।

প্রসঙ্গত, ইতিপূর্বে জেলা ভিত্তিক শহর উন্নয়নে আন্তর্জাতিক তহবিল কখনই মেলেনি। অমরুত, স্মার্ট সিটি ইত্যাদি প্রকল্পে কেবল আগরতলা শহরেই উন্নয়ন খাতে বিনিয়োগ হয়েছে। ফলে, অন্য জেলা সদরগুলি এই উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত থেকেছে। রাজ্য সরকার এই প্রথম সমস্ত জেলা সদরে উন্নয়ন পৌছে দিতে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৭টি জেলা সদর তাতে দারুণ ভাবে উপকৃত হবে বলে আশা করছে রাজ্য সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মনে করেন, এডিবির অর্থ সাহায্যে রাজ্যের জেলাগুলির আধুনিকরণ সম্ভব হবে। তাতে ভবিষ্যতে পর্যটন এবং বাণিজ্যে মডেল হিসেবে গড়ে উঠার স্বপ্ন সফল হতে পারে।

আয়ুষ্মান কার্ড জালিয়াতি,যুবকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করলো মহিলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। আয়ুষ্মান কার্ড জালিয়াতির দায়ে এক যুবকের নামে রাধাকিশোরপুর থানায় মামলা করলো মহিলা। পুরো বিষয়টি লিখিতভাবে জানানো হয়েছে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে। ঘটনা, উদয়পুর মাতাবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা এলাকায়। উদ্বিগ্ন সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিক। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, দক্ষিণ মাতাবাড়ির দাতারাম এলাকার বাসিন্দা গীতা শর্মা,স্বামী শচীন্দ্র শর্মা মাতাবাড়ি বাজার এলাকার এক তথ্য মিত্র কেন্দ্রে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ুস্মান প্রকল্পের জন্য স্মার্ট কার্ড করার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দেন। কিন্তু জমার অনেক দিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও স্মার্ট কার্ড তিনি হাতে পান নি। ওনার বক্তব্য, ওই সিএসসি সেন্টারের মালিক কমল কান্তি দে ইন্টারনেটজনিত সমস্যার অজুহাত দেখিয়ে হয়রানি করে যাচ্ছিলো দিনের পর দিন। পরে তিনি ওই যুবককে ওনার এবং ওনার স্বামীর আয়ুষ্মান কার্ড ইস্যুর জন্য যেখানে ধার্য্য সার্ভিস ফি মাত্র ষাট টাকা দেওয়ার কথা সেখানে দুই দফায় ছয়শো টাকা উৎকোচ হিসেবে তাকে প্রদান করেন। কিন্তু ওই যুবক টাকা পেয়ে তড়িঘড়ি করে অন্য এক ব্যক্তির আইডি নম্বর / ঞ্ঝ্ঞ্ছ৪ছপ্ত০৬ঞ্টঞ্ঁ২৬ঞ্ঞজ্ঞ৯ ব্যাবহার করে জাল স্মার্ট কার্ড গীতা দেবীর হাতে ধরিয়ে দেন। কার্ড হাতে পেয়ে কয়েকদিন পর তিনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পরিষেবা নিতে গেলে প্রতারনার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। তারপরই আর কে পুর থানায় ওই প্রতারকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়। ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই জেলা প্রশাসন অভিযুক্ত ২৪৪৫৬৩৭৩০০১১ আইডি নম্বরের সিএসসি সেন্টারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ সহ সেন্টারের আইডি বাতিলের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিয়েছে। তবে জেলাশাসক টিকে দেবনাথ মহকুমা পুলিশ আধিকারিক হিমাদ্রি প্রসাদ দাসকে আয়ুষ্মান কার্ড জালিয়াতি ইস্যুতে সিএসসি সেন্টারের কর্নধার ও অভিযোগকারিনী উভয়কেই তদন্তের আওতায় এনে জিজ্ঞাসাবাদের নির্দেশ দেন। শুক্রবার জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্পকে কেন্দ্র করে এমন গুরুতর অনিয়মের অভিযোগ প্রকাশ্যে আসতেই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন।

পঃবঙ্গে ডাক্তারদের উপর হামলার নিন্দা জানাল ডিএবিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকের উপর বর্বরোচিত হামলায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ছাত্র সংগঠন অখিলভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। আগরতলা ইউনিটের পক্ষ থেকে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছেন বলে অভিযোগ এনেছে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ। এরই প্রতিবাদে এবং চিকিৎসকদের পূর্ণ নিরাপত্তার দাবি দেশব্যাপী আন্দোলনে সামিল হয়েছে সংগঠন। এরই অঙ্গ হিসেবে আগরতলায় প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি পিবিটি-র

কলকাতা, ১৫ জুন (হি. স.): পশ্চিমবঙ্গে চিকিৎসকদের ধর্মঘট নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনের হস্তক্ষেপ দাবি করল 'পিপল ফর বেটার লিভিং' (পিবিটি)। শনিবার সংগঠনের সভাপতি ডাঃ কুণাল সাহা এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছেন হর্ষবর্ধনকে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কুণালবাবু জানিয়েছেন, রাজ্যের হাসপাতালগুলোয় পরিষেবা সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে। চিকিৎসকদের কর্মবিরতির জন্য মানুষ অবর্ণনীয় দূর্দশায় পড়েছে। এর ওপর ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সমর্থনে সোমবার দেশব্যাপী ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট এ রকম ধর্মঘটে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এই অবস্থায় আপনি ধর্মঘটীদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা নিন। কুণালবাবু কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে লিখেছেন, পরিস্থিতি এ রকম চলতে থাকলে হাসপাতালে পরিষেবা না পেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন প্রচুর রোগী। কেউ কেউ মারা যেতে পারেন। আন্দোলনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে কেন্দ্রকে দ্রুত উদ্যোগী হতে বলেন কুণালবাবু।

ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন আইজীবীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান শুরু করেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ জুন ।। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন আইজীবীদের সচিত্র পরিচয়পত্র প্রদান শুরু করেছে। ৩১৬ জন আইনজীবী পরিচয় পত্রের জন্য আবেদন করেছেন। তাদের প্রত্যেকটি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে পরিচয় পত্র দেওয়া হচ্ছে। শনিবার ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে পরিচয়পত্র তুলে দেওয়া হয়। আগামী সোমবার হাইকোর্টে কর্মরত আইনজীবীদের পরিচয়পত্র প্রদান করা হবে। রাজ্যের সর্বত্রই এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বার অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কুমার ধর জানান, তিনি দায়িত্ব গ্রহণের পর অ্যাসিয়েসনের লোগো , ওয়েবসাইট চালু করা হয়েছে। স্বচ্ছতার প্রশ্নে অডিটও শুরু হয়েছে। শীঘ্রই আইনজীবীদের জন্য ওয়েলফেয়ার স্কীম চালু হবে বলে জানান তিনি।

ডাক্তাদের সমর্থনে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৫ জুন (হি.স.): ক্রমশই ভারী হচ্ছে চিকিৎসকদের আন্দোলনের সমর্থনঊ এবার তাঁদের পাশে দাঁড়ালেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ও। তিনি নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে আন্দোলনের সমর্থন করে সরব হয়েছেনঊ নিজের টুইটার হ্যান্ডেলে প্রসেনজিত লিখেছেন, "রোগীদের প্রাণ বাঁচানো যেমন ডাক্তারদের কর্তব্য, তেমনই আমাদের সকলের কর্তব্য এই অব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাদের সকলের পাশে দাঁড়ানো। আমি চাই সুস্থ স্বাস্থ্য পরিষেবা তাড়াতাড়ি ফিরে আসুক। হিংসা নয় আমার কলকাতা শান্তির শহর। সবাই মিলে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াই আর রক্ষা করি তাঁদের প্রাণ"। বিনোদন জগৎ থেকে শুরু করে বুদ্ধিজীবী জুনিয়র চিকিৎসকদের সমর্থনে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে একাধিক মহলঊ হয়েছে প্রতিবাদ মিছিল।

গত মঙ্গলবার এক আশীয়র্ধ রোগীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রোগীর পরিবার এবং জুনিয়র চিকিৎসকদের মধ্যে ধুন্ধুমার বাঁধে। আহত হন ইন্টার্ন পরিবহ মুখোপাধ্যায়। এরপরই তোলপাড় হয়ে যায় রাজ্য তথা গোটা দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থা। মুখ্যমন্ত্রীর বহিরাগত মন্তব্যে আরও ক্ষেপে উঠেছে আন্দোলনকারীরা। তাঁরা তাঁদের দাবিতে অনড়। তাঁদের দাবি মুখ্যমন্ত্রীকে এসে কথা বলতে হবে জুনিয়র ডাক্তারদেরঊ এর মধ্যেই শনিবার পরিবহ মুখোপাধ্যায়কে দেখতে যাওয়ার কথা থাকলেও দুপুর তিনটে অবধি মুখ্যমন্ত্রী যাননি তাঁকে দেখতে।

কর্মবিরতির জের : মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজে বিনা চিকিতায় সদ্যোজাতের মৃত্যু, উত্তেজনা

মেদিনীপুর, ১৫ জুন (হি.স.): চিকিতক নিগ্রহের প্রেক্ষিতে এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য সঙ্কট চলছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন হাসপাতালেঊ শহর থেকে গ্রাম, সর্বত্রই দুর্ভোগে পড়েছেন রোগী ও তাঁদের পরিজনরাঊ শনিবার পঞ্চম দিনে পড়ল কলকাতার নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের জুনিয়র চিকিতকদের কর্মবিরতিঊ এমতাবস্থায় বিনা চিকিতায় সদ্যোজাতের মৃত্যুর অভিযোগ উঠল মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালেঊ গত বৃহস্পতিবার প্রসব বেদনা নিয়ে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন মেদিনীপুর শহরের বাসিন্দা মনোয়ারা বেগমঊ ওই দিনই শিশুপুত্রের জন্ম দেন তিনিঊ

কিন্তু, শনিবার সদ্যোজাত ওই শিশুর মৃত্যু হয়ঊ পরিবারের অভিযোগ, চিকিতায় অবহেলার কারণেই মৃত্যু হয়েছে ওই শিশুরঊ শনিবার সদ্যোজাত শিশুর দেহ নিয়ে হাসপাতালের জরুরি বিভাগের সামনে বিক্ষোভ দেখান

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।